CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-24 ■ 30 October, 2024 ■ আগরতলা ৩০ অক্টোবর, ২০২৪ ইং ■ ১৩ কার্ত্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## বাংলাদেশে অস্থিরতা ও ত্রিপুরায় বাড়ছে অনুপ্রবেশ, উদ্বেগ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর ।।** বাংলাদেশে অস্থিরতা এবং ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ বেড়ে যাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা। কারণ, বাংলাদেশে অস্থিরতার জেরে ইন্দো-বাংলা অসম্পূর্ণ প্রকল্পের কাজ থমকে গিয়েছে। অন্যদিকে, ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ বেড়ে যাওয়ায় অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ভীষণ চিন্তায় ফেলেছে।

ইন্দো-বাংলা অসম্পূর্ণ প্রকল্প থমকে যাওয়ার বিষয়ে আজ প্রতিক্রিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা বলেন, অস্থির বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রগতি থমকে গেছে। সেই জায়গায় ভারতের সাথে সুসম্পর্কই সে-দেশের আর্থিক প্রবৃদ্ধিতে আবারও গতি আনবে। তাঁর কথায়, ইন্দো-বাংলা প্রকল্পগুলি বন্ধ হয়নি। বাংলাদেশের অস্থিরতার কারণে থমকে গেছে। অস্থিরতা কাটলে আবারও ওই সমস্ত প্রকল্পের অসম্পূর্ণ কাজ শুরু হবে, আশা প্রকাশ করেন তিনি।

তাঁর বক্তব্য, বাংলাদেশের সাথে ভারত সরকার প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রেখে চলেছে। ইন্দো-বাংলা অসম্পূর্ণ প্রকল্পগুলির কাজ পুণরায় শুরু হোক চাইছে ভারত। এক্ষেত্রে ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, সময় আসলেই তা বোঝা যাবে।

তাঁর দাবি, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু, সাম্প্রতিক ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে তৈরি পরিস্থিতির জেরে সে-দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি থমকে গেছে। ভারতের সাথে সুসম্পর্ক সেই অবস্থা উত্থানের একমাত্র উপায় বলে তিনি মনে করেন। তাঁর কথায়, ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের স্থিরতার জন্য আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ভারত সরকারের তরফে বারং বার সে-দেশের সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাঁর মতে, ভারত সরকারের পরামর্শ মেনে নিলে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক মধুর হবে। ফলে, ততদিন সাব্রুমের মৈত্রী সেতু, আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ এবং আগরতলা-চিটাগাং রুটে বিমান পরিষেবা শুরু নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যাচ্ছে না। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, শীঘ্রই সমস্ত কিছু স্বাভাবিক হবে।

এদিকে, ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ রুখতে সীমান্তে নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে হবে। কেন্দ্রের কাছে প্রতিনিয়ত সেই আর্তনাদ করছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ত্রিপুরায় ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। তবুও, প্রতিনিয়ত অনুপ্রবেশ ঘটছে, উদ্বেগের সুরে বলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায়ই আরক্ষা কর্মীদের জালে বাংলাদেশী এবং রোহিঙ্গা ধরা পড়ছে। সীমান্ত ডিঙিয়ে তাঁদের অনুপ্রবেশ ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করেছে। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরায় শান্তি-সম্প্রীতিকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী অনুপ্রবেশ নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন। তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ কোনভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। ওই অনুপ্রবেশ রুখতে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ-বিষয়ে প্রতিনিয়ত কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় উন্মুক্ত সীমান্তে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। এ-রাজ্যে বাংলাদেশীদের অবৈধভাবে প্রবেশ আটকাতেই হবে।

তাঁর বক্তব্য, সীমান্তে বিএসএফ নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে। অনুপ্রবেশ ঠেকাতে রাজ্যের অভ্যন্তরে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস এবং ত্রিপুরা পুলিশও নিরলস পরিশ্রম করে চলেছে। তাই, সীমান্ত নিরাপত্তা আরও জোরদার করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনা চলছে, দাবি করেন তিনি।

## রাতভর দৈহিক নির্যাতন বধূর ৩ জনের ১৪ দিনের হাজত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৯ অক্টোবর ।।** এ যেন মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে হার মানায়। এলাকাবাসীর সামনে এক অসহায় গৃহবধূর উপর সাতজন মিলে মানসিক ও দৈহিক নির্য্যাতন চালিয়েছে।

ওই ঘটনায় কমলচৌড়া থানাধীন বাগবের এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরবর্তী সময়ে সাতজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাদের মধ্যে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তাদের মঙ্গলবার আদালতে সোপর্দ করে আগামী ১১ নভেম্বর ২০২৪ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

গ্রেপ্তারকৃত তিন অভিযুক্তরা সুজিত দাস(২২), আকাশ সরকার(২১), ইন্দ্রজিৎ সরকার(২৮)। বাকি চারজন এখনো পলাতক।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, কমলচৌড়া থানাধীন বাগবের এলাকায় পরকীয়া সন্দেহে সানীয় একদল যুবক এক মহিলাকে ডেকে এনে প্রথমে প্রচন্ড মারধর করে। তারপর গৃহবধূর উপর এলাকাবাসীর সামনে মানসিক ও দৈহিক অত্যাচার চালায়। কিন্তু দূর্ভাগ্যের বিষয় এলাকাবাসীরা এগিয়ে আসেন নি।

গৃহবধূকে এতটাই প্রহার করা হয়েছিল সে এখনও পর্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## এক দেশ, এক ভোট বাতিলের দাবিতে সরব সিপিএম

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর ।।** এক দেশ এক ভোট বাতিল সহ চার দফা দাবিতে সরব হয়েছে সিপিআইএম।আজ এরই প্রতিবাদে সিপিআইএম ডুকলি মহকুমা কমিটির উদ্যোগে এক মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের মিছিলটি যোগেন্দ্রনগর পার্টির মহকুমা অফিস থেকে শুরু করে যোগেন্দ্রনগর বাজারে গিয়ে শেষ হয়।

এদিন রতন দাস বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এক দেশ এক ভোট ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে। এই ব্যবস্থা গনতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বিরোধী। পাশাপাশি, বিজেপি সরকারের ক্ষমতায় আসার পর জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা পুরোপুরি ভেঙে গিয়েছে। প্রতিনিয়ত মহিলার নির্য্যাতনের শিকাট হচ্ছেন। এরই প্রতিবাদে সরব হয়েছে সিপিআইএম। এদিন তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এক দেশ এক ভোট বাতিল করার দাবি জানিয়েছেন।

## র‍্যাগিং বরদাস্ত নয় মুখ্যমন্ত্রী

*নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর ।।* *র‍্যাগিং বরদাস্ত নয়। সরাসরি না বললেও, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা বুঝিয়ে দিয়েছেন র‍্যাগিং-এ যুক্তদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে, কারোর ভবিষ্যৎ নষ্ট না হোক, সেদিকেও প্রশাসন নজর রাখবে।*

*আজ ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে র‍্যাগিং-র ঘটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিষয়টি আমার নজরে এসেছে। ছাত্রছাত্রীদের র‍্যাগিং মোটেও উচিৎ নয়। তাঁর কথায়, র‍্যাগিং প্রতিরোধে কড়া আইনী বিধান এনেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাতে, কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তাই, এ-ধরণের কার্যকলাপ থেকে ছাত্রছাত্রীদের বিরত থাকা উচিৎ, পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, র‍্যাগিং বিরোধী বিভাগের সে-দিকে কড়া নজর রয়েছে। ওই ঘটনার সাথে যুক্তদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে, কারোর ভবিষ্যৎ নষ্ট না হয়, প্রশাসন সেদিকেও নজর রাখবে।*

*প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে র‍্যাগিং-র নালিশ ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন এবং ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনে পৌঁছতেই নড়েচড়ে বসার তাগিদ অনুভব করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। দিল্লি থেকে দাবড়ানি খেয়ে তদন্ত কমিটি গঠন এবং অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে থানায় এজাহার করেছেন কলেজের অধ্যক্ষ ডা. অরিন্দম দত্ত। শুধু তাই নয়, র‍্যাগিং-এ অভিযুক্ত ১৮ জন ছাত্রছাত্রীকে ১ বছরের জন্য হোস্টেল থেকে বহিষ্কার এবং কলেজ ক্যাম্পাসে ৬ মাস মোবাইল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন তিনি।*

*এ-বিষয়ে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. অরিন্দম দত্ত বলেন, র‍্যাগিং সংক্রান্ত ঘটনায় দিল্লি থেকে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থেকে গত ২০ অক্টোবর একটি ইমেইল পেয়েছি। সেখানে র‍্যাগিং-র বিভিন্ন ছবি সহ প্রমাণ পেশ করা হয়েছিল। এদিকে, ওই সংস্থা ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন এবং ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনে ওই র‍্যাগিং-র ঘটনায় বিস্তারিত তুলে ধরে অভিযোগ*

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

*মঙ্গলবার আগরতলায় একতা দৌড় উপলক্ষ্যে র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহা, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা। ছবি - নিজস্ব।*

### সালেমায় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে রাজ্যপাল

## গ্রামীণ মানুষের জীবিকার মানোন্নয়নে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ধলাই, ২৯ অক্টোবর।।** ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার সালেমা এলাকায় আজ 'কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র' (কে ভি কে) পরিদর্শন করলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু।এদিনের এই সফর উপলক্ষ্যে তিনি কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভাও করেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে স্বসহায়ক দলের পক্ষ থেকে তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর বেশ কিছু স্টল খোলা হয়েছিল। রাজ্যপাল এই স্টলগুলোর উদ্বোধন করে স্বসহায়ক দলের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে কৃষকদের হাতে নানা জাতের ফসলের বীজ তুলে দেন রাজ্যপালউ

এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, ধলাই হচ্ছে উন্নয়ন প্রত্যাশী জেলা। দেশের পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই 'উন্নয়ন প্রত্যাশী জেলা' শীর্ষক বিশেষ উন্নয়নমুখী পদক্ষেপ প্রবর্তন করেন। সেই সূত্র ধরে স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, পানীয় জল ইত্যাদি সব ধরনের পরিষেবার নিয়মিত পর্য্যবেক্ষণ করা হয়। ধলাই যেহেতু কৃষি প্রধান জেলা, তাই গ্রামীণ এলাকায় অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সঙ্গে মিলে কাজ করতে হবে বলেও উল্লেখ করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। তিনি বলেন, কেন্দ্রের বর্তমান সরকার দেশের অ্যাসপিরেশনাল বা উন্নয়ন প্রত্যাশী জেলাগুলির উন্নয়নে সামগ্রিক ও সর্বাত্মক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। এই জেলার কৃষকদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য রাজ্যের অন্যান্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## চাঁদার জুলুমবাজি পুলিশি হস্তক্ষেপ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৯ অক্টোবর।।** চাঁদার জুলুম বন্ধ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ সত্ত্বেও বেপরোয়াভাবে চলছে বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজি। মঙ্গলবার বিশালগড় থানাধীন কড়ুইমুড়া আমতলার বেশ কিছু স্থানীয় যুবক চাঁদার দাবিতে একটি পোলট্রি মুরগি বোঝাই গাড়ি আটক করে কালিপূজার জন্য চাঁদা দাবি করতে থাকে। ৩০০০ থেকে ৪০০০ টাকা দেওয়ার জন্য দাবি জানায় ওই যুবকরা, এমনই অভিযোগ গাড়ি চালকের।

তবে গাড়ির চালক এত টাকা দিতে রাজি না হলে তারা গাড়ি আটকে রেখে টাকা দাবি করতে থাকে। এদিকে চালক চাঁদা দিতে রাজি না হওয়ায় গাড়ি থেকে ১০০টি পোল্ট্রি মুরগির বাচ্চা নিয়ে যায়। তাতে গাড়ির মালিক থানায় অভিযোগ জানায়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ব্যাঙ্ককর্মীর রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর ।।** কিস্তি আনতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে বন্ধন ব্যাঙ্কের এক কর্মীর।

তাঁর মৃত্যুতে কাঁকড়াবন পালাটানায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঘটনার বিবরণে মৃতের স্ত্রী জানিয়েছেন, আজ সকালে খাওয়া দাওয়া সেরে কাজে গিয়েছিলেন শুভঙ্কর বিশ্বাস। তিনি জিরানিয়া বন্ধন ব্যাঙ্কে কর্মরত ছিলেন। ব্যাঙ্কে গিয়ে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

সাথে সাথে ব্যাঙ্কের কর্মীরা তাকে উদ্ধার করে জিরানিয়া হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। সেখানকার চিকিৎসকরা তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

কিন্তু জিবি হাসপাতালে নেওয়া পর তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তাঁর মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

## কাটাখাল থেকে উদ্ধার সদ্যজাতের মৃতদেহ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর ।।** রাজধানী আগরতলায় উজান অভয়নগর কাটাখাল এলাকার খাল থেকে উদ্ধার সদ্যজাত শিশু কন্যার মৃতদেহ। ঘটনাকে ঘিরে একালায় তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ সকাল ৭ টা নাগাদ এলাকার বাসিন্দা জনৈক মহিলা মৃতদেহ দেখতে পান। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর ।।** ভারতের নির্বাচন কমিশনের আদেশ ও নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ১ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখকে ভিত্তিবছর ধরে ত্রিপুরায় ৬০টি বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের সচিত্র খসড়া ভোটার তালিকা আজ (২৯ অক্টোবর, ২০২৪ মঙ্গলবার) প্রকাশিত হয়েছে। খসড়া ভোটার তালিকা অনুযায়ী রাজ্যে ভোটার রয়েছেন ২৮,৬৪,৪৭৫ জন। এর মধ্যে মহিলা ভোটার ১৪,২৫,৯১৫ জন এবং পুরুষ ভোটার ১৪,৩৮,৪৯১ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৬৯ জন। খসড়া ভোটার তালিকা অনুযায়ী সার্ভিস ভোটার রয়েছেন ১১০৭১ জন। এর মধ্যে মহিলা ভোটার ২০৫ জন এবং পুরুষ ভোটার ১০,৮৬৬ জন।

রাজ্যের নির্বাচন দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে খসড়া ভোটার তালিকার উপর দাবি ও আপত্তি দাখিল করার সময়সীমা ২৯/১০/২০২৪ (মঙ্গলবার) থেকে ২৮/১১/২০২৪ (বৃহস্পতিবার)। খসড়া ভোটার তালিকার উপর বিশেষ প্রচার অভিযান ৯/১১/২০২৪ (শনিবার), ১০/১১/২০২৪ (রবিবার), ১৬/১১/২০২৪ (শনিবার) ও ১৭/১১/২০২৪ (রবিবার)। দাবি ও আপত্তি নিপত্তির সময়সীমা ২৪/১২/২০২৪ (মঙ্গলবার) পর্যন্ত। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ৬/১/২০২৫ (সোমবার)। প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে খসড়া ভোটার তালিকার প্রতিলিপি সমস্ত মনোনীত স্থানে অর্থাৎ ৩৩৫২টি ভোটকেন্দ্রে, সমস্ত তহশিল অফিসে নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিক (মহকুমা শাসক) এর অফিসে এবং জেলা নির্বাচন আধিকারিক (ডিএম) অফিসে পরিদর্শনের জন্য পাওয়া যাবে। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক, ত্রিপুরার ওয়েবসাইটে www.ceotripura.nic.in ভোটার তালিকার প্রতিলিপি পরিদর্শনের জন্য পাওয়া যাবে।

## আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ নিয়ে চিন্তিত স্বর্ণপদক জয়ী লক্ষ্মী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৯ অক্টোবর।।** দরিদ্রতার সাথে লড়াই করে লক্ষ্মী রানী সিনহা সারা ভারত বর্ষের মধ্যে অনূর্ধ ১৭ ব্যাল্ট রেসলিং, প্যাঙক্রেশন ও মাচ রেসলিং এই তিনটি ইভেন্টে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে গর্বিত করেছে কমলপুর সহ রাজ্যকে। আগামী দিন আন্তর্জাতিক খেলায় অংশ করতে পারবে তো ? এই চিন্তায় মগ্ন কোচ সহ ফেডারেশনের কর্মকর্তারা।

রূপসপুর এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ সিনহা।স্ত্রী সহ দুই মেয়ে চার জনের সংসার। লক্ষ্মী রানী সিনহা বড়। স্ত্রী কল্যানী সিনহা সংসার দেখছেন। প্রচন্ড দরিদ্রতার মধ্যে দিয়ে চলছে চার জনের সংসার। লক্ষ্মী রানী সিনহা পড়াশোনার পাশাপাশি প্যাঙক্রেশন রেসলিং, ব্যাল্ট রেসলিং ও মাচ রেসলিং ইভেন্ট গুলিতে কোচিং নেয় কোচ আম্বর আলীর কাছ থেকে। টানা চার বছর কোচিং নেওয়ার পর মহকুমা,জেলা ও রাজ্যে ওই ইভেন্ট গুলিতে চ্যাম্পিয়ন হয়।

### আর্থিক টানাপোড়েন

পরবর্তীতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জাতীয় স্তরে অংশ গ্রহন করে একাধিকবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে স্বর্নপদক লাভ করে লক্ষ্মী রানী সিনহা। ইতিমধ্যে দেরাদুন, উত্তরাখণ্ড সহ অন্য রাজ্যে ব্যাল্ট রেসলিং, প্যাঙক্রেশন ও মাচ রেসলিং এই তিনটি ইভেন্টে পর পর চ্যাম্পিয়ন হয়ে স্বর্ন পদক লাভ করে। যা ত্রিপুরার নজির। এতে গর্বিত কমলপুর সহ ত্রিপুরাবাসী। লক্ষ্মী রানী সিনহা আন্তর্জাতিক এই ইভেন্ট গুলিতে খেলায় সিলেকশন হয়েছে। কিন্তু, খরচ চালাবে কে ? এই চিন্তায় ঘোরপাক খাচ্ছে কোচ আম্বর আলী সহ সংস্থার ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের।

মা কল্যাণী সিনহা কেঁদে বলেন, খুব কষ্ট করে সংসার প্রতিপালনের মাধ্যমে আমার মেয়েকে এই জায়গায় এনেছি। এরজন্য কোচ অনেক সাহায্য করেছে। আমার মেয়ে কমলপুরের মান রেখেছে। আরো এগিয়ে যাওয়ার জন্য সবার সাহায্য চাই। আমরা গরীব। আমি মেয়েকে পড়াশুনা করাতে চাই। কোচ আম্বর আলী বলেন, গত চার বছর ধরে লক্ষ্মী রানী সিনহা ট্রেডিশন্যাল রেসলিং অ্যান্ড প্যাঙক্রেশনের বিভিন্ন ইভেন্টে কোচিং করি। কোচিংয়ের প্রথম থেকে তার মধ্যে প্রতিভা লক্ষ্য করা গেছে।

এরপর রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে হরিয়ানা, পাঞ্জাব সহ বিভিন্ন রাজ্যে জাতীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ৩০ অক্টোবর ২০২৪ ইং
১৩ কার্ত্তিক, বুধবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

# অনলাইন প্রতারণা !

অল্প সময়ে বেশি টাকা উপার্জনের লোভে পড়িয়া খোয়া গেল প্রায় সাড়ে ১৪ লক্ষ টাকা। ঘটনাটি শিলিগুড়ির। সাইবার প্রতারণার শিকার তরুণী শিলিগুড়ির সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হইয়াছেন। ঘটনার তদন্ত চলিয়াছে ।দেশ যত ডিজিটাল হইতেছে তাহার সঙ্গে পাল্লা দিয়া বাড়িতেছে অনলাইন প্রতারণার সংখ্যা। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে, অর্থ উপার্জনের টোপ দিয়া কোনও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করিয়া চলিয়াছে প্রতারণাচক্র। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে একটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে লিংকের মাধ্যমে একটি গ্রুপে যুক্ত হইয়াছিলেন তিনি। তাহাকে বলা হয়, এটা ট্রাভেল বুকিং প্ল্যাটফর্ম। এখানে অ্যাকাউন্ট চালুর জন্য ন্যূনতম ১০,০০০ টাকা প্রয়োজন। তবে ঘটনার দিন ছিল রবিবার। 'সানডে অফার' আছে তাই ১০ হাজারের পরিবর্তে ৭ হাজার দিলেই অ্যাকাউন্ট খুলিয়া দেওয়া হইবে, এই টোপ দেয় প্রতারকরা। আর ওই ফাঁদে পা দিয়া টাকাও ট্রান্সফার করেন তরুণী।

প্রথম পর্য্যায়ে একটি ওয়েবসাইটে ৬০টি রিভিউ কমপ্লিট করার 'টাস্ক' দেওয়া হয় তাহাকে। তাহা সম্পন্ন করিলে তরুণীর অ্যাকাউন্টে ১৫,৩৯৬ টাকা ঢুকিয়া যায়। এরপর এলিট প্যাকেজের কথা বলিয়া তাহার কাছ থেকে ২০,২৫৯ টাকা নেওয়া হয়। পরদিন ফের ১০,০০০ টাকা দিয়া অ্যাকাউন্ট চালু করিয়া টাস্ক সম্পন্ন করেন তিনি। পান ১৩,৯০৭ টাকা। এরপরই শুরু আসল খেলা ।তাহারা তরুণীর আস্থা অর্জন করিতে পারিয়াছে, একথা বুঝিতে পারিয়া প্রতারকরা বড় অঙ্কের টাকা চাইতে শুরু করে। টাস্ক শেষ করিলে বেশি টাকা মিলিবে, এই লোভ দেখাইয়া কখনও তরুণীর থেকে ৯০ হাজার, আবার কখনও নেওয়া হয় ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। এইভাবে ধীরে ধীরে ডিপোজিটের অঙ্ক ১৪,৩৪,৩০৬ টাকা হইয়া যায় ।বিপত্তি বাধে এরপরই। জমা থাকা ওই টাকা তুলিতে যাইতেই তরুণী বুঝিতে পারেন তিনি প্রতারকদের খপ্পরে পড়িয়াছেন। কয়েকদিন আগেই তিনি এবিষয়ে সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হইয়াছেন ।তরুণীর বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী। ওই প্রবীণ অবসরের পর এককালীন টাকা পাইয়াছিলেন। সেই টাকাও তরুণী বেশি উপার্জনের আশায় প্রতারকদের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করিয়া দিয়াছিলেন। অনলাইন প্রতারণা আজকের ডিজিটাল যুগে একটি বড় সমস্যা হইযয়া উঠিয়াছে। প্রতারকরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য, অর্থ এবং গোপনীয়তা লঙ্ঘন করিয়া থাকে। নিচে কিছু সাধারণ অনলাইন প্রতারণার ধরন এবং এ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় আলোচনা করা হইলো:

১. ফিশিং :ফিশিং হইলো প্রতারণার একটি কৌশল, যেখানে প্রতারকরা নকল ওয়েবসাইট, ইমেইল বা মেসেজের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর কাছ থেকে পাসওয়ার্ড, ক্রেডিট কার্ডের তথ্য বা অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করে। এ ধরনের মেসেজ সাধারণত কোন ব্যাংক, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আসার ভান করে। এক্ষেত্রে অবশ্যই সন্দেহজনক ইমেইল বা মেসেজের লিংকে ক্লিক করিবেন না ।ওয়েবসাইটের ইউআরএল যাচাই করিয়া নিন, যেন তাহা সঠিক থাকে।

দোটানা থাকিলে সরাসরি প্রতিষ্ঠানটির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে লগইন করুন।

অনেক সময় স্ক্যামাররা ফোন কল বা এস এম এস পাঠাইয়া বিভিন্ন প্রলোভন দেখাইয়া বা ভয় দেখাইয়া অর্থ আদায়ের চেষ্টা করে ।অপরিচিত বা সন্দেহজনক নম্বর থেকে ফোন কল এড়াইয়া চলুন ।কোন তথ্য প্রদান বা অর্থ পাঠানোর আগে ভালোভাবে যাচাই করুন ।ই-কমার্স সাইট বা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অনেক ভুয়া বিক্রেতা থাকে যাহারা নকল পণ্য বিক্রি করে বা পণ্য পাঠায়ই না। অ্যাপ ডাউনলোডের মাধ্যমে প্রতারণা করিয়া চলিয়াছে। অনেক ভুয়া অ্যাপ রহিয়ায়েছে যা আপনার ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করিতে পারে ।বিশ্বস্ত এবং অফিসিয়াল অ্যাপ স্টোর থেকে অ্যাপ ডাউনলোড করিতে হইবে ।রিভিউ এবং রেটিং চেক করিয়ানিন। অপ্রয়োজনীয় পারমিশন দেয়া থেকে বিরত থাকুন ।সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন অফার, ফ্রি গিফট বা লটারি জেতার দাবি করে প্রতারকরা অনেককে ফাঁদে ফেলে ।অতিরিক্ত লোভনীয় বা অবাস্তব প্রস্তাবে সাড়া দিবেন না। অনলাইন প্রতারণা থেকে বাঁচিতে নিরাপত্তা সচেতনতা এবং পাশাপাশি সবসময় তথ্য যাচাই করা জরুরি। কোন সন্দেহজনক পরিস্থিতি দেখিলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন।

## পাটনায় মেট্রোর সুড়ঙ্গে কাজের সময় দুই শ্রমিকের মৃত্যু, আহত ৬ জন

পাটনা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): পাটনা মেট্রোর সুড়ঙ্গে নির্মাণকাজ চলাকালীন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দুই শ্রমিক। এছাড়াও আরও ৬ জন আহত হয়েছেন। সোমবার রাতে নির্মীয়মান পাটনা মেট্রোতে কাজ করার সময় মাটি ধসে মৃত্যু হয় দুই শ্রমিকের। ৬ জন শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। উদ্ধারকাজে বিলম্ব হওয়ায় শ্রমিকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পাটনার পীরবাহোর থানার স্টেশন হাউস অফিসার আব্দুল হালিম বলেছেন, 'সোমবার রাতে টানেলের একটি মেশিনে ত্রুটির কারণে দুই শ্রমিক মারা যান এবং ৬ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। সোমবার রাতে পাটনা মেট্রো নির্মাণের কাজ চলছিল যথারীতি। নির্মীয়মান মেট্রোতে কাজ চলাকালীন হঠাৎ মাটি ধসে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

## বায়ুদূষণের কবলে তাজনগরী আগ্রা, ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ল তাজমহল

আগ্রা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): দিল্লির পাশাপাশি বাতাসের গুণগতমান খারাপ হচ্ছে উত্তর প্রদেশেও। বায়ুদূষণের কবলে মোরাদাবাদ, আগ্রা-সহ উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন শহর। মঙ্গলবার ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ল তাজনগরী আগ্রা, সকালের দিকে ধোঁয়াশাচ্ছন্ন ছিল আগের তাজমহল ।এই ধোঁয়াশার কারণে তাজমহল দেখতে আসা পর্যটকরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। একজন পর্যটকের কথায়, তাজমহল খুবই সুন্দর, কিন্তু প্রধান সমস্যা হল বায়ুদূষণ। আমি শুনেছি, ইন্ডাস্ট্রি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাও দূষণ রয়েছে। এই দূষণ রুখতে কিছু একটা করা দরকার।

## আখনুরে বড় সাফল্য সুরক্ষা বাহিনীর; নিকেশ ৩ জঙ্গি, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

জম্মু, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): জম্মুর আখনুরে সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে আরও দুই জঙ্গি। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত নিকেশ হয়েছে মোট ৩ সন্ত্রাসবাদী। পাশাপাশি এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। সোনাবাহিনী জানিয়েছে, সোমবার সকালে জম্মুর আখনুরে সেনাবাহিনীর গাড়িতে হামলা চালায় জঙ্গিরা। তৎক্ষণাৎ সেনাবাহিনী যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিলে জঙ্গিরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ।কিন্তু, পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি। চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয় জঙ্গিদের। সোমবার সকাল থেকেই শুরু হয় এনকাউন্টার। সোমবারই নিকেশ হয়েছিল এক জঙ্গি, পরে আরও দুই জঙ্গি খতম হয়েছে। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে মঙ্গলবার সকালে আরও জানানো হয়েছে, সোমবার রাতেও জম্মুর আখনুরে চলে অভিযান, মঙ্গলবার সকালে আবারও গুলির লড়াই শুরু হলে নিকেশ হয়েছে দুই জঙ্গি। উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ।

# আমার ঠাকুর

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা আদ্যন্ত একটি কমিউনিস্ট পরিবারে। ফলত, কৈশোর থেকেই এক ধরনের নাস্তিকতা আমাকে গ্রাস করেছিল। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই নাস্তিকতা অনেকটাই দূর হয়েছে বটে, তবে পুরোপুরি আস্তিকও যে হতে পেরেছি, তা আমি মনে করিনা এখনও। এখনও অনেক ধর্মীয় আচারে আমি বিশ্বাসী নই; বরং অনেক মানসিক শান্তি লাভ করি উপনিষদ পাঠে। তো, এই কমিউনিস্ট পরিবারের সন্তান হয়ে শেষ পর্যন্ত উপনিষদে নিজেকে সমর্পণ করা- এই যাত্রাপথটুকুতে এক অত্যাশ্চর্য আলোকের সন্ধান আমি পেয়েছি। সে বেশ দু দশক আগের কথা। এক বিকেলে হাজরা মোড়ের এক বইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে নানাবিধ বই উল্টে পাল্টে দেখছিলাম। দু-এক পাতা পড়ছিলাম। এই বইয়ের দোকানটি আমার দীর্ঘদিনের চেনা। ফলে ইচ্ছেমতো বই উল্টে দেখা এবং দু-এক পাতা পড়ে ফেলার সহাস্য অনুমতি আমাকে বরাবরই দিয়ে থাকে। যাই হোক, এরকম নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতেই একটি বই আমার হাতে চলে আসে। কিছুটা নিস্পৃহভাবেই আমি বইটি পড়া শুরু করি। গোটা চার পাঁচ পাতা পড়ার পর আমি কৌতুহলী হই। যেমন, আমার মনে হতে থাকে- এই বইটির মধ্যে এমন কিছু আছে, যা আমাকে এত সহজ ভাষায় এতদিন কেউ বলেনি। বইটি কিনে ফেলতে আমি দ্বিধা করিনা এবং বাড়ি ফিরে এসেই ওইদিন রাত থেকেই আমি সোৎসাহে বইটি পড়তে শুরু করি। যতই পড়ি বইটি, যতই তার গভীরে যাই; বুঝতে পারি বিশ্বের সর্বপ্রাচীন এবং সর্বজনীন এক দর্শণ অতি সাধারনের বোধগম্য এক ভাষায় এই বইটিতে বিবৃত হয়েছে। এখানে জ্ঞানীর অহংকার নেই, যা আছে তা হল এক প্রেমময় পুরুষের অপার করুনাবর্ষণ। বইটির নাম 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'। এই বইটি যখন আমি শেষ করি, তখন আমার সব অহংকার তিনি হরণ করে নিয়েছেন। সব হারিয়ে নিঃশ্ব, রিক্ত আমি তখন তাঁর শরণাগত। সেইদিন থেকেই তিনি আমার ঠাকুর, আমার রামকৃষ্ণ। আমার জীবনে এর পরের পর্য্যায় রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষা নেওয়া। বলতে দ্বিধা নেই, কমিউনিস্ট পরিবারের নাস্তিক সন্তান ততদিনে ক্রমে আস্তিক হয়ে উঠেছে। তবে রামকৃষ্ণ মিশনেও আমার দীক্ষা নেওয়া কোনও গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নয়। শুধুমাত্র রামকৃষ্ণদেব, মা সারদা এবং স্বামী বিবেকানন্দের নামাঙ্কিত এবং স্মৃতিধন্য এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে রাখার তাগিদেই। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে আমার মতের পার্থক্য হয়েছে, বিরোধেও দাঁড়িয়েছি হয়তো- তবে তা মিশন কর্তৃপক্ষের কোনও কোনও আচরনের প্রতিবাদে। তবু রামকৃষ্ণ দেব, মা সারদা এবং স্বামী বিবেকানন্দের পদতলে আমি আভূমি প্রণতই থেকেছি। তাঁরা আমার মনিব, আমি তাঁদের পোষা সারমেয়টার মতো। কোনও শক্তি নেই যা এই ত্রয়ীর পদতল থেকে আমায় সরিয়ে নিতে পারে।

আমার ঠাকুর, আমার রামকৃষ্ণকে আমি পুজো করি আমার মতো করে। দীক্ষা নিয়েছি বটে কিন্তু ত্রিসন্ধ্যাজপ করতে পারি না। বহু পাপীতাপীকে তিনি উতরে দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস আছে, আমার মতো নিতান্ত ব্রাত্যজনকেও তিনি উতরেই দেবেন। মঠ-মিশনের সভায় অনেকে দেখি ঠাকুরকে নিয়ে কত গবেষণালব্ধ ভাষণ দেন। ঠাকুরের কত বই লেখেন তাঁরা। আমি ঠাকুরের সেসব বিশিষ্ট ভক্তদের দলে পড়ি না। ঠাকুর এক সমুদ্রের মতো। সমুদ্রকে কী ডিঙানো যায়? আমি তাই সেই বৃথা চেষ্টা না করে সমুদ্রেই অবগাহন করি। পাড়ে বসে দেখি সমুদ্রের ঢেউয়ের ওঠাপড়া। আমার ঠাকুরকে আমি আমার হৃদয়ের মণিকোঠাটিতে রাখি। তাঁকে হাটের মাঝে বেচতে যাইনি কখনও। 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' আমার জীবনে এক আশ্চর্য জাদুদণ্ড। যে জাদুদণ্ডের স্পর্শে কমিউনিস্ট পরিবারের এক নাস্তিক অহংকারী সন্তানও একদিন পরিবর্তিত হয়েছিল এক রামকৃষ্ণ সন্তানে। এখানে আর একটি কথা না বললে অপরাধ হবে। ঠাকুরকে না হয় মাথায় করে রাখি; কিন্তু আমাকে আগলে রাখার মতো একজন মা আছেন।



আমি ধুলোকাদা মেখে ফিরে এলেও তিনি আমায় কাছে টেনে নেন। এখানেই আমার বড় ভরসা। সেই স্বামীজির কথায়- 'পরমহংস যায় যান, আমি তাতে ভীত নই, আমার একজন মাতা ঠাকুরানি আছেন।' আমি মন্ত্রতন্ত্র জানি না। জপতপের ধারও ধারিনি কোনওদিন। শুধু এটুকু জানি, অনেক আঘাতে জর্জরিত হয়ে, নিঃস্ব-রিক্ত হয়ে আমি যখন আমার গৃহে প্রত্যাবর্তন করি, তখন আমার সেই একলা চলার পথে একজন এসে আমার হাত ধরেন। আমার তখন আর কোনও ভয় করেনা। তিনি আমার ঠাকুর। আমার রামকৃষ্ণ।

# ধর্ম ও বিজ্ঞান এবং শ্রীচৈতন্যদেব

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

ভোগের জগৎ আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, চৈতন্যের জগৎ ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। চৈতন্যবিজ্ঞানের মতো মূল্যবান বিষয়ের স্বরূপসন্ধান পাচ্ছি না। এই যে অচৈতন্য অবস্থা, এই অচেনা ভারতবর্ষের সূচনা বৈদেশিক মুসলমান আগ্রাসনের সঙ্গে সঙ্গে। তা ভারতীয় সমাজের কোণে কোণে, প্রত্যন্ত অঞ্চলকে আবিষ্ট করে ফেললো। ভারতবর্ষ হয়ে উঠলো মৃতবৎ। তার প্রাণস্পন্দন নেই। একজন রোগী যখন সংজ্ঞাহীন মৃতবৎ হয়ে পড়ে, কোমায় চলে যায়, মেডিক্যাল সায়েন্সে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে তার চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। একইভাবে স্পিরিচুয়াল হাসপাতাল তৈরি করলেন শ্রীচৈতন্য। ভারতবাসীর মধ্যে সত্যিকারের চৈতন্য-বিকাশ ঘটালেন মহাপ্রভু। প্রায় পাঁচশো বছরের মতো সময়ের অসুস্থতা নিরাময়ের চেষ্টা করলেন তিনি। ১৪৮৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি নবদ্বীপে আবির্ভূত হলেন সেই ডাক্তার। ১৫১০ সালের ১০ জানুয়ারি তার ডাক্তারি পাশ করা হলো কাটোয়াতে। কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা নিলেন এযুগের ব্রজেন্দ্র নন্দন। নাম হলো 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য'। অর্থাৎ তিনি দেশবাসীর চৈতন্য এনে দেবেন। এনে দিলেন তার পরিব্রাজন পর্বে (১৫১০-১৫১৫) এবং নীলাচল পর্বে (১৫১৫-১৫৩৩); তার শুভঙ্করী প্রভাব অব্যাহত রইলো। প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের ব্যবধান; আজ থেকে ১৩২ বছর আগে চৈতন্য বিজ্ঞানের আসরে অবতীর্ণ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি কাশীপুর উদ্যানবাটিতে তিনি কল্পতরু হলেন, বললেন, 'চৈতন্য হোক', জীবনের পরম-প্রাপ্তি ঘটুক। মনে পড়বে শাক্ত-সংগীত, 'আমার চেতনা চৈতন্য করে দে মা চৈতন্যময়ী'।

দৃশ্যজগৎ অতি বিচিত্র, বহুরূপী। ভারতীয় সাধকেরা অব্যক্ত জগতের সীমাহীন রহস্যও দৃষ্টিগোচর করেছেন; বিভিন্নতার মধ্যে যে শাশ্বত সাম্য আছে তা বোধগম্য করেছেন। ১৯১৭, বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ভাষণ দিচ্ছেন, 'ভারতীয় চিন্তাপ্রণালী একতার সন্ধানে ছুটিয়া জড়, উদ্ভিদ ও জীবের মধ্যে সেতু বাঁধিয়াছে।.. বিধাতা যদি বিজ্ঞানের কোনো বিশেষ তীর্থ ভারতীয় সাধকের জন্য নির্দেশ করিয়া থাকেন, তবে এই চতুর্বেণী (পদার্থবিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ও মনস্তত্ত্ববিদ্যা) সংগমেই সেই মহাতীর্থ।''



বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এক অখণ্ড চৈতন্যের পুনরাবিষ্কার করলেন জগদীশচন্দ্র। জগদীশচন্দ্র (১৮৯৪) বলছেন, ''এ জগতে অসংখ্য ঘটনাবলীর মূলে তিনটি কারণ বিদ্যমান। প্রথম পদার্থ, দ্বিতীয় শক্তি, তৃতীয় ব্যোম অথবা আকাশ।'' ভর-শক্তি-মহাশূন্যতা। পৃথিবীর সবচাইতে জনপ্রিয় যে সমীকরণ স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটির বিখ্যাত পেপারে আইনস্টাইন দেখালেন E=mc2 ভর ও শক্তির সাম্যতা; ভর ও শক্তির নিত্যতা সূত্র; শক্তির পরিমাণ গু বস্তুর ভর ঙ আলোর বেগের বর্গ। শক্তি এবং ভর সমতুল্য এবং পারস্পরিক পরিবর্তনযোগ্য। আপেক্ষিকতাবাদের জনক তিনি, আলবার্ট আইনস্টাইন।

হিন্দুশাস্ত্রে আমরা জেনেছি, আত্মা অবিনশ্বর, তার সৃষ্টি নেই, ধ্বংস নেই, তাকে তরবারিতে খণ্ডন করা যায় না, আগুন তাকে পোড়াতে পারে না, জল তাকে ভেজাতে পারে না, বাতাস তাকে শুষ্ক করতে পারে না।

'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদন্ত্যায়াপো ন শোষয়তি মারুতঃ।' জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ। পরমাত্মার জীবাত্মায় রূপান্তর ঘটে।

পরমাত্মা থেকে জীবাত্মা সৃষ্টি হয়, জীবাত্মা পুনরায় পরমাত্মায় বিলীন হয়। পরমাত্মা ও জীবাত্মার অনুপাত ধ্রুব বা কনস্টান্ট। এই পরমাত্মাকে যে যেভাবে খুশি মানতে পারেন; 'যত মত তত পথ'। স্বামীজীর মতো বলতে পারেন 'বড়ো আমি', রবীন্দ্রনাথের মতো বলতে পারেন 'পাকা আমি', গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমত অনুযায়ী তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শুদ্ধ আস্বাদন ভগবানই অনন্ত শক্তির অতি প্রকাশ। নির্বিশেষবাদীদের কাছে পরমব্রহ্ম। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম অনুসারে পরমাত্মার প্রতীক শ্রীকৃষ্ণ এবং জীবাত্মার প্রতীক শ্রীরাধিকা। যত লীলা-কীর্তন গ্রন্থ আছে সেখানে রাধাপ্রেমকে বড়ো দেখানো হয়েছে, রাধার প্রেম বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণের প্রেম কমই বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণ হলেন প্রেম দেবার সত্ত্বা, দাতা; রাধা হলেন প্রেম নেবার সত্তা, গ্রহীতা। আইনস্টাইনের সূত্রানুযায়ী Eকে যদি Mএর সমান হতে হয় তবে একটা c2 থাকতে হবে। এই c2-টিই হলো ইমোশন কোথাও ভগবৎ প্রেম, কোথাও ভগবৎ-সেবা, কোথাও কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি। জীবাত্মা বা ভর (mass)-এর প্রতীক শ্রীরাধিকায় কৃষ্ণপ্রেমের মতো ইমোশন যুক্ত হলেই তিনি পরমাত্মা বা শ্রীকৃষ্ণে মিলিত হতে পারেন, হয়ে উঠতে পারেন Energy– শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। ভগবান এ বিশ্বের নিয়ন্ত্রক, কোনো ইমোশন নেই। জগদীশচন্দ্র লিখছেন, ''প্রকৃতিও কি ক্রূর নয়? যাঁহার ইচ্ছায় অনন্ত বারিধি বাত্যাতাড়নে ক্ষুব্ধ হয়, কেবল তাহার অজ্ঞাতেই জলধি শান্তিময়ী মূর্তি ধারণ করে।''

যখন শ্রীচৈতন্যদেব প্রকট হলেনঅন্তরে রাধা, বহিরঙ্গে কৃষ্ণ, তিনিও ভর- শক্তিতত্ত্ব, জীবাত্মা-পরমাত্মার তত্ত্ব নিজের জীবনেই অনুশীলন করলেনএ এক অনুপম চৈতন্য বিজ্ঞানের কথা। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা যখন দলে দলে মুসলমান ধর্মগ্রহণে তৎপর হয়েছে, তখন বর্ণহীন এক সমাজ তৈরির জন্য এক ধর্মীয়-সাম্যের বাণী বিতরণ করে, আচণ্ডালে হরিভক্তি প্রচার করে দক্ষ সমাজবিজ্ঞানীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

# গঙ্গার উৎস সন্ধানে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়

**১. গঙ্গার উৎস সন্ধানে**- কবি 'গঙ্গার উৎপত্তি' শীর্ষক কবিতায় দেখিয়েছেন কীভাবে হিমালয়ের গোমুখ থেকে গঙ্গা তার সহস্র তরঙ্গকে একত্রে মিলিয়ে উৎপন্ন হয়ে এসেছে। হরিদ্বারে কীভাবেই বা সমতলে পতিত হয়েছে সেই গঙ্গা। কবির কথায় গঙ্গার উৎপত্তি ''ব্রহ্মা কমণ্ডলে/ জাহ্নবী উথলে/ পড়িছে দেখিনু বিমানপথে।'' এই কমণ্ডলুতে কীভাবে জল এলো? কবি লিখলেন, ''বিন্দু বিন্দু বারি/পড়ে সারি সারি/ধরিয়া সহস্র সহস্র বেণী।'' এই বারিরাশি গগনে গগনে গভীর গর্জন করে ভীম কোলাহলে মহাবেগে নেমে আসছে। নেমে আসছে রজত-কায়ায় বায়ু বিদারিত করে। যেখান থেকে এই বারিরাশি আছড়ে পড়ছে তা যেন ভূধর-শিখরের মুকুট; তা যেন সলিলরাশি সজ্জিত হিমানী-আবৃত হিমাদ্রি শির! তা যেন অনন্ত গগনে রজত-বরণ স্তম্ভ। এরই চারিদিকে স্তূপাকার ধবল ফেনা। এই গিরিচূড়ার চারিদিক আবৃত হয়ে আছে হিমানীর গুঁড়ো। হিমানী থেকে সলিলকণা খসে খসে পড়ছে। হিমাদ্রীতে বইছে এমন সহস্র ধারা। পাহাড়ে পাহাড়ে আছড়ে পড়ছে তারই তরঙ্গ। এই মহাবেগে ত্রিলোক আতঙ্কে কেঁপে উঠছে।

কবি হেমচন্দ্র লিখছেন, 'ছুটিল গর্বেতে/গোমুখী পর্বতে/তরঙ্গ সহস্র একত্রে মিলি।/গভীর ডাকিয়া/ আকাশ ভাঙিয়া/ পড়িতে লাগিল পাষাণ ফেলি।'' তারপর পালকের মতো পর্বত ছিঁড়ে, বাঁধ ভেঙে, পৃথিবী কাঁপিয়ে, তরঙ্গ ছুটিয়ে, অসংখ্য কেশরী-নাদ ডেকে, বক্রাকার বেগে ধেয়ে আসছে স্রোতঃস্তম্ভ। যোজন অন্তর নীচে সেই জলস্তম্ভ পতিত হচ্ছে। তৈরী হচ্ছে সাদা ফেনরাশি। তার তরঙ্গ নির্গত জল প্রকৃতপক্ষে হিমানীর চূর্ণ, হিমরাশি আবৃত। গঙ্গার চিত্রিত রূপ যেন জলধনু। কবি লিখছেন,''শত শত ক্রোশ/জলের নির্ঘোষ/দিবস রজনী করিছে ধ্বনি;/অধীর হইয়া/প্রতিধ্বনি দিয়া/পাষাণ খসিয়া পড়ে অমনি।''

এরপর দেখা যায় হরিদ্বারে নেমে এসেছে গঙ্গার বিমল ধারা; তার শ্বেত সুশীতল জল। পৃথিবী সেই পবিত্র জলে আনন্দে বিভোর। মর্তবাসী সেই পতিত পাবনীর জয়ধ্বনি দিচ্ছে, ''অবনীমণ্ডলে/ সে পবিত্র জলে/ হইল সকলে আনন্দে ভোর;/ জয় সনাতনী/ পতিত পাবনী/ ঘন ঘন ধ্বনি উঠিল ঘোর।''

**২. গঙ্গার মূর্তি ভাবনা**- রামনগরে কাশীরাজের ভবনে শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত গঙ্গার মূর্তি স্থাপিত আছে। এই মূর্তিটিকে বিষয়বস্তু করে হেমচন্দ্রের একটি কবিতা 'গঙ্গার মূর্তি'। সে মূর্তি শ্বেতবরণা, সে মূর্তি শ্বেতভূষণা। মূর্তির বদনমন্ডলে চন্দ্রবিভাস। দেবী শান্ত-নয়না, শান্ত -বদনা, প্রসাদ প্রতিমা। দেবীর ওষ্ঠ-অধরে হিঙ্গুল রাগ। তাঁর শঙ্খ লাঞ্ছিত শুভ্র কণ্ঠ। মূর্তির চতুর্ভুজ এইরকম, ''দক্ষিণ বামেতে/উর্ধ দ্বিভুজ/স্বর্ণ কমল তায়,/অধঃ দুই ভুজে/দক্ষিণ বামেতে/করতলে ধৃত বর অভয়।'' দেবীর চরণ-প্রতিমা রক্ত-রাজীবের মত। দেবী শুভ্র মকরে আসীনা, ''রক্ত-রাজীব/ চরণ- প্রতিমা/ শুভ্র মকরে আসীনা সুখে,/ শান্ত- নয়না/ শান্ত- বদনা/ প্রসাদ-প্রতিমা শরীরে মুখে!'' এরপরই প্রশ্ন তুলেছেন কবি। দেবী কী এই মর-ভবনে বসে আমাদের অভয় বর দেবেন? দেবী কী জীয়ন্ত-জীবনে আমাদের পরাণের জ্বালা জুড়াতে পারবেন? মানুষের ব্যথা কী তার হৃদিতেও ব্যথা জাগাবে? যদি জাগিয়েই থাকে, তবে তার এত প্রশান্ত মুখ কেন? মানুষের কলুষে তাপিত দুখ কী দেবতার পরাণে প্রবেশ করবে? শমন ডাকবার আগেই, পরাণ-পাখী উড়বার আগেই কবি জানতে চাইছেন দেবী মূর্তির কাছে, কীভাবে পাপের পীড়নের পরেও ধরাতে রয়েছেন তিনি! কিন্তু তবুও দেবী নিদয়, নিরুত্তর, মৌন, পাষাণ, অসাড়, অচেতন।

কবি বলছেন, যদি তিনি মৃতই হবেন, তবে তার মুখমন্ডলে কেন এত লাবণ্য? কেন জীবন-চন্দ্রমা? কেন সর্ব অঙ্গে রাকা? হতাশ কবি তাই লিখছেন, ''হায় রে পাষাণী,/ পারিতাম যদি/ দিতে এ পরাণী ও দেহ-মাঝ,/ জানিতে তা হ'লে/এ ভবমণ্ডলে/কিবা সে পার্থিব মানব-রাজ!''

**৩. গঙ্গার প্রবাহ**- 'গঙ্গা' কবিতায় হেমচন্দ্র এক জীবনগঙ্গার চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। গঙ্গার বয়ে চলার পথে নানান উদ্ভিদ বৈচিত্র্য, নানান প্রাণিবৈচিত্র। ''শাল, পিয়াল, তাল,/তমাল, তরু, রসাল,/ব্রততী --- বল্লরী-জটা-/ সুলোল- ঝালর- ঘটা''। জলে পানিবক, মীনরাশি। জলের কোলে শঙ্খ, শুক্তি নিয়ে বেগবতী এই গঙ্গা। গঙ্গা প্রবাহ পথে শশধর-জ্যোৎস্নায় স্নাত হয়। চারিদিকে পরিমল, বায়ুগন্ধ। গঙ্গার বিস্তৃত ধারার সঙ্গে ধরণীও যেন দুধারে নিবিড় রঙ্গে চলেছে। প্রফুল্ল করেছে নানান উদ্ভিদ ও কৃষিক্ষেত্র। ঘাটে ঘাটে ফুল ফোটে ''বট, বেল, নারিকেল,/শালি-শ্যামা- ইক্ষু --- মেল,/অরণ্য, নগর, মাঠ,/গবাদি -রাখাল-নাট''। গঙ্গার প্রবাহের পথে হর্মপটের মত মন্দির-দেউল-মঠ। গঙ্গার প্রবাহে নগর পল্লীর সুখ। ধবল ধীর তরঙ্গস্রোতে ভেসে চলে বাণিজ্য-বেসাতি-পোত। গঙ্গার বুকে খেলা করে তরি- ডিঙ্গা- ডোঙ্গা- ভেলা। কবি লক্ষ্য করেছেন তবুও কোথায় যেন মহাভারতের সঙ্গে বঙ্গ চিত্রের প্রভেদ। যেখানে কবি বলছেন, ''পবিত্র তোমার জল,/ পবিত্র ভারত-তল;/ সর্ব দুঃখবিনাশিনী, /সর্ব পাপসংহারিণী''; যেখানে তাঁর কাব্যে গঙ্গা পতিতপাবনী, পুণ্যতোয়া, বিষুওপদী; যেখানে গঙ্গার তিলোদক অমৃত বলে গায়ে ঢাললে দেহাঞ্জন মুক্ত হয়, মুক্ত হয় সর্বপাপ; যেখানে গঙ্গা ত্যাগ- শিক্ষা -পুণ্যফলের কথা বলে; যে গঙ্গার পরহিত- চিন্তা -ব্রত; সেই গঙ্গাই যখন বঙ্গপথে বয়ে চলে, তখন তাঁর নরনারী যেন জীবন-সঙ্গীত-হীন! ''জীবন-সঙ্গীত-হীন নরনারী বঙ্গে!/ সেখানে চলেছ কোথা এ আহ্লাদে গঙ্গে?'' কবি আশা প্রকাশ করে বলেছেন বঙ্গের চিন্তার সদর্থক ধারা যেন গঙ্গার ধারার সঙ্গেই প্রবাহিত হয়! ঘুচে যায় এই বঙ্গ-চিত্তের কারা। গঙ্গার প্রবাহে যে সামগ্রিক জীবের বসবাস, তাদের যেন দেবী উদ্ধার করেন! ''বঙ্গের চিন্তার ধারা, ঘুচুক চিত্তের কারা/ উদ্ধার-উদ্ধার, ওগো, জীব দিয়া বঙ্গে!/কোথায় চলেছ, তুমি, হে পাবনী/গঙ্গে?''

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

# উৎসবের ভিড়ের সময় যাত্রীদের সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পদক্ষেপ

মালিগাঁও, ২৯ অক্টোবর, ২০২৪: প্রদত্ত পরিষেবার মানের সাথে কোনও আপস না করে যাত্রীদের জন্য সর্বোচ্চ স্তরের সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে এই উৎসবের মরসুমে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যাত্রীদের ভিড়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধিক্ষেত্র থেকে এবং পরান্ত ৫০০টিরও অধিক ট্রিপের সাথে প্রায় ৪৪ জোড়া স্পেশাল ট্রেন চলাচল করছে। দীপাবলি ও ছট পূজা উপলক্ষে এই স্পেশাল ট্রেনগুলি নির্ধারিত যাত্রীবাহী ট্রেনগুলির অতিরিক্ত হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ ও বিহার রাজ্যের মতো দেশের পূর্ব ও উত্তর দিকের প্রধান গন্তব্যস্থলগুলির সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য চলাচল করছে। উৎসবের ভিড়ের সময় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে তার অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন ও ট্রেনে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা হয়েছে। যে সমস্ত প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনে উৎসব উদযাপনের জন্য বিভিন্ন গন্তব্যস্থলে যাত্রা করতে বিশাল ভিড়ের অনুমান করা হয়েছিল সেই সমস্ত স্টেশনে ব্যাপক ভিড় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপযুক্ত পদ্ধতিতে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে সমস্ত কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করার জন্য এই সমস্ত স্টেশনে কমার্শিয়াল বিভাগের বরিষ্ঠ আধিকারিকরদের নিযুক্ত করা হয়েছে। ব্যাপক ভিড়ের সময় পদদলিত হওয়ার মতো পরিস্থিতি এড়াতে মসৃণভাবে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ) এবং গভর্মেন্ট রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি)কর্মীদের প্ল্যাটফর্ম, ফুট ওভার ব্রিজ ও সার্কুলেটিং এরিয়ায় নিয়োজিত করা হয়েছে। জন সমাবেশ ঘটা এলাকাগুলিতে ভিড়ের উপর নজরদারি করতে এবং প্রকৃত সময়ের ভিত্তিতে যাত্রীদের সহায়তা প্রদানের জন্য অতিরিক্তভাবে সিসিটিভি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে। যাত্রা শুরু করা স্টেশনে জেনারেল কোচগুলিতে প্রবেশের জন্য সারিবদ্ধতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ট্রেনের যাত্রা শুরু করার প্ল্যাটফর্মগুলির অবস্থান সম্পর্কে যাত্রীদের অবগত করতে সঠিক সময়ে ট্রেন/কোচ সম্পর্কিত উপযুক্ত ঘোষণা নিশ্চিত করা হয়েছে। ট্রেনের যাত্রা শুরু করা এবং গন্তব্য স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের জন্য সহজ বোর্ডিং ও ডি-বোর্ডিং ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়েছে। উৎসবের মরসুমে ট্রেনে যাত্রা করার সময় যাত্রীদের সংবেদনশীল করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিয়মিত ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান চালু করেছে। এমন ভিড়ের সময়ে সমস্ত যাত্রীর জন্য নিরাপদ ও উপভোগ্য ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। সময়ে সময়ে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও সোসিয়াল মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সজাগতা অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

## সহায়তার হাত বাড়ালো ভারত প্যালেস্টাইনে মানবিক ত্রাণ সাহায্য প্রদান

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): প্যালেস্টাইনে মানবিক ত্রাণ সাহায্য পাঠিয়েছে ভারত। দ্বিতীয় কিস্তির এই জিনিসগুলির মধ্যে আছে ক্যান্সার-সহ বিভিন্ন জীবনদায়ী ওষুধ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রভৃতি। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে জানিয়েছেন, প্যালেস্টাইনের বিপন্ন মানুষের পাশে ভারত সবসময়ই আছে। ৩০ টনের এই মেডিক্যাল সরঞ্জাম সেখানে যুদ্ধ বিধ্বস্ত মানুষের জীবনে অনেকটাই কাজে লাগবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, চলতি মাসের ২২ তারিখে ভারত, রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে প্যালেস্টাইনে প্রথম ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছিল।

## বান্দিপোরার তুলাইল উপত্যকায় তুষারপাত, পাহাড় ঢাকল সাদা বরফে

শ্রীনগর, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): পূর্বাভাস মতোই মঙ্গলবার নতুন করে তুষারপাত হয়েছে কাশ্মীরে। মঙ্গলবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলার গুরেজের তুলাইল উপত্যকায় নতুন করে তুষারপাত হয়েছে। পাহাড় ঢেকে গিয়েছে সাদা বরফে। শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে সবুজ পাহাড়। মনোরম এই দৃশ্য চাক্ষুস করে আনন্দ ব্যক্ত করেছেন পর্যটকরা।জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় মধ্য ও উত্তর কাশ্মীরের উঁচু পাহাড়ে হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবারের পর ফের বদলাবে আবহাওয়া। আগামী ৭ নভেম্বর পর্যন্ত কাশ্মীরে আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, কৃষকদের ফসল কাটা, নিরাপদে ফসল সংগ্রহ ফসল এবং অন্যান্য কৃষিকাজ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। ১ নভেম্বর থেকে সকালের সময় কাশ্মীরের সমভূমিতে কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে।

## গোসাবা বিডিও অফিসে ধুন্ধুমার, মন্ত্রীর সামনেই এলাকাবাসীর বিক্ষোভ, উত্তেজনা

গোসাবা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : ঘূর্ণিঝড় দানায় সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকে কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা নিয়ে একটি প্রশাসনিক বৈঠক করতে মঙ্গলবার দুপুর বারোটা নাগাদ গোসাবায় আসেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা। এছাড়াও ছিলেন জয়নগর লোকসভার সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, জেলা পরিষদের সভাপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল, গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মন্ডল সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। কিন্তু বিডিও অফিসের সামনে মন্ত্রী পৌঁছতেই সেখানে মন্ত্রী—সহ বাকিদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান এলাকার সাধারণ মানুষ। বিক্ষোভকারীদের ক্ষোভ বিধায়ক সুব্রত মন্ডলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ গোসাবায় গত বিধানসভা উপনির্বাচনে বিধায়ক ভোটে জেতার জন্য এলাকার মানুষের কাছ থেকে প্রচুর টাকা তুলেছিলেন।

কিন্তু কয়েক বছর কেটে গেলেও সেই টাকা বিধায়ক ফেরত দেননি। এলাকার কাজ ও তৃণমূল কর্মীদের না দিয়ে বেছে বেছে বিজেপি কর্মীদের দেওয়া হচ্ছে। আর সেই কারণেই এই মানুষজন বিক্ষোভ দেখান বিধায়কের বিরুদ্ধে। বিক্ষোভের প্রতিবাদ করেন মন্ত্রী নিজেই।

মন্ত্রীর সামনেই হাতাহাতি বেঁধে যায় বিধায়ক অনুগামীর সাথে অপর গোষ্ঠীর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পরে গোসাবা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

# কুণাল ঘোষকে তোপ সিপিএম নেতা শতরূপের

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): "সারদাকাণ্ডে যখন সিবিআই তদন্ত করছিল, আপনিও জেলে বসে মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে অনশন করেছিলেন।"

তৃণমূল নেতার প্রশ্নের প্রেক্ষিতে সাফ জবাব দিলেন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ। জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলন প্রসঙ্গে কুণাল প্রশ্ন করেছিলেন, সিবিআই যেখানে তদন্ত করছে সেখানে কেন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছে? তার জেরেই শতরূপ অডিওবার্তায় বলেছেন, "ঠিক কথা! কিন্তু সারদাকাণ্ডে যখন সিবিআই তদন্ত করছিল, আপনিও জেলে বসে মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে অনশন করেছিলেন। কেবল তাই নয়, বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। আমার কাছে বিচারপতি মনজ্যোতি ভট্টাচার্য্যের দেওয়া রায়ের প্রতিলিপি আছে। যেখানে দেখাতে পারি কুণাল ঘোষ কিন্তু শুধু অভিযুক্ত নন। উনি আদালতে সারদা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত। অনুকম্পার আবেদন এবং চুরির টাকা ফেরত দিয়ে জেলে বাইরে আছেন। বিচারপতি শান্তি দেননি। ক্ষমা করে দিয়েছেন। এই যে জ্ঞানের বানী

শোনাচ্ছেন এই কুণাল ঘোষ। মুখ্যমন্ত্রী সেদিন অভিযুক্ত এবং দোষীকে অভিযুক্তই মনে করেননি। তাই কুণাল ঘোষ এখন দলের মুখপাত্র।"

## একটি দেশের উন্নতি তখনই ত্বরান্বিত হয় যখন নাগরিকরা সুস্থ থাকে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): একটি দেশের উন্নতি তখনই ত্বরান্বিত হয় যখন নাগরিকরা সুস্থ থাকে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকদের মঙ্গলকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্বাস্থ্য নীতির পাঁচটি স্তম্ভ স্থাপন করেছে। এই স্তম্ভগুলি হল, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা, সময়মত রোগ নির্ণয়, সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধ এবং চিকিৎসা, ছোট শহর এবং গ্রামে যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতে ক্ষেত্রে প্রচুর প্রসার।নবম আয়ুর্বেদ দিবস ও ধন্বন্তরি জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার ১২ হাজার ৮৫০ কোটি টাকা মূল্যের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবার উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করেছেন। এর মধ্যে আছে সত্তরোর্ধ সমস্ত নাগরিককে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে নিয়ে আসা, প্রথম সর্বভারতীয় আয়ুর্বেদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্বোধন, ১১ টি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে ড্রোন প্রযুক্তির সূচনা ইত্যাদি। এদিন দুপুরে নতুন দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানে তিনি এই প্রকল্পগুলির উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেছেন, এবারের দীপাবলি ঐতিহাসিক হতে চলেছে। ৫০০ বছর পর এমন সুযোগ এসেছে যখন অযোধ্যায় নিজের জন্মভূমিতে নির্মিত রামলালার মন্দিরে হাজারো প্রদীপ জ্বলবে। একটি চমৎকার উদযাপন হবে। এটি এমন একটি দীপাবলি হবে, যখন আমাদের রাম আবার নিজের বাড়িতে এসেছেন এবং এইবার এই অপেক্ষা ১৪ বছর পরে শেষ হচ্ছে না, ৫০০ বছর পরে।' প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'এটা আমাদের সকলের জন্য আনন্দের বিষয় যে, আজ ১৫০টিরও বেশি দেশে আয়ুর্বেদ দিবস পালিত হচ্ছে। এটি আয়ুর্বেদের প্রতি ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক আকর্ষণের প্রমাণ। ভারত নিজস্ব প্রাচীন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিশ্বকে কতটা নতুন উপহার দিতে পারে তার প্রমাণ।'

# গ্রামীণ ভারতে মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান সরকারের লক্ষ্য : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): গ্রামীণ ভারতে মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করাই সরকারের লক্ষ্য। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমাদের লক্ষ্য হল গ্রামীণ ভারতে মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং উদ্যোক্তাদের সহায়তা করা। আমাদের লাখপতি দিদি প্রকল্প গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থান এবং স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়ে ক্ষমতায়ন করেছে। গত এক দশকে, ১০ কোটি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে (এসএইচজি) যোগদান করেছেন এবং নিজেদের জীবিকা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার রোজগার মেলায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৫১ হাজার নতুন কর্মপ্রার্থীর হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেন। এই রোজগার প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আপনাদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য সংগ্রাম করতে হবে! আমাদের দেশের সরকারী কর্মচারীদের অনুসরণ করার জন্য বিশ্বের কাছে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। বর্তমান উচ্চাকাঙ্খী ভারতের উচ্চ প্রত্যাশা রয়েছে এবং মানুষের কাছে আরও বেশি প্রত্যাশা থাকা স্বাভাবিক। এই প্রত্যাশাগুলি আমাদের বিশ্বাস এবং তারা আমাদের অগ্রগতি চালাতে সাহায্য করে। জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করা আমাদের দায়িত্ব।'

## দেশের যুবসমাজের সর্বোচ্চ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা আমাদের অঙ্গীকার : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): দেশের যুবসমাজের জন্য সর্বোচ্চ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা আমাদের অঙ্গীকার। মঙ্গলবারের রোজগার মেলায় এমনটাই দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও সরাসরি প্রভাব ফেলে। এখন দেশের নানা প্রান্তে এক্সপ্রেসওয়ে, হাইওয়ে, সড়ক, রেলপথ, বন্দর, বিমানবন্দর, ফাইবার লাইন স্থাপন এবং নতুন নতুন শিল্প-কারখানা সম্প্রসারণের কাজ চলছে।'প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'গত ১০ বছরে আমাদের নীতিগুলি খাদি এবং গ্রামোদ্যোগের সম্পূর্ণ চিত্র পাল্টে দিয়েছে। এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট গ্রামীণ মানুষের জীবন বদলে গেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, খাদি গ্রামোদ্যোগ প্রতি বছর ১.৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ব্যবসা করছে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'ইউপিএ সরকারের তুলনায় খাদির বিক্রি ৪০০ শতাংশ বেড়েছে, যা একটি চিত্তাকর্ষক অর্জন। এই বৃদ্ধি শুধু খাদি শিল্পের জন্যই নয়, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্যও উপকারি। এটি কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাড়ায়।'

## মহারাষ্ট্রের উমরেদ আসনে লড়বেন বিজেপির সুধীর, মীরা ভায়ান্ডার কেন্দ্রে নরেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের জন্য আরও একটি প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি। মঙ্গলবার প্রকাশিত প্রার্থী তালিকায় মত দু'জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়। মহারাষ্ট্রের উমরেদ এবং মীরা ভায়ান্ডার বিধানসভা আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে এদিন। উমরেদ বিধানসভা আসনে লড়বেন বিজেপি প্রার্থী সুধীর লক্ষ্মণরাও পারবে এবং মীরা ভায়ান্ডার কেন্দ্রে বিজেপির টিকিটে লড়বেন নরেন্দ্র লালচন্দজি মেহতা। উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রের এক দফায় বিধানসভা নির্বাচন হবে আগামী ২০ নভেম্বর, ফল ঘোষণা ওই মাসের ২৩ তারিখ।

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 29/EE/MCD/PWD(R&B)/2024-25, Dated:-25-10-2024**

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, Medical College Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3.00 PM on 15-11-2024 for the following works:-

1. DNIeT NO:-20/EE/MCD/PWD(RandB)/2024-25.

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 9436452719 (M) // 7005353321 (M). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/2190/24

**Executive Engineer**
**Medical College Division,**
**PWD(Buildings), ILS Hospital Road,**
**Khejurbagan**
**Agartala, West Tripura**

**//Notification for downloading Interview letter for Personal Interaction Test//**

Recruitment Notice dated. 20/10/2022 in c/w recruitment of 1000 Police Constables (Both Men & Women) in Tripura Police and the Notice vide No.243/F.1(5)/AIGP(HQr)/PHQ/Rect/2024 18/10/2024. ·

dated

The Interview letter in respect of the candidates shortlisted for appearing in the Personal Interaction Test in connection with recruitment of 1000 Police Constables (Men & Women) in Tripura Police has been uploaded in Tripura Police website www.police.tripura.gov.in For downloading Interview letter, candidates will have to go through this Link: http://tripurapolice.onlineregistrationindia.com which is uploaded in Tripura Police website. Candidates are advised to download their individual Interview letter from the above mentioned link following stepwise procedure as mentioned in the 'SOP for Downloading Interview letter' which is also uploaded in Tripura Police website separately. If any candidate fails to download the Interview letter through this link due to any technical glitch,

he/she may contact directly PHQ Police Control telephone number 0381- 2310177 in any working days w.e.f 1030 hours to 1130 hours only for assistance.

ICA/D/1158/24

**(Jayanta Chakraborty, IPS) AIGP (HQr), Tripura**
**(Chairman Selection Committee)**

**PNIET NO-25/EE/PWD(DWS)/AMB/2024-25**

Single bid percentage rate e-tender is invited for 02(Two) Nos works viz Removal of sand, clay, slit from intake well & R/Mtc of existing DTW under Ambassa MC area of DWS Division, Ambassa

Last date & time for online Bidding: 02-11-2024 upto 3:00 PM

All details can be seen press notice website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact email- dwadhala iambassa@gmail.com

**ICA/C/2172/24**

For and on behalf of Governor of Tripura

**(Er. R Debbarma)**
**Executive Engineer**
**DWS Division,**
**Ambassa,**
**Dhalai District, Tripura**

**NOTICE INVITING e-TENDER (e-NIT)**

Online bid or e-tender (2nd call) is hereby invited on behalf of the Governor of Tripura from the reputed, bonafide, resourceful and registered manufacturers/ manufacturing firms by two bid system for the purchase of 50 no. of approx. 31 to 35 liter capacity storage type biological Cryocontainers with 06 Canisters during the year 2024-25 to be supplied to Central Semen Collection Station (CSCS), Radhakishorenagar Farm Complex, West Tripura, PIN-799008.

The details of tender, quantity, specification, terms & conditions and tender documents will be available in the official websites of http://tripuratenders.gov.in/ www.arddtripura.gov.in and also in the news portal of Tripura www.tripurainfo.com

ICA/C/2194/24

**Chief Executive Officer**
**Tripura Livestock Development Agency**
**Astabal, Agartala.**

**No.F.5(1)/DHS/S&P-III/2024 Date:- 22/10/2024**

A e-Tender is hereby invited on behalf of the Director of Health Services, Govt. of Tripura from resourceful, experienced and bona fide, renowned licensed Manufacturer/Importer or their Authorized Distributor for procurement of "Lab Equipment" for the year 2024-2025 for procurement of Lab Equipments " (Rate contract one years) under the Health & Family Welfare Department". The details of tender are available on website (http://tripuratenders.gov.in). The submission of tender up to 14-11-2024 at 5.00 PM

ICA/C/2186/4

**Director of Health Services**
**Government of Tripura**

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e- tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/ MES/CPWD/ Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 11/11/2024 for the following work:-

| SL NO | NAME OF THE WORK | ESTIMATED COST | EARNEST MONEY | TIME FOR COMPLETION | LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING | TIME AND DATE OF OPENING OF BID | DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION | CLASS OF BIDDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construction of Teachers Quarter at Taidubari HS School, Ampinagar Block, Gomati District under Samagra Shiksha at Hr. Secondary Level/2nd Call. DRAFT NIT NO: 03/SE/ENGG.CELL/DSE/2024-25 PRESS NIT NO: 42/EE/ENGG.CELL/Samagra/2024-25 | Rs. 40,00,000.00 | Rs. 80,000.00 | 6(Six) month | Up to 3PM 11/11/2024 | At 12/11/2024 Hrs on 11am. | https://tripuratenders.gov.in | Appropriate Class |
| 2 | Construction of Science Lab at Matangini Hazra Valika Vidyalay High(Girls) School, Udaipur MC, Gomati District under PM SHRI Scheme/2nd Call. DRAFT NIT NO: 30/EE/ENGG.CELL/Samagra/2024-25 PRESS NIT NO: 43/EE/ENGG.CELL/Samagra/2024-25 | Rs. 20,50,000.00 | Rs. 41,000.00 | 4 (Four) month | Up to 3PM 11/11/2024 | At 12/11/2024 Hrs on 11am. | https://tripuratenders.gov.in | Appropriate Class |

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on websitehttps://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

ICA/C/2181/24

**Executive Engineer**
**Samagra Shiksha, Tripura.**

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 20/EE-BSLD/PWD(R&B)/2024-25**
**Dt. 25-10-2024**

The Executive Engineer Bishalgarh Division, PWD (R & B Bishalgarh, Sepahijala Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate item rate e-tender in single bid two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/ Railway / Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

| SL NO | NAME OF THE WORK | ESTIMATED COST (in Rs.) | EARNEST MONEY (in Rs.) | TIME FOR COMPLETION |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DNIeT No: 61/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2024-25 | 16,46,052.00 | 32,921.00 | 60 (Sixty) days |
| 2. | DNIeT No: 62/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2024-25 | 12,07,091.00 | 24,142.00 | 90 (Ninety) days |
| 3. | DNIeT No: 63/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2024-25 | 15,63,656.00 | 31,273.00 | 90 (Ninety) days |
| 4. | DNIeT No: 64/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2024-25 | 24,22,259.00 | 48,445.00 | 60 (Sixty) days |
| 5. | DNIeT No: 65/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2024-25 | 24,20,040.00 | 48,401.00 | 60 (Sixty) days |

Date of publishing of bid: Date 28-10-2024
Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 18-11-2024
Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs on 18-11-2024
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in
Class of tenderer; APPROPRIATE Class
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.
ICA/C/ 2177/24

**(Er. R. Ghosh)**
**Executive Engineer**
**Bishalgarh Division, PWD (R & B)**
**Bishalgarh, Sepahijala Tripura.**

# হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

## আলোর উৎসবে টেবিল সাজুক অন্য ভাবে

সামনেই আলোর উৎসব। বাঙালির কালীপুজো, অবাঙালিদের দিওয়ালি। উৎসব যার কাছে যেমনই হোক না, এই সময় ঘরের ভিতর এবং বাইরে আলোকসজ্জায় সাজানোর চল রয়েছে। প্রদীপ, টুনি-সহ রকমারি আলোয় প্রায় সকলেই যে ভাবে পারেন, সাজিয়ে তোলেন বাড়ি। তবে শুধু বাড়ির বাইরে নয়, উৎসবের দিনে ঘর সাজানো হবে না, তা-ও কি হয়? অন্দরসজ্জায় খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে টেবিল। বসার ঘরে সোফার সামনে টেবিল রয়েছে। কেউ সেই ঘরে এলে সোফায় বসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর নজর পড়বে সেখানে। দীপাবলির সময় বসার ঘর হোক বা খাওয়ার ঘরের টেবিল, সাজিয়ে তুলতে পারেন নানা ভাবে। সেখানে রাখতে পারেন সাবেকি ছোঁয়া। আবার আধুনিকতার মিশেলে সেখানে নিজস্ব রুচি-পছন্দের ছাপও রাখতে পারেন।

**আলো-ফুলের যুগলবন্দি**- ঘরের মধ্যমণি হয়ে থাকা টেবিলটিকে আলোর উৎসবে ফুল, আলোয় সাজাবেন। নানা ভাবেই সে কাজ করতে পারেন। একেবারে সাবেকি কায়দায় অন্দরসজ্জা করতে গেলে ব্যবহার করতে পারেন পিতলের সুদৃশ্য থালা। দীপাবলির আগে মিনাকারি থালার বিক্রি বেড়ে যায়। শুধু থালা নয়, পিতলের রকমারি নকশার ঘর সাজানোর জিনিসও পাওয়া যায়। যেখানে একই সঙ্গে ফুল রাখা যায়, আবার মোমবাতিও। তেমনই কিছু বেছে নিতে পারেন। থালায় রকমারি ফুলের পাপড়ি সাজাতে পারেন। আবার থালার বদলে বাটি নিয়ে তাতে জল দিয়ে রকমারি জারবেরা ফুল ভাসিয়ে দিতে পারেন। এর সঙ্গে কয়েকটি ভাসমান বাতি যোগ করলেই, ঘরের রূপ বদলে যাবে।

**টিব**- তবে যদি আধুনিকতার ছোঁয়া আনতে চান, ব্যবহার করতে পারেন কাচের পাত্র, ওয়াইন গ্লাস। ফুল সাজানোর কাঁটায় কোনও টাটকা সুন্দর ফুল ডাঁটি সমেত আটকে তার উপরে ওয়াইন গ্লাসটি উপুড় করে দিতে পারেন। পাশাপাশি দু'টি গ্লাস এ ভাবে সাজাতে হবে। গ্লাসটির ডাঁটির মতো অংশের শেষপ্রান্তে বসিয়ে দিন দু'টি সুদৃশ্য বাতি। তারই পাশে বেশ বড় স্বচ্ছ কাচের ছড়ানো গামলায় জল নিয়ে তাতে ভাসিয়ে দিন সাদা বা রঙিন জারবেরা।

**বাতি**-আলোর উৎসবে রকমারি বাতিতেও সাজিয়ে তোলা যায় টেবিল। ছোট, বড়, লম্বা, খাটো, রকমারি বাতিদান পাওয়া যায়। কোনওটি কাচের, কোনওটি রট আয়রনের, কোনওটি পিতলের। সেই সমস্ত বাতিদানে মানানসই বাতির ব্যবস্থা করলেই ঘর ভরবে আলোয়। আবার মাটির সুদৃশ্য পাত্রে জলের উপর বাতিও ভাসিয়ে দিতে পারেন। সুগন্ধি বাতি উৎসবের আবহে অন্য মাত্রা দেবে।

**রঙ্গোলি**- টেবিলটি যদি স্বচ্ছ কাচের হয়, তা হলে রঙ্গোলিও করতে পারেন। দীপাবলির সময় রঙ্গোলি দেওয়া অবাঙালিদের অনেকেরই রীতির মধ্যে পড়ে। তবে সেই রীতি ছাড়াই শুধু ঘর সাজাতে টেবিল জুড়ে গুঁড়ো রঙে নকশা তুলতে পারেন। তার সঙ্গে জ্বলন্ত মাটির প্রদীপের ছোঁয়া থাকলে রূপ আরও ভাল লাগবে।

তবে সাবেকি ছোঁয়া যে রাখতেই হবে, এমন নয়। আধুনিক অন্দরসজ্জার সঙ্গে টেবিলের সাজ মানানসই করতে বেছে নিতে পারেন যে কোনও ভাস্কর্য। সেই তালিকায় মূর্তি থেকে থাকতে পারে "মডার্ন আর্ট"-এর ছোঁয়াও।

**টেরারিয়াম**- একটু অন্য ভাবে টেবিল সাজাতে চাইলে বেছে নিতে পারেন বিভিন্ন ধরনের টেরারিয়াম। ছোট আকারের গাছপালা, শৈবাল, নানা রঙের পাথর দিয়ে সাজানো হয় এগুলি। বাহারি টেরারিয়াম টেবিল সাজাতে ব্যবহার করলে, ঘরে যেমন সবুজের ছোঁয়া থাকবে, তেমনই তা দৃষ্টিনন্দনও হবে।

## কালীপুজোর রাতে ভারী গয়নার সাজা

সামনেই কালীপুজো, ভাইফোঁটা। শাড়ি তো নিশ্চয়ই পরবেন। আর শাড়ির সঙ্গে মানানসই গয়না না হলে কী আর চলে। শাড়ি বাছার আগে কেমন গয়না পরবেন, কানের দুল কেমন হবে তা আগে থেকেই ঠিক করে রাখা দরকার। কালীপুজোর রাত ঝলমলে সাজগোজের জন্যই তোলা থাকে সারা বছর। ধরুন, আপনার কালীপুজোর সাজ একেবারে সাবেকি।

চওড়া পাড়ের ঝলমলে রঙের শাড়ি পরে, চুলে এলো করে হাত খোঁপা বেঁধে, চোখে ঘন কাজলের রেখা টেনে তৈরি হবেন ভাবছেন, তা হলে ভারী কানের দুল তো পরতেই হবে। গয়নার বাক্স ঘেঁটে কী কী বার করবেন তা যদি বুঝতে না পারেন,তা হলে দীপিকা পাড়ুকোনের সাজগোজ থেকে ধারণা নিতে পারেন।

এখন আর শুধু কালবালা নয়, বিভিন্ন ধরনের কানের দুলের ট্রেন্ড চলছে। দেখেশুনে বেছে নিন।

**মুক্তোর দুল**- সাদা মুক্তোর চোকারের সঙ্গে ঝোলা মুক্তোর দুল যে কোনও শাড়ির সঙ্গেই মানানসই। দীপিকাকে বরাবরই জারদৌসি বা জামদানির সঙ্গে এমন কানের দুল পরতে দেখা গিয়েছে। কাতান বা ব্রোকেডের শাড়ির সঙ্গেও বেশ ভাল মানাবে মুক্তোর দুল।

**চাঁদবালি**- কেবল আলোর উৎসব বলেই নয়, বছরের পর বছর ধরে বাজারে এই দুলের চাহিদা তুঙ্গে। অর্ধচন্দ্রের নিপুণ নকশায় হিরে, দামি পাথর ও রত্ন শোভিত কানের দুল চাঁদবালি। যে কোনও উৎসবেই চাঁদবালি মানিয়ে যাবে।

**কানপাশা**- দীপাবলিতে যদি সাবেকি সাজে সাজতে চান তা হলে কানপাশা অবশ্যই রাখুন সংগ্রহে। দীপিকা তাঁর বিয়ের রিসেপশনে সোনালি সিল্কের শাড়ির সঙ্গে পরেছিলেন গলা ভরাট পান্নার চোকার আর কানে ছিল পান্নাখচিত বড় কানপাশা। কানের দুলের জায়গায় শোল্ডার ডাস্টার বা কান থেকে কাঁধ ছোঁওয়া ভারী দুলের চল। তবে গরমের কথা মাথায় রেখে কান ভরাট কানপাশাও মন্দ লাগবে না।

**ঝুমকো**-বহু বছর ধরেই সনাতনী সাজের সঙ্গে ঝুমকো দুল পছন্দ করেন মেয়েরা। এখন অবশ্য সবাই জিন্স আর কুর্তার সঙ্গেও পরে ফেলেন। কাঞ্জিভরম হোক বা তাঞ্চই বেনারসি, কানে থাকতেই পারে বড়সড় একটি ঝুমকো। কালীপুজোর রাতে শাড়ি পরুন বা লেহঙ্গা, ঝুমকো রাখতেই হবে নিজের সংগ্রহে।

**কুন্দন**-জমকালো জড়োয়া ও কুন্দনের সেট নিমেষে রাজকন্যার লুক নিয়ে আসবে। নানা ধরনের পাথর এবং সোনার পাত বসানো বসানো কুন্দনের দুল পেয়ে যাবেন অনেক দোকানেই। উজ্জ্বল রঙের লেহঙ্গা বা ঝলমলে শাড়ির সঙ্গে কুন্দনে সাজলে কালীপুজোর রাতে আপনিই হবেন মধ্যমণি।

## চুল-ত্বক ভাল রাখতে এসেনশিয়াল অয়েল ব্যবহার করেন

সারা দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যেতে পারে ঈষদুষ্ণ জলে এক বার স্নান করে নিলে। এই জলে যদি কয়েক ফোঁটা এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে দেওয়া যায়, কাজ হবে আরও ভাল। সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়বে সারা শরীরে। তরতাজা হবে শরীর-মন।

বিভিন্ন ফুল ও গাছের নির্যাস সংগ্রহ করে তৈরি করা হয় বিশেষ কিছু সুগন্ধি-তেল। একেই বলা হয় এসেনশিয়াল অয়েল।

চুলের থেকে ত্বকের পরিচর্যায় কাজে লাগে "এসেনশিয়াল অয়েল"। রুক্ষ ত্বক, বলিরেখা, ব্রণ ত্বকের হরেক সমস্যার সমাধান হতে পারে সুগন্ধি এই তেলের গুণে। এসেনশিয়াল অয়েলে থাকে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান। এতে থাকা প্রদাহনাশক উপাদান ত্বকের জ্বালা, ব্রণ কমাতে সাহায্য করে। আমেরিকার "ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন"-এ এসেনশিয়াল অয়েল এবং ত্বকের অসুখ সারাতে এর ভূমিকা নিয়ে গবেষণা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, এতে থাকা উপাদান ত্বকের সংক্রমণের সঙ্গে লড়াই করতে পারে।

ত্বকের যত্নে এসেনশিয়াল অয়েলের কার্যকারিতা

বিভিন্ন ধরনের এসেনশিয়াল অয়েল রয়েছে। তাদের এক একটির কাজ এক এক রকম। যেমন ব্রণ কমাতে ব্যবহার করা হয় টি ট্রি অয়েল। "ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ডার্মাটোলজি"-তে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্র জানাচ্ছে, টি-ট্রিতে থাকা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান ব্রণ ছাড়াও ছত্রাক, ব্যাক্টেরিয়াজনিত সংক্রমণের মোকাবিলা করতে পারে। আবার ল্যাভেন্ডার অয়েল মন শান্ত করতে সাহায্য করে।

কোন ত্বকের জন্য কোনটি উপযুক্ত?

বাজারে বিভিন্ন ধরনের এসেনিশিয়াল অয়েল পাওয়া যায়। সেই তালিকায় রয়েছে ল্যাভেন্ডার অয়েল, টি-ট্রি অয়েল, ক্যামোমাইল, স্যান্ডেল উড, জেরেনিয়াম অয়েল-সহ আরও অনেক কিছু। কিন্তু সব রকম ত্বকেই সব কিছু ব্যবহার করা যায় না। ত্বকের ধরন অনুযায়ী সঠিক এসেনশিয়াল অয়েল বেছে নেওয়া দরকার।

**তৈলাক্ত ত্বক**- যদি কারও ত্বক তৈলাক্ত হয় তা হলে এমন এসেনশিয়াল অয়েল বেছে নিতে হবে যা তেলের নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ত্বকের চিকিৎসক বলছেন, এ ক্ষেত্রে টি-ট্রি অয়েল কার্যকর হবে। তৈলাক্ত ত্বকে ধুলো-ময়লা জমে ব্রণের সমস্যা দেখা দেয়। সে ক্ষেত্রেও কাজ করবে এই তেলটি। টি-ট্রি অয়েলে থাকা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এবং অ্যান্টিফাঙ্গাল উপাদান ছোটখাটো সংক্রমণ থেকে বাঁচাবে ত্বককে।

**শুষ্ক ত্বক**-শুষ্ক ত্বকে আর্দতা এবং ময়েশচারাইজারের অভাব থাকে। এ ক্ষেত্রে বেছে নিতে হবে এমন এসেনশিয়াল অয়েল, যাতে ভিটামিন এ এবং সি থাকবে। শুষ্ক ত্বকের জন্য ব্যবহার করতে পারেন রোজহিপ অয়েল। ত্বক শুষ্ক হওয়ার জন্য অনেক সময় চুলকানি, প্রদাহের সমস্যা দেখা দেয়। সে ক্ষেত্রে কাজ করবে স্যান্ডলউড, জেরেনিয়াম, ক্যামোমাইল তেল, বলছেন ত্বকের চিকিৎসক।

**মিশ্র ত্বক**- কারও ত্বক মিশ্র প্রকৃতির হয়। অর্থাৎ কিছুটা অংশ তৈলাক্ত, কিছুটা শুষ্ক। সাধারণত কপাল এবং নাকের অংশটি অনেকের তৈলাক্ত হয়। এই ধরনের ত্বকের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে জেরেনিয়াম অয়েল। ত্বক সংবেদনশীল হলে রোজ, স্যান্ডলউড অয়েল বেছে নিতে পারেন। বলিরেখা দূর করতে স্যান্ডলউড অয়েল বা চন্দনের তেল কাজে আসবে। কী ভাবে ব্যবহার করবেন? যে কোনও এসেনশিয়াল অয়েল ব্যবহারের আগে প্যাচ টেস্ট জরুরি। এতে বোঝা যায়, সেই তেলটি ব্যবহারে এলার্জির সম্ভবনা রয়েছে কি না। এসেনশিয়াল অয়েল মুখে বা ত্বকে সরাসরি মাখা উচিত নয়। কোনও ক্যারিয়ার অয়েলে এক বা দুই ফোঁটা মিশিয়ে নিতে হয়। ক্যারিয়ার অয়েল হিসাবে কাঠবাদামের তেল, জবার তেল ব্যবহার করা যেতে পারে। সব সময় পরিষ্কার মুখে এসেনশিয়াল অয়েল ব্যবহার করতে হবে।

## সজনেপাতার গুঁড়ো মিশিয়ে দক্ষিণী কায়দায় ভাত

সজনে ডাঁটা, সজনে ফুল তো খেয়েছেন। কিন্তু সজনেপাতার গুঁড়ো খেয়েছেন কি? অনলাইনে "মোরিঙ্গা" লিখে খোঁজ করলেই মিলবে তার সন্ধান। আসলে এই মোরিঙ্গা হল সজনেপাতার গুঁড়ো।

কেন খাবেন?

সজনেপাতার গুঁড়ো বা মোরিঙ্গায় রয়েছে প্রোটিন, ভিটামিন বি৬, ভিটামিন সি, আয়রন, ভিটামিন বি২, ভিটামিন এ, ম্যাগনেশিয়াম। পুষ্টিগুণের জন্য দিনে দিনে মোরিঙ্গা খাওয়ার চল বাড়ছে। এটি ক্যাপসুল আকারে সাপ্লিমেন্ট হিসাবেও খাওয়া হয়। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে ভরপুর সজনেপাতার গুঁড়ো কোলেস্টেরল কমাতে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

তবে কী ভাবে সজনেপাতা খাবেন, তা নিয়ে চিন্তা? তা হলে বরং দক্ষিণী রন্ধনশৈলীতে বানিয়ে ফেলুন সজনেপাতার ভাত।

**উপকরণ**- ২ কাপ ভাত,১ টেবিল চামচ সাদা তেল,৩-৪টি লবঙ্গ, ৩-৪ কোয়া রসুন,২-৩টি শুকনো লঙ্কা,সামান্য একটু তেঁতুল,১ চা চামচ গোটা জিরে,১ চা-চামচ গোটা ধনে,২ চা-চামচ ছোলার ডাল,২ চা-চামচ বিউলির ডাল, ১ চা-চামচ সাদা তিল,১ কাপ সজনেপাতা,এক চিমটে হলুদ এবং হিং১ চা-চামচ সর্ষে, স্বাদমতো নুন,৫-৬টি কাজুবাদাম, এক মুঠো চিনেবাদাম,কয়েকটি কারিপাতা

**পদ্ধতি**- রান্নাটি কয়েকটি ধাপে করতে হবে। প্রথমে তৈরি করে নিতে হবে "পোড়ি"। দক্ষিণী রন্ধনশৈলীতে বিভিন্ন মশলার মিশ্রণকে "পোড়ি" বলা হয়। তেল গরম করে রসুন কুচি, শুকনো লঙ্কা, তেঁতুল দিয়ে হালকা নাড়াচাড়া করে নিন। এর সঙ্গে মেশান ছোলা এবং বিউলির ডাল, গোটা জিরে, ধনে এবং তিল। সমস্ত উপকরণ হালকা ভেজে সরিয়ে রাখুন। এ বার কড়ায় তেল দিয়ে সজনেপাতা মুচমুচে করে ভেজে নিতে হবে। এ বার মিক্সিতে সজনেপাতা, নাড়াচাড়া করে নেওয়া মশলা, হিং, নুন, হলুদগুঁড়ো একসঙ্গে বেটে নিন। পরের ধাপে বেটে নেওয়া পোড়ি মশলা রান্না করা ভাতের সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার দিতে হবে ফোড়ন। গরম তেলে সামান্য কালো সর্ষে, বিউলির ডাল, ছোলার ডাল, চিনেবাদাম দিয়ে হালকা নাড়িয়ে নিন। এর পর যোগ করুন কাজুবাদাম। তার পর শুকনো লঙ্কা। সমস্ত উপকরণ ভাল করে নাড়িয়েচাড়িয়ে ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে পদটি।

## ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে রোজ তিসি খান

সকালের জলখাবারে দুধ-ওট খান। সঙ্গে বেশ কিছুটা ফ্ল্যাক্সসিড বা তিসি ছড়িয়ে নেন। অফিসে কাজের ফাঁকে অল্প খিদে পেলে বা মধ্যরাতে হঠাৎ মিষ্টি কিছু খেতে ইচ্ছে করলে বিভিন্ন বীজ দিয়ে তৈরি স্বাস্থ্যকর লাড্ডুও খান। তার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে তিসিও থাকে। তিসির পুষ্টিগুণের কথা ভেবেই কখনও কখনও ডাল, তরকারিতেও ভেজানো তিসি মিশিয়ে দেন। কিন্তু অতিরিক্ত তিসি খাওয়া কি ভাল? আনন্দবাজার অনলাইনকে জানালেন পুষ্টিবিদ ইন্দ্রাণী ঘোষ। পুষ্টিবিদেরা জানাচ্ছেন, এই বীজের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ফাইবার, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। এ ছাড়া তিসির মধ্যে "লিগন্যান্স" নামক এক প্রকার উপাদান রয়েছে। যেগুলি অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট এবং ক্যানসার প্রতিরোধক উপাদান হিসাবে পরিচিত। কিন্তু ইন্দ্রাণীর মত, "কোনও কিছু ভাল বলে তা অতিরিক্ত খেয়ে ফেলার প্রবণতা থেকেই বিপদ হানা দেয়। কোন জিনিস কতটা পরিমাণ খেতে হবে, তা বুঝে নিলে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।" তিসি বা ফ্ল্যাক্সসিড খেলে কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে? ১) অ্যালার্জি-জনিত সমস্যা থাকলে তিসি খাওয়া যায় না। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, তিসির তেল খেলেও একই রকম সমস্যা হতে পারে। তিসি খাওয়ার পর ত্বকে কোনও ভাবে র‍্যাশ, চুলকানি, লালচে বা ফোলা ভাব দেখা দিতে পারে। তবে "জার্নাল অফ অ্যালার্জি অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ইমিউনোলজি"-তে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, তিসি থেকে অ্যালার্জি হওয়ার ঘটনা বিরল। ২) তিসি অনেক সময়ে প্রজনন হরমোন ইস্ট্রোজেনের প্রাকৃতিক সাপ্লিমেন্টের মতো কাজ করে। ফলে হরমোনের হেরফের হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ঋতুচক্রেও তার প্রভাব পড়ে। জরায়ু সংক্রান্ত সমস্যার নেপথ্যে তিসির ভূমিকা থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন ইন্দ্রাণী। ৩) তিসি কিন্তু বেশ কয়েকটি ওষুধের সঙ্গেও প্রতিক্রিয়া করতে পারে। ইন্দ্রাণী বলেন, "সাধারণত রক্ত পাতলা করার কিংবা প্লেটলেটের ওষুধের সঙ্গে তিসি খেতে বারণ করা হয়। আবার, হরমোন থেরাপি চলাকালীন তিসি খেলেও কিন্তু সমস্যা হতে পারে। তবে সকলের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়।" তাই চিকিৎসক বা পুষ্টিবিদের পরামর্শ নিয়ে নেওয়া উচিত বলেই মনে করেন তিনি।

## বিয়ের লেহঙ্গা পরেই দীপাবলির অনুষ্ঠানে হাজির আলিয়া

প্রতি বছরের মতো এ বছরও দীপাবলির আগেই বি টাউনের তারকারা মেতে উঠলেন আলোর উৎসব উদ্যাপনে। সৌজন্যে পোশাকশিল্পী মণীশ মলহোত্র। তাঁর আয়োজিত দীপাবলির পার্টিতে হাজির হয়েছিলেন বলিপাড়ার কমবেশি সব তারকাই। সকলের পোশাকেই ছিল চমক। সেই অনুষ্ঠানে যখন বলিপাড়ার সব অভিনেত্রীই ঝলমলে নতুন পোশাকে ক্যামেরাবন্দি হয়েছেন, তখন একেবারে ছক ভেঙে নিজের মেহন্দির গোলাপি লেহঙ্গাটি পরেই হাজির হলেন আলিয়া ভট্ট।

বিশেষ অনুষ্ঠানে পুরনো পোশাক পরা অভিনেত্রীকে দেখে ফ্যাশনিস্তাদের মধ্যে চর্চার শেষ নেই। নিজের মেহন্দির পোশাক দিয়েই কেমন করে নিজেকে নতুন ভাবে সাজালেন আলিয়া? সাজের ক্ষেত্রে বরাবরই ছিমছাম থাকেন আলিয়া। বিয়ে হোক কিংবা দীপাবলি পার্টি, মেকআপের সঙ্গে কখনওই খুব বেশি পরীক্ষানিরীক্ষা করেন না। দীপাবলির পার্টিতেও আলিয়া গোলাপি লেহঙ্গার সঙ্গে একদম "নো-মেকআপ লুক"-এই নজর কেড়েছেন। গালে গোলাপি আভা, গোলাপি রঙের গ্লসি লিপস্টিক, মাস্কারা ব্যস, আলিয়ার সাজ ছিল এইটুকুই। মেহন্দির অনুষ্ঠানে আলিয়া চুল খোলা রেখেছিলেন, তবে দীপাবলির পার্টিতে খোঁপা করেছিলেন তিনি। গয়নার মধ্যে কানে পরেছিলেন সোনা ও হিরের কারুকাজ করা চাঁদবালি, এক হাতে বালা আর আংটি আলিয়ার মেহন্দির পোশাকটি তাঁর খুব প্রিয়। আলিয়ার জন্য এই লেহঙ্গাটি তৈরি করতে কারিগরদের সময় লেগেছিল প্রায় ৩০০০ ঘণ্টা। লেহঙ্গা জুড়ে রয়েছে আসল সোনা-রুপো দিয়ে ফুলেল নকশা। এই লেহঙ্গা জুড়ে কাশ্মীরি ও চিকনকারি নকশার মেলবন্ধনে আলিয়ার জীবনের ছোট-বড় নানা কাহিনির বর্ণনা রয়েছে। সচরাচর একই পোশাক দ্বিতীয় বার পরেন না বলিউডের প্রথম সারির নায়িকারা। তবে একটি টক শোয়ে আলিয়া বলেছিলেন, তিনি পুরোনো জামাকাপড় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরেন। এই বক্তব্য যে সত্যি, তার প্রমাণ মিলেছে আগেও। এর আগে জাতীয় পুরস্কার নেওয়ার সময় আলিয়া নিজের বিয়ের আইভরি রঙের অরগ্যানজা শাড়িটি পরেছিলেন। বিয়ের দিনটির মতোই জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার দিনটিও আলিয়ার কাছে বিশেষ। তাই দু'টি দিনকে একই সূত্রে বাঁধতেই এমন পোশাক বেছে নিয়েছিলেন নায়িকা। দূষণ যত বাড়ছে, ততই চল বাড়ছে পরিবেশবান্ধব জিনিস ব্যবহারের। পিছিয়ে নেই ফ্যাশন জগৎও। শাড়ি, সালোয়ার, লেহঙ্গা, শার্ট, পাঞ্জাবি রকমারি পোশাক তৈরির ক্ষেত্রেই ইদানীং পোশাকশিল্পীরা পরিবেশের কথা মাথায় রেখেই কাজ করতে চাইছেন। পুরনো পোশাককেই আবার নতুন মোড়কে পরার চলও ইদানীং বেড়েছে। সবটাই হচ্ছে পরিবেশবান্ধব ফ্যাশনের প্রতি ফ্যাশনিস্তাদের ঝোঁক বাড়ছে বলে। আলিয়া বরাবরই সেই পথে হেঁটেছেন। ইদানীং সারা আলি খান থেকে করিনা কপূরকেও দেখা গিয়েছে পুরনো শাড়ি দিয়েই নিজেদের নতুন ভাবে সাজাতে। কেউ পুরনো শাড়িকে লেহঙ্গা বানিয়ে পরেছেন, কেউ আবার শাড়িটিকেই গাউনের রূপ দিয়ে নজর কেড়েছেন।

## জিম আর ডায়েট না করেই দীপাবলির আগে রোগা হবেন কিভাবে

বাঙালির বারো মাসে হাজার পার্বণ। পুজো শেষ হয়েছে ঠিকই। এ বার দীপাবলির পালা। কালীপুজো আসতে এখনও বাকি সপ্তাহ দুয়েক। দীপাবলি উদ্যাপন নিয়ে কম উত্তেজনা থাকে না বাঙালিদের। আলোর উৎসবের সাজগোজের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। দুর্গাপুজোয় দেদার খাওয়াদাওয়া করে খানিকটা হলেও ওজন বেড়েছে। দীপাবলির আগেই সেই ওজন কমানোর পণ করেছেন, কিন্তু ডায়েট করতে এবং জিমে যেতে চাইছেন না? তা হলে উপায় একটাই। শিল্পা শেট্টির প্রিয় পানীয়ে চুমুক দেওয়া। দুই সন্তানের মা ৫০ ছুঁইছুঁই শিল্পা যেন কলেজবেলার কিশোরী। নায়িকার মেদহীন ছিপছিপে চেহারায় মুগ্ধ অনেকেই। এই বয়সে এমন চেহারা ধরে রাখা সহজ নয়। শিল্পার মতে, ডায়েট করা মানে না খেয়ে থাকা নয়। নিয়ম মেনে পর্যাপ্ত খাবার খাওয়া জরুরি। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সকালের জলখাবারে বাড়তি নজর নায়িকার। সকালেই খান সেই বিশেষ পানীয়ে। কী ভাবে বানাবেন? কাঠবাদাম দুধ, কলা, মধু এবং ওট শিল্পার প্রিয় পানীয় বানানোর উপকরণ। প্রতিটি উপকরণ মিক্সিতে ঘুরিয়ে গ্লাসে ঢেলে উপর থেকে দু'চামচ মধু ছড়িয়ে নিলেই তৈরি শিল্পার পছন্দের পানীয়। শুটিংয়ে গেলেও এই পানীয় সঙ্গে রাখেন শিল্পা। শিল্পার মতো চেহারা পেতে চাইলে বাড়িতেও বানিয়ে নিতে পারেন এই পানীয়।

## আয়ুর্বেদ দিবস ২০২৪

# বিশ্ব স্বাস্থ্যের জন্য আয়ুর্বেদ উদ্ভাবন

ভূমিকা

আয়ুর্বেদ হল প্রাচীন ভারতে উদ্ভূত একটি পরম্পরাগত চিকিৎসা পদ্ধতি। এই পদ্ধতি সামগ্রিক সুস্থতার জন্য শরীর, মন এবং আত্মা ভারসাম্য অর্জনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে। আয়ুর্বেদ শব্দটি দুটি সংস্কৃত শব্দ থেকে উদ্ভূত: 'আয়ু', যার অর্থ জীবন, এবং 'বেদ', যার অর্থ জ্ঞান। সুতরাং, আয়ুর্বেদ শব্দটি 'জীবনের জ্ঞান' বোঝায়। আয়ুর্বেদিক নীতি, ঔষধি গাছ গাছড়া এবং জীবনশৈলীর অনুশীলন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ভারত সরকার ২০১৬ সাল থেকে প্রতি বছর ধনবন্তরী জয়ন্তীতে (ধনতেরাস) আয়ুর্বেদ দিবস পালন করে আসছে। ভারতে, আয়ুর্বেদের জ্ঞান এর জন্য ধনবন্তরীকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়, যিনি একজন ঐশ্বরিক চিকিৎসক এবং যিনি এই জ্ঞান ভগবান ব্রহ্মার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। আয়ুর্বেদ দিবস আয়ুর্বেদের মৌলিক নীতি, নিরাময়ের অনুশীলন এবং জীবনযাত্রার পদ্ধতির বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ভগবান ধন্বন্তরীর অবদানকে সম্মান জানায়।

আয়ুষ মন্ত্রক ২৯ অক্টোবর, ২০২৪-এ নবম আয়ুর্বেদ দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই বছরের উদযাপনটি এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে সর্ববৃহৎ হতে চলেছে। 'বিশ্ব স্বাস্থ্যের জন্য আয়ুর্বেদ উদ্ভাবন' থিমের অধীনে এই উদযাপনে ১৫০ টিরও বেশি দেশ যোগ দিতে চলেছে।

নবম আয়ুর্বেদ দিবস

ধন্বন্তরী জয়ন্তী এবং নবম আয়ুর্বেদ দিবস উপলক্ষে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বাস্থ্য খাত সম্পর্কিত ১২,৮৫০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। ব্যবহারযোগ্য স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি আয়ুর্বেদ প্রচারে ভারতের প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেবেন তিনি। এই প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু হ'ল দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্বোধনের সাথে সাথে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ (এআইআইএ) এর সম্প্রসারণ, যার মধ্যে রয়েছে একটি নিবেদিত পঞ্চকর্ম হাসপাতাল, একটি আয়ুর্বেদিক ঔষধালয়, একটি স্পোর্টস মেডিসিন ইউনিট, একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, একটি আইটি এবং স্টার্ট-আপ ইনকিউবেশন সেন্টার এবং ৫০০ আসনের একটি অডিটোরিয়াম।

আধুনিক চিকিৎসা ক্ষেত্রে অগ্রগতির পরিপূরক হিসেবে আয়ুর্বেদের সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে চারটি আয়ুষ উৎকর্ষ কেন্দ্রেরও সূচনা করবেন, যার নাম সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ফর ডায়াবেটিস অ্যান্ড মেটাবলিক ডিসঅর্ডার; আইআইটি দিল্লিতে রসৌষধিদের জন্য উন্নত প্রযুক্তিগত সমাধান, স্টার্ট-আপ সহায়তা এবং নেট জিরো সাসটেইনেবল সমাধানের জন্য স্থায়ী আয়ুষ উৎকর্ষ কেন্দ্র; লখনউয়ের সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের আয়ুর্বেদ ক্ষেত্রে মৌলিক ও অনুবাদমূলক গবেষণার জন্য উৎকর্ষ কেন্দ্র; এবং নয়াদিল্লিতে জেএনইউ আয়ুর্বেদ এবং সিস্টেম মেডিসিন সম্পর্কিত উৎকর্ষ কেন্দ্র। এই চারটি আয়ুষ উৎকর্ষ কেন্দ্র আধুনিক স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আয়ুর্বেদের ভূমিকাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং নিরন্তর স্বাস্থ্য পরিচর্যা সমাধানকে উৎসাহিত করতে নিবেদিত থাকবে।

ছত্তিশগড়ের রায়পুরে ওড়িশার খোর্ধায় যোগ ও প্রাকৃতিক চিকিৎসা বিষয়ে দুটি কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী। এই উদ্যোগগুলি আয়ুর্বেদকে প্রধান চিকিৎসা প্রক্রিয়ার সামনে নিয়ে আসার একটি মূল পদক্ষেপ।

বিষয়কে বোঝা

এই বছরের থিম হল, 'বিশ্ব স্বাস্থ্যের জন্য আয়ুর্বেদ উদ্ভাবন'। বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা মোকাবেলায় আয়ুর্বেদিক উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থিমটি তৈরি করা হয়েছে।

এর মূল উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে:

অসংক্রামক রোগ (এনসিডি) এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

জলবায়ু পরিবর্তন, বার্ধক্য ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির ব্যাধি সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা।

প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক সুস্থতার উপর জোর দেওয়া।

জাতিসংঘের সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এবং সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (ইউএইচসি) ভিশনকে সমর্থন করা।

আয়ুর্বেদ দিবস ২০২৪ এর নজর প্রদানের ক্ষেত্রগুলি

মহিলাদের স্বাস্থ্য: আয়ুর্বেদের সামগ্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে মহিলাদের অনন্য স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করা, খাদ্যাভ্যাস, জীবনধারা এবং প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য অনুশীলনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা।

কর্মক্ষেত্রের সুস্থতা: কর্মক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বাড়ানোর জন্য আয়ুর্বেদিক নীতিগুলি প্রচার করা, স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট এবং উৎপাদনশীলতার প্রতি মনোনিবেশ করা।

স্কুল সুস্থতা প্রোগ্রাম: অনাক্রম্যতা বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগতকৃত পুষ্টি নির্দেশিকা সহ শিশুদের মধ্যে আয়ুর্বেদিক সুস্থতাকে উৎসাহিত করা।

খাদ্য উদ্ভাবন: আয়ুর্বেদিক ডায়েটরি নীতি এবং খাদ্য উদ্ভাবন অন্বেষণ, ঐতিহ্যবাহী এবং আধুনিক রন্ধনসম্পর্কীয় কৌশলগুলির মিশ্রণ।

গৃহীত কার্য্যক্রম আয়ুর্বেদ উদযাপন এবং এর উপকারিতা সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে ২১শে অক্টোবর থেকে ২৯শে অক্টোবর ২০২৪ পর্য্যন্ত একাধিক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কার্য্যক্রমগুলির মধ্যে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা প্রচার, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা পরিচালনার বিষয়ে শিক্ষামূলক বক্তৃতা, জনসমাবেশ এবং বিনামূল্যে ডায়াগনস্টিক ক্যাম্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে জড়িত করা এবং আয়ুর্বেদিক অনুশীলনের কার্য্যকারিতা তুলে ধরা। প্রচারাভিযানটি স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হয়। ইতিহাস

জীবন বিজ্ঞান আয়ুর্বেদ হল স্বাস্থ্য পরিচর্য্যার একটি প্রাচীন এবং বিস্তৃত পদ্ধতি। সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবনের সন্ধান সম্ভবত মানুষের অস্তিত্বের মতোই প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ থেকে ১০০০ অব্দের মধ্যে রচিত প্রাচীনতম ভারতীয় সাহিত্য হিসাবে বিবেচিত চারটি বেদে উদ্ভিদ এবং প্রাকৃতিক পদ্ধতি দ্বারা চিকিৎসা সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতের মতো ভারতীয় মহাকাব্যগুলিতেও ওষুধ ও শল্যচিকিৎসার উল্লেখ পাওয়া যায়। যাইহোক, আয়ুর্বেদ সংহিতা (সংকলন) সময়কাল থেকে অর্থাৎ প্রায় ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চরক সংহিতা এবং সুশ্রুত সংহিতার মতো সংকলনগুলি এই সময়কালে আটটি বিশেষত্ব সহ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রচিত হয়েছিল। ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে বৃদ্ধ বাগভট্ট ও বাগভট্ট রচিত অষ্টাঙ্গ সহগ্রহ ও অষ্টাঙ্গ হৃদয় গ্রন্থে চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতার প্রয়োজনীয় বিবরণ সংকলিত ও আরও আপডেট করা হয়েছে। এইভাবে, বৃহত্রয় নামে পরিচিত প্রধান তিনটি গ্রন্থ অর্থাৎ চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা এবং অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ পরবর্তী পণ্ডিতদের গ্রন্থ রচনার ভিত্তি তৈরি করেছিল।

খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ নাগাদ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মেডিক্যাল ছাত্ররা আয়ুর্বেদ শিখতে প্রাচীন তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন। ২০০ থেকে ৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানত জাপান, চীন ইত্যাদি স্থান থেকে বিদেশী মেডিকেল ছাত্রদের আকর্ষণ করে। মিশরীয়রা ৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডারের আক্রমণের অনেক আগে ভারতের সাথে তাদের সমুদ্র-বাণিজ্যের মাধ্যমে আয়ুর্বেদ সম্পর্কে শিখেছিল। গ্রীক এবং রোমানরা তাদের আক্রমণের পরে এটি সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। প্রথম সহস্রাব্দের গোড়ার দিকে আয়ুর্বেদ বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে প্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিব্বতী ও চীনা চিকিৎসা পদ্ধতি ও ভেষজবিদ্যাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

প্রায় ৮০০ খ্রিস্টাব্দে, নাগার্জুন বিভিন্ন ধাতুর ঔষধি প্রয়োগ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চালিয়েছেন। নতুন ব্যবহারের জন্য অনেক বহিরাগত এবং দেশীয় ওষুধ আয়ুর্বেদিক সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে নতুন নতুন রোগের নির্ণয় ও চিকিৎসার অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে।

১৮২৭ সালে কলকাতার সরকারি সংস্কৃত কলেজে ভারতে প্রথম আয়ুর্বেদ কোর্স শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্রাদেশিক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে অনেক আয়ুর্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আয়ুর্বেদের মূল্য ধীরে ধীরে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সাথে সাথে ১৯৭০-এর দশকের শুরুতে আয়ুর্বেদ আরও ভিত্তি অর্জন করেছিল। বিংশ শতাব্দীতে এ নিয়ে প্রচুর একাডেমিক কাজ করা হয়েছিল এবং অনেক বই লেখা হয়েছিল এবং সেমিনার এবং সিম্পোজিয়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বর্তমানে ভারতে আয়ুর্বেদের সুনিয়ন্ত্রিত স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরেট শিক্ষা রয়েছে। অনুশীলনকারী এবং নির্মাতাদের একটি প্রশংসনীয় নেটওয়ার্ক বিদ্যমান। বেসরকারি ও সরকারি খাতে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রশংসনীয় উপায়ে সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছানোর উন্নতি করেছে।

আয়ুর্বেদের ক্রমবর্ধমান বিশ্বব্যাপী প্রভাব

২৪ টি দেশে ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবে আইনি স্বীকৃতি সহ আয়ুর্বেদ বিশ্বব্যাপী একটি উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণের অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। এই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য পরিচর্য্যায় আয়ুর্বেদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকে তুলে ধরেছে, এবং এসসিও এক্সপার্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন, বিমস্টেক টাস্কফোর্স অন ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন এবং ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন সম্পর্কিত ব্রিকস হাই-লেভেল ফোরামের মতো সহযোগিতামূলক ফোরামগুলি এর উপস্থিতিকে আরও জোরদার করেছে। এই প্ল্যাটফর্মগুলি জ্ঞান বিনিময় এবং নীতি প্রান্তিককরণকে উৎসাহিত করে, বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় আয়ুর্বেদের সংহতকরণের পথকে প্রশস্ত করে। উপরন্তু, আয়ুর্বেদ পণ্যগুলি এখন ১০০ টিরও বেশি দেশে রফতানি করা হয়, যা আয়ুর্বেদিক অনুশীলন এবং পণ্যগুলিতে আন্তর্জাতিক চাহিদা এবং আস্থার প্রদর্শন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লুএইচও) কর্তৃক আইসিডি-১১ টিএম মডিউল ২-এ আয়ুর্বেদ, সিদ্ধা এবং ইউনানির জন্য অসুস্থতা কোডগুলির সংহতকরণ আরও একটি মাইলফলককে চিহ্নিত করে, যা আয়ুর্বেদিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত হস্তক্ষেপের আরও সুনির্দিষ্ট ডকুমেন্টেশন এবং স্বীকৃতি। ডাব্লুএইচও আয়ুর্বেদ অনুশীলন এবং প্রশিক্ষণের জন্য একটি মানদণ্ড স্থাপন করেছে, আয়ুর্বেদিক যত্নের গুণমান এবং কার্য্যকারিতার জন্য একটি বিশ্বব্যাপী মান নির্ধারণ করেছে। এই প্রচেষ্টার অগ্রভাগে রয়েছে গুজরাটের জামনগরে গ্লোবাল ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন সেন্টার (জিটিএমসি), আয়ুর্বেদ এবং ঐতিহ্যবাহী ওষুধের গবেষণা, শিক্ষা এবং অনুশীলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি নিবেদিত প্রতিষ্ঠান।

উপসংহার

আয়ুর্বেদ দিবস ২০২৪ আয়ুর্বেদের প্রাচীন জ্ঞান এবং আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা উভয়ই উদযাপন করে, এই বছরের থিম 'বিশ্ব স্বাস্থ্যের জন্য আয়ুর্বেদ উদ্ভাবন' এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এর ভূমিকাকে তুলে ধরবে। ১৫০টিরও বেশি দেশের অংশগ্রহণে, ইভেন্টটি আয়ুর্বেদের অ-সংক্রামক রোগ, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধ এবং জলবায়ু সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার সম্ভাবনার উপর জোর দিচ্ছে, সুস্থতার জন্য এর প্রতিরোধমূলক এবং সুস্থায়ী পদ্ধতির উপর জোর প্রদান করছে। ডাব্লুএইচওর আইসিডি -১১ সহ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার মাধ্যমে, আয়ুর্বেদের অনুশীলনগুলি বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় অবিচ্ছিন্নভাবে সংহত হচ্ছে। এই বছরের আয়ুর্বেদ দিবস কেবল ভগবান ধন্বন্তরীর উত্তরাধিকারকেই সম্মান জানায় না, বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য এবং স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যগুলিতে অর্থবহ অবদান রাখার জন্য আয়ুর্বেদিক নীতিগুলির পথকেও প্রশস্ত করছে।

# এয়ারবাস ও টাটা এডভ্যান্স সিস্টেমস এর অংশীদারিত্ব : অনুপ্রেরণার একটি বাতিঘর



এভিএম অনিল গোলানি

ভারতীয় বিমান বাহিনী'র (আইএএফ) পুরানো অভ্র বহরের প্রতিস্থাপন হিসাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ৫৬টি সি-২৯৫ পরিবহন বিমান কেনার জন্য ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে ২১,৯৩৫ কোটি টাকার একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। এয়ারবাস ডিফেন্স অ্যান্ড স্পেসের সাথে করা ওই চুক্তির ফলে স্পেনের সেভিলে তার চূড়ান্ত সমাবেশ লাইন থেকে প্রথম ১৬টি বিমান তৈরি করে সেগুলি সরবরাহ করা হয়েছিল। পরবর্তী ৪০ টি বিমান ভারত ও স্পেনের মধ্যে একটি শিল্প অংশীদারিত্বের অধীনে ভারতে টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেমস লিমিটেড (টিএএসএল) এর তরফে নির্মিত ও সংযোজন করা হয়েছিল। ভারতে পরিবহন বিমান তৈরি করার জন্য এটি এই ধরণের প্রথম সহযোগিতা ছিল। ২০২২ সালের ৩০ অক্টোবর গুজরাটের ভাদোদরায় টিএএসএল চূড়ান্ত সম্মিলন লাইন সুবিধার একটি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। ফ্লাই অ্যাওয়ে অবস্থায় প্রথম বিমানটি ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সালে স্পেনের সেভিলে তৎকালীন আইএএফ প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল ভি আর চৌধুরীর কাছে তুলে দেওয়া হয়েছিল। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং কর্তৃক এয়ার ফোর্স স্টেশন হিন্দনে আনুষ্ঠানিকভাবে আইএএফ-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, আইএএফের ১১ স্কোয়াড্রন, যা ভদোদরায় অবস্থিত "রাইনোস" নামেও পরিচিত, ইতিমধ্যে যারা ছয়টি সি-২৯৫ বিমান উড়িয়েছে। সি-২৯৫, একটি বহুমুখী সামরিক পরিবহন বিমান যার প্রমাণিত ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে এবং ৯.৫ টন পেলোড এবং ৭০ জন যাত্রী বা ৪৯ জন প্যারাট্রুপার বহন করার ক্ষমতা আইএএফের সক্ষমতাকে দারুণভাবে উৎসাহিত করবে। দিন এবং রাত উভয় সময়ে উভয় ধরনের আবহাওয়ায় এটি কাজ করার ক্ষমতার পাশাপাশি, বিভিন্ন বিমান বাহিনী কর্তৃক বিশ্বব্যাপী একে ব্যবহার করা হয়। এয়ারবাস সি-২৯৫ সামরিক পরিবহন, এয়ার লজিস্টিকস, প্যারাট্রুপিং, মেডিকেল ইভাকুয়েশন, সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ, মেরিটাইম পেট্রোল, অ্যান্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার, এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং, সীমান্ত নজরদারি, ওয়াটার বোম্বার এবং এয়ারবোর্ন আর্লি ওয়ার্নিংসহ বিস্তৃত সক্ষমতা নিয়ে এসেছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্পেনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ পেদ্রো সানচেজ ২৮ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে ভদোদরায় টিএএসএল উৎপাদন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন। এটি ভারতের প্রথম বেসরকারি সামরিক বিমান উৎপাদন সুবিধা। প্রথম "মেক ইন ইন্ডিয়া" সি-২৯৫ বিমানটি ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে চালু করা হবে এবং চূড়ান্ত বিমানটি ২০৩১ সালের আগস্টের মধ্যে ভারতে সরবরাহ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পটি ভারতে মহাকাশ বাস্তুতন্ত্রকে প্রয়োজনীয় গতি দেবে যেখানে সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটি এমএসএমই বিমানের অংশ তৈরির সাথে যুক্ত থাকবে। এয়ারবাসের তরফে ইতিমধ্যেই মোট ৩৩টি এমএসএমই-কে চিহ্নিত করা হয়েছে। হায়দরাবাদের মেইন কনস্টিটিউয়েন্ট ফ্যাসিলিটিতে ইতিমধ্যেই বিমানের যন্ত্রাংশের উৎপাদন শুরু হয়েছে। ভারত ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড (বিইএল) এবং ভারত ডায়নামিক্স লিমিটেডের ইলেক্ট্রনিক ওয়ারফেয়ার (ইডব্লু) সিস্টেমগুলি ইতিমধ্যেই বিমানে সংযোজন করা হয়েছে। তবে, চুক্তি নিয়ে আলোচনা এবং চূড়ান্তকরণে দীর্ঘ বিলম্বের কারণে এগুলিকে আপগ্রেড করা দরকার এবং দেশীয় বৈদ্যুতিন যুদ্ধ ব্যবস্থার গুরুত্বকে অতিরিক্ত জোর দেওয়া যায় নি।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের একটি বিবৃতি অনুসারে, এই কর্মসূচিটি মহাকাশ বিভাগে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অনুঘটকের মতো কাজ করবে, ভারতে মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা খাতে প্রত্যক্ষভাবে ৬০০ উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন চাকরি, ৩,০০০ এরও বেশি পরোক্ষ চাকরি এবং অতিরিক্ত ৩,০০০ মাঝারি দক্ষতার কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। অ্যারোইঞ্জিন এবং এভিওনিক্স ছাড়াও, যা এয়ারবাস অন্যান্য ওইএম থেকে সংগ্রহ করে, অন্যান্য কাঠামোগত অংশগুলি বেশিরভাগই ভারতে তৈরি করা হবে। একটি বিমানে ব্যবহৃত ১৪ হাজার যন্ত্রাংশের মধ্যে ১৩ হাজার তৈরি হবে কাঁচামাল থেকে। তবে আসল পরীক্ষাটি টিএএসএল কতৃক সময়মতো ৪০ টি বিমান উৎপাদন করা হবে। এখন পর্যন্ত বেশিরভাগ কার্যক্রম এয়ারবাস দ্বারা চালিত হচ্ছে এবং টিএএসএল কেবল কার্য্যক্রম সম্পাদন করছে। স্থানীয় উৎপাদন, ডিজিএকিউএ-র মাধ্যমে মান নিয়ন্ত্রণ এবং সিইএমআইএলএসি-র ভবিষ্যতের শংসাপত্র এবং ভারতীয় মহাকাশ বাস্তুতন্ত্রের বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য দেশীয় পরীক্ষা ও মূল্যায়নের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

গত দশ বছরে ভারত সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টা প্রতিরক্ষা খাতকে লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি করতে সক্ষম করেছে। প্রতিরক্ষা উৎপাদন ৪৩,৭২৬ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১,২৭,২৬৫ কোটি টাকা হয়েছে, যার প্রায় ২১ শতাংশ বেসরকারি খাতের অবদান রয়েছে। দশ বছর আগে যেখানে ১০০০ কোটি টাকার কম প্রতিরক্ষা রফতানি ছিল, গত বছর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১ হাজার কোটি টাকারও বেশি। কিছু নীতিগত সংস্কার যা দেশকে এই পরিসংখ্যান অর্জনে সহায়তা করেছে তার মধ্যে রয়েছে মূলধনী সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ পদ্ধতি ২০২০-তে দেশীয়ভাবে পরিকল্পিত, উন্নত এবং উতাদিত (আইডিডিএম) বিভাগের বিধানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া। চলতি অর্থবছরে আধুনিকীকরণ বাজেটের ৭৫ শতাংশ দেশীয় শিল্পের মাধ্যমে সংগ্রহের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে জয়েন্ট অ্যাক্টিওএন (শ্রীজন) পোর্টালের মাধ্যমে স্বনির্ভর উদ্যোগ চালু করা, ইতিবাচক দেশীয়করণ তালিকা (পিআইএল) চালু করা, প্রতিরক্ষা উৎকর্ষের জন্য উদ্ভাবন (আইডিইএক্স), ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৫০,০৮৩ কোটি টাকার সম্ভাব্য বিনিয়োগের সাথে উত্তর প্রদেশ এবং তামিলনাড়ুতে প্রতিরক্ষা শিল্প করিডোর স্থাপন করা। প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ কাউন্সিল (ডিএসি) দ্বারা প্রকল্পগুলির দ্রুত অনুমোদনের জন্য অনেক কিছু করা দরকার এবং পরবর্তী চুক্তির আলোচনার জন্য অনেক কিছু করা দরকার, কারণ ২০১৩ সালের মে মাসে এমওডির এয়ারবাসের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করতে রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল (আরএফপি) জারি করার পরে প্রায় ছয় বছর সময় লেগেছিল।

ভারতে সি-২৯৫ সামরিক পরিবহন বিমানের যৌথ উৎপাদনের জন্য এয়ারবাস-টিএএসএল অংশীদারিত্ব ভারতে এখন পর্যন্ত অবরুদ্ধ বিমান বাস্তুতন্ত্রের আশা ও অনুপ্রেরণার আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করবে। তবে এটি দেখার বিষয় যে টিএএসএল এই বিমানের সংস্করণে এগিয়ে আসবে কিনা কারণ এটি একটি নাগরিক প্রত্যয়িত সংস্করণও উপলব্ধ রয়েছে। এই সহযোগিতার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে ভারতে উৎপাদন এবং ভবিষ্যতের রফতানির দিকে নজর দেওয়া দরকার। আত্মনির্ভরতার জন্য সামনের যাত্রা কঠিন বলে মনে হতে পারে, এয়ারবাস এবং টিএএসএল-এর মধ্যে এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পথটি শুরু হয়েছে, যা টিএএসএল দ্বারা সময়মতো ৪০ টি বিমান উৎপাদন করে তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। সরকারি খাতের সাথে ভারতের অভিজ্ঞতা আইএএফের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি এবং এই অভিজ্ঞতা, যদি সফলভাবে কার্য্যকর করা হয় তবে ভারতের বেসরকারি খাতের আরও অধিকতর অংশগ্রহণের দিকটিকেই সূচিত করতে পারে- ভারতকে ২০৪৭ সালের মধ্যে তার বিকশিত ভারতের স্বপ্ন সাকার করতে হলে এই ক্ষেত্রের সমর্থন পেতে হবে।

(লেখক এভিএম অনিল গোলানি একজন যোগ্য ফ্লাইং প্রশিক্ষক এবং একটি উপকরণ রেটিং প্রশিক্ষক উ জাতীয় পত্রিকা, জার্নাল ও ম্যাগাজিনে বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। সামরিক নেতৃত্ব, বিমান শক্তি, সামুদ্রিক বিমান পরিচালনা এবং ভারতের সামরিক আধুনিকীকরণ এবং থিয়েটার কমান্ডের উপর ভারতে এবং বিদেশে বক্তৃতা দিয়েছেন। "আওয়ার পাওয়ার অ্যান্ড ইমার্জিং টেকনোলজিস" এবং "ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ইন ইটস সেন্টেনিয়াল ডিকেড" নামে দুটি বই যৌথভাবে সম্পাদনা করেছেন।)

## 'শ্লীলতাহানি' কাণ্ডে তন্ময়ের বিরুদ্ধে বরানগরে মিছিল তৃণমূলের, নেতৃত্বে সায়ন্তিকা

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা তন্ময় ভট্টাচার্য্যর বিরুদ্ধে ওঠা শ্লীলতাহানির মতো স্পর্শকাতর অভিযোগের রাজনৈতিক সদ্ব্যবহার করতে চাইছে তৃণমূল। একধাপ এগিয়ে এই বিষয়ে পথে নামছে শাসক শিবির।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার বিকেলে বরানগরের তারকা তৃণমূল বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গোপাল লাল ঠাকুর রোডের প্রধান দলীয় কার্য্যালয় থেকে প্রতিবাদ মিছিল হবে।

প্রসঙ্গত, ফেসবুক লাইভে তরুণী সাংবাদিকের অভিযোগ শুনেই দল ব্যবস্থা নিয়েছে। তড়িঘড়ি সাসপন্ড করা হয়েছে প্রাক্তন বিধায়ককে। তদন্তপ্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি সাসপেনশনে থাকবেন বলে দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিকে, শ্লীলতাহানি ইস্যুতে সিপিএম নেতাকে সোমবার একপ্রস্ত জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল বরানগর থানার পুলিশ। বুধবার ফের তাকে তলব করা হয়েছে।

## টেন হাগকে ছাঁটাই করল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

ওল্ড ট্র্যাফোর্ড, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): শেষ হলো ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ডাচ কোচ এরিক টেন হাগের আড়াই বছরের অধ্যায়। তাঁর জায়গায় অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন রুড ফন নিস্টলরয়। ম্যান ইউনাইটেড কোচ টেন হাগের অবস্থান দীর্ঘদিন ধরে নড়বড়ে ছিল। অনেক ব্যর্থতার পর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেল ক্লাব কর্তৃপক্ষের। সোমবার ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কর্তৃপক্ষ এই ডাচ কোচকে বরখাস্ত করলেন। ২০২২ সালের এপ্রিলে টেন হাগকে দায়িত্ব দেয় ক্লাবটি। ক্লাবের ওয়েবসাইটে সোমবার রাতে এক বিবৃতিতে টেন হাগের সঙ্গে চুক্তি শেষ করার ঘোষণা করে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। নতুন প্রধান কোচ নিয়োগের আগে পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে কাজ করবেন রুড ফন নিস্টলরয়। তিনি গত জুলাই থেকেই টেন হাগের সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। গত মরসুম থেকেই দলটির পারফরম্যান্স খারাপ যাচ্ছিল। লিগের ৩৮ ম্যাচে মাত্র ১৮টিতে জিততে পারে তারা। আসর শেষ করে অষ্টম হয়ে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ থেকে এবং লিগ কাপের চতুর্থ রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছে টেন হাগের দল।

## পূর্ববঙ্গে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে সরব তথাগত রায়

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): পূর্ববঙ্গে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে ফের এক্সবার্তায় সরব হলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

মঙ্গলবার তিনি লিখেছেন, "দেশটা কারো বাপের নাকি" ? জনৈক মিঞার উক্তি। পূর্ববাংলা/পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশের চৌদ্দপুরুষের বাস থেকে উৎখাত এক কোটির অধিক হিন্দুরাও একথা বলতে পারত। কিন্তু বলেনি। কারণ মোহনদাস গান্ধীপন্থী ও বামপন্থীরা শিখিয়েছে, হিন্দুর জন্য একরকম নিয়ম, মুসলমানের জন্য আরেকরকম। প্রায় আশি বছর ধরে পূর্ববাংলার সংখ্যালঘু হিন্দুরা নির্যাতিত হয়েছে এবং শিখেছে, এসব নিয়ে প্রতিবাদ করা 'সাম্প্রদায়িক'। আমি আমার অতি ক্ষুদ্র ক্ষমতার মধ্যে বহুকাল ধরে এই নিয়ে বলে আসছি। পরম সন্তোষের বিষয় যে অবশেষে বিষয়টা সর্বসমক্ষে এসেছে। কারণ সত্য চিরদিন চাপা থাকে না।"

## রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উপলক্ষে করিমগঞ্জে একতা দৌড় অনুষ্ঠিত

করিমগঞ্জ (অসম) ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : সমগ্র দেশের সঙ্গে করিমগঞ্জেও সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার রান ফর ইউনিটি বা একতা দৌড় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জনগনের মধ্যে রাষ্ট্রীয় একতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে মঙ্গলবার সকাল ছয়টায় করিমগঞ্জের আবর্ত ভবনের সম্মুখ থেকে এই একতা দৌড় বের করা হয়।

এতে করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রতাপ দাস, অমিত রাজ চৌধুরী, সহকারি আয়ুক্ত মানস প্রতিম বংজং সহ পুলিশের জওয়ান, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, ক্রীড়া প্রেমী ও ভাল সংখ্যক সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করেন। এই দৌড় করিমগঞ্জ আবর্ত ভবনের সম্মুখ থেকে শুরু হয়ে হাসপাতাল রোড, সুভাষ নগর, এওসি পয়েন্ট, স্টেশন রোড, শম্ভু সাগর পার্ক, মেইনরোড হয়ে ডিএসএ মাঠে এসে শেষ হয়। এই একতা দৌড়ে পুরুষদের মধ্যে প্রথম কল্পজ্যোতি দাস, দ্বিতীয় বিষ্ণু রায়, তৃতীয় রমেশ দাস। পাশাপাশি মহিলাদের মধ্যে প্রথম সাজনা বেগম, দ্বিতীয় মমতা দৈমারী এবং যশস্বী দৈমারী তৃতীয় স্থানাধিকার করেন। এদিকে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উপলক্ষে ৩১ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার জেলা আয়ুক্ত কার্য্যালয় সহ জেলার সব সরকারি কার্য্যালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে রাষ্ট্রীয় একতার শপথ গ্রহণ করা হবে।

## বর্তমানে ফার্মা সেক্টর বড় থেকে বৃহৎ প্রকল্প নিয়ে আসছে : জে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): বর্তমানে দেশের ফার্মা সেক্টর বড় থেকে বৃহৎ প্রকল্প নিয়ে আসছে। দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। তিনি বলেছেন, বাল্ক ওষুধের সঙ্গে সম্পর্কিত স্কিমগুলিকে শক্তিশালী করা থেকে শুরু করে মেডিকেল ডিভাইস উৎপাদনের বিকাশ নিশ্চিত করা পর্যন্ত, ভারত প্রতিটি ক্ষেত্রেই বড় অগ্রগতি করছে। নবম আয়ুর্বেদ দিবস ও ধন্বন্তরি জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার ১২ হাজার ৮৫০ কোটি টাকা মূল্যের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবার উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করেছেন।এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জে পি নাড্ডা বলেছেন, 'আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই দিনটিকে স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে উৎসর্গ করেছেন। আমি বিশ্বাস করি, এটি একটি শুভ দিন, প্রাসঙ্গিক এবং ঐতিহাসিক।' নাড্ডা আরও বলেছেন, 'আজ আমরা প্রধানমন্ত্রী মোদীজির দূরদর্শী নেতৃত্বে ইউ-উইন চালু করছি। এই উদ্ভাবনী প্ল্যাটফর্মটি ডিজিটালভাবে আমাদের টিকাকরণ প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করবে, প্রতিটি শিশু এবং মায়ের একটি ব্যাপক ট্র্যাক রেকর্ড বজায় রাখবে।

## ধনতেরাসে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর, আয়ুর্বেদ দিবসেরও শুভকামনা

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): ধনতেরাস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রতিটি মানুষের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন কামনা করেছেন তিনি। মঙ্গলবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, সমস্ত দেশবাসীকে ধনতেরাসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা।আয়ুর্বেদ দিবস উপলক্ষ্যেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বার্তায় লেখেন, শরীর সুস্থ রাখতে আয়ুর্বেদিক ওষুধের ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে। ধন্বন্তরির জন্মদিবসে, আয়ুর্বেদের অবদান এবং তার প্রয়োজনীয়তা গোটা বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে।

## আসানসোলে দুর্ঘটনার কবলে বাস, রক্ষা পেলেন ৬০ জন যাত্রী

আসানসোল, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): আসানসোল হাইওয়েতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি যাত্রীবোঝাই বাস। সোমবার রাতে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের জামুড়িয়ার নিঘা মোড় সংলগ্ন অংশের ওভার ব্রিজে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাসটি। দুর্ঘটনায় মাত্র দু"জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন চালকও। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে আসে জামুড়িয়া থানার শ্রীপুর ফাঁড়ির পুলিশ। যাত্রীদের উদ্ধার করার পাশাপাশি আহতদের হাসপাতালেও পাঠানো হয়।জানা গিয়েছে, বাসটি কলকাতার থেকে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে বিহারের মুজাফরপুর যাচ্ছিল। বাসে ছিলেন কমপক্ষে ৬০ জন যাত্রী। নিঘা মোড় সংলগ্ন অংশে এসে কোনও কারণে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উঠে যায় ডিভাইডারে। প্রবল ঝাঁকুনিতে বাসের মধ্যে থাকা যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। পুলিশ এসে বাসের যাত্রীদের গন্তব্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

## মহাকাশ থেকে সেমি-কন্ডাক্টর প্রতিটি নতুন প্রযুক্তিতে অগ্রগতি করেছে ভারত : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): মহাকাশ থেকে সেমি-কন্ডাক্টর, ইলেকট্রনিক্স থেকে বৈদ্যুতিক যান, প্রতিটি নতুন প্রযুক্তিতে ভারত অগ্রগতি করেছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'বিশ্বে নতুন নতুন প্রযুক্তি আসত। কিন্তু ভারতে আমরা সেই প্রযুক্তির জন্য অপেক্ষা করতাম, এই ভেবে যে এটা বিশ্বে এসেছে, ভারতে কবে আসবে। যে প্রযুক্তি পশ্চিমী দেশগুলিতে সেকেলে ও অকেজো হয়ে গিয়েছিল, তখন তা আমাদের কাছে পৌঁছত।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার রোজগার মেলায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৫১ হাজার নতুন কর্মপ্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক ও দফতরের পদে নিয়োগের জন্য দেশের ৪০টি স্থানে এই মেলার আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে আছে কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগার। ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে সেখানে এই রোজগার মেলার আয়োজন করা হয়।নিয়োগপত্র হাতে পাওয়া সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'এই উৎসবমুখর পরিবেশে, এই শুভ দিনে রোজগার মেলায় ৫১ হাজার কর্মপ্রার্থীকে সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র দেওয়া হচ্ছে। আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।'

## ভোকাল ফর লোকাল"-এ জোর দিলেন মোহন যাদব, ছোট বিক্রেতাদের স্বার্থে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

ভোপাল, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): "ভোকাল ফর লোকাল", অর্থাৎ স্থানীয় পণ্য কেনার ওপর বিশেষ জোর দিলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। পাশাপাশি ছোট বিক্রেতাদের জন্য মঙ্গলবার বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

# ধনতেরস উপলক্ষ্যে রাজধানীর জুয়েলারিগুলোতে উপচে পড়া ভিড়

আগরতলা, ২৯ অক্টোবর : আজ ধনতেরস। সেই উপলক্ষে রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন স্বর্ণালংকারের দোকানগুলোতে উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে। ধনতেরাসে অনেকেই সোনার জিনিস ক্রয় করেন। এই প্রথাটি স্বাস্থ্য ও সম্পদের দেবতা ভগবান ধন্বন্তরির সাথে যুক্ত। স্বর্ণ ক্রয়ের বিষয়টি আসন্ন বছরের জন্য আশীর্বাদ পাওয়ার একটি উপায় হিসেবে বিবেচিত।

ধনতেরসের সঙ্গে যুক্ত একটি বিশ্বাস রয়েছে যে ধনত্রয়োদশীর দিনে যে কোনও ধরণের ধাতু ক্রয় করা সৌভাগ্যের প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয়। সোনাকে দেবী লক্ষ্মীর প্রতিনিধি হিসেবে দেখা হয়। ধনতেরসে সোনা কেনা বাড়িতে সমৃদ্ধি নিয়ে আসে, লক্ষ্মী যাতে স্থায়ীভাবে বাস করে তা নিশ্চিত করে।

রাজধানী আগরতলার বেশ কিছু জুয়েলারিতে জনগণ স্বর্ণ কেনার জন্য ভিড় জমিয়েছেন। তাছাড়া ধনতেরাস উপলক্ষ্যে গহনার মজুরিতেও ছাড় রয়েছে বলে অনেকেই এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছেন না। স্বর্ণালঙ্কারের দোকানগুলোর বাইরে পছন্দ মত স্বর্ণের জিনিস ক্রয় করে বের হয়ে আসা ক্রেতাদের মধ্যে এক আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখা গেছে।

# শনিতলা কালী পূজা কমিটির আয়োজিত রক্তদান শিবিরে মেয়র দীপক মজুমদার

আগরতলা, ২৯ অক্টোবর : আসন্ন দীপাবলি উপলক্ষ্যে পুরোনো মোটরস্ট্যান্ডস্থিত শনিতলা কালী পূজা কমিটির আয়োজিত রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণ করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

দীপাবলিকে সামনে রেখে বিবিসি ক্লাবের সহায়তায় শনিতলা কালী পূজা কমিটি মঙ্গলবার সকালে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। উক্ত রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর অলক ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, বিবিসি ক্লাব ও শনিতলা কালী পূজা কমিটির এই উদ্যোগে অংশগ্রহণ করে তিনি আনন্দিত। ক্লাব ও কমিটির কর্তৃপক্ষ সহ উপস্থিত সকলকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

তিনি আরো বলেন, রক্তদান শিবিরের এই উদ্যোগ সমাজের মানুষের অনেক সহায়তা করবে। বিবিসি ক্লাব ও শনিতলা কালী পূজা কমিটি নিজের সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন যা প্রশংসনীয়। আগামীতেও যাতে ধারাবাহিকভাবে এই সমাজ কল্যাণমূলক কার্যকলাপ অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছেন তিনি।

# নির্যাতিতা কিশোরী ও তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন অগ্নিমিত্রা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): অসুস্থ কিশোরীকে এক অ্যাম্বুলেন্স চালকের শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগকে ঘিরে সম্প্রতি উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল পাথরপ্রতিমায়। নির্যাতিতা মেয়েটি ও তার পরিবারের সঙ্গে মঙ্গলবার দেখা করেন বিজেপি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা অগ্নিমিত্রা পাল।

অভিযোগ, তৃণমূল নেতাদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে অভিযুক্তকে আড়াল করা হয়। পকসো-র অধীনে দায়ের করা মামলা এড়াতে পুলিশ এটিকে একটি ছোট ঘটনা হিসাবে দাবি করে। প্রসঙ্গত, গত ১৮ অক্টোবর মাত্র ১৪ বছর বয়সী একটি মেয়ের উপর ভয়ঙ্কর হামলার ঘটনা ঘটে। সাপে কামড়ানোর জন্য চিকিৎসা নেওয়ার প্রয়োজনে মেয়েটি অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে যায়। চিকিৎসারত অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্স চালক রাত প্রায় ৩.৩০—এর সময় তাকে ফোন করে নিজের ঘরে ডেকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# ভারতকে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করেছিলেন বল্লভভাই প্যাটেল, বিভাজনকে দূরে রেখে ঐক্যের ভাব বজায় রাখতে জনগণের প্রতি আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ২৯ অক্টোবর: কিছু অংশের লোক রাজ্যে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। যা করা কোনভাবেই কাম্য নয়। তাই সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশ ও রাজ্যের বিকাশে কাজ করতে হবে।

মঙ্গলবার আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী পতাকা নাড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান থেকে উমাকান্ত একাডেমি পর্যন্ত "একতার জন্য দৌড়"-এ অংশ নেন।মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, "নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ৩১ অক্টোবর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীকে একতা দিবস হিসেবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁকে সম্মান জানাতে আমরা একতা দিবস এবং ঐক্যের জন্য দৌড় কর্মসূচি পালন করছি। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতের লৌহমানব হিসেবে পরিচিত এবং স্বাধীনতার পরেও তিনি দেশের একতা ও অখণ্ডতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। যা সবাই অবগত রয়েছেন"। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতকে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করেছিলেন। দেশের স্বাধীনতার পর ৫৬২টি রাজন্য শাসিত রাজ্যকে ভারতীয় ইউনিয়নে একত্রিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এটা শুধুমাত্র তাঁর কারণেই সম্ভব হয়েছিল। যদিও আমরা প্রতি বছর ৩১ অক্টোবর এই দিনটি পালন করি। কিন্তু এবার দেওয়ালি উৎসবের কারণে আমরা ২৯ অক্টোবর এই দিনটি পালন করছি। প্রধানমন্ত্রী মোদি রান ফর ইউনিটির সূচনা করেছিলেন এবং সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে থাকার চিন্তা করেছিলেন। তবে কিছু লোক আছে যারা বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা করছে, যা কোনোভাবেই করা উচিত নয়। রান ফর ইউনিটি দিশা দেখায় যে আমাদের অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং একসাথে কাজ করতে হবে।এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রী টিংকু রায়, সাংসদ ও বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা বিধানসভার চিফ হুইপ কল্যাণী রায়, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব পি কে চক্রবর্তী, ডিজি (গোয়েন্দা) অনুরাগ, জিমন্যাস্ট এবং পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক ড.বিশাল কুমার সহ অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকগণ।

# কাঁকসার কুলডিহায় ডায়রিয়ার প্রকোপ

দুর্গাপুর, ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : নিম্নচাপের রেশ কাটতে না কাটতেই, ডায়রিয়ার প্রকোপ। ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল দুই মহিলার। অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছে আরও দুজন। মঙ্গলবার ঘটনাকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়াল কাঁকসা থানার মলানদিঘী গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলডিহা গ্রামে। খবর পেয়ে গ্রামে বসানো হয়েছে মেডিক্যাল ক্যাম্প। সিল করা হয়েছে পানীয় জলের নলকূপ। অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা সময় মত না পাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকাবাসী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃতা মহিলাদের নাম উর্মিলা মুর্মু (৩৫) ও লক্ষ্মী হাঁসদা(৪০)। অসুস্থ দুজনকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনায় জানা গেছে, গত ১৭ অক্টোবর থেকে কাঁকসার কুলডিহা গ্রামে ডাইরিয়ার প্রকোপ দেখা দিয়েছে। কয়েকদিন আগে উর্মিলা মুমু নামে এক মহিলা পায়খানা, বমি উপসর্গ নিয়ে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হয়। সেখান থেকে গুরুতর অবস্থায় বর্ধমান মেডিকাল কলেজে ভর্তি করা হয়। গত ২৭ অক্টোবর ওই মহিলার মৃত্যু হয়। ওই ঘটনার পর থেকে গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মঙ্গলবার আবার নতুন করে ৪ জন অসুস্থ হয়ে পড়ে। যার মধ্যে একজনের বাড়িতে চিকিৎসা চলছে। বাকি তিনজনকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার মধ্যে লক্ষ্মী হাঁসদাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুর্গাপুরে এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিন দুপুরে সেখানে তার মৃত্যু হয়। এদিকে ঘটনার খবর চাউর হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকাবাসী। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পঞ্চায়েতে অ্যাম্বুলেন্স থাকলে সময় মতো তার পরিষেবা পাওয়া যায় না। এদিন সময়ে পরিষেবা জোটেনি। গ্রামে পানীয় জলের অবস্থা তথৈবচ। এদিকে খবর পেয়ে গ্রামে বসানো হয় মেডিক্যাল ক্যাম্প। গ্রামের পানীয় জলের নলকূপ গুলি সিল করা হয়। বাড়ি বাড়ি স্বাস্থ্যকর্মীরা আক্রান্তদের খোঁজখবর নেন। কীটনাশক ছড়ানো শুরু করেন। বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই বলেন,"পরিশ্রুত পানীয় জলের অভাবেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। ঘর ঘর জল প্রকল্পের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী পরিশ্রুত জল পৌঁছানোর চেষ্টা করলেও রাজ্য সরকারের গাফিলাতির কারনে সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত বাংলার মানুষ। বিশেষ করে আদিবাসী সমাজকে চরম বঞ্চনা করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' পশ্চিম বর্ধমান সিএমওএইচ সেখ মহম্মদ ইউনুস বলেন,' গত ১২ দিনে ১১ জনের মত আক্রান্ত হয়েছে।

# ১৪ দিনের হাজত

● প্রথম পাতার পর

ঘরে শায়িত রয়েছেন। তাছাড়া, গৃহবধূকে মামলা দায়ের করলে প্রানে মারার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঘটনা চলাকালীন কোন এক ব্যক্তি আট সেকেন্ডের জন্য বিষয়টি রেকর্ড করে ফেলে। আর সেই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েতে এলাকায় আতঙ্ক দেখা দেয়। সেই ভিডিও দেখে তাবড় তাবড় পুলিশ আধিকারিকদের চক্ষু চড়কগাছ। শেষ পর্যন্ত পুলিশের উপর মহলের নির্দেশ অনুসারে ২৮ অক্টোবর কলমচৌড়া থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে। পরবর্তী সময়ে থানায় ৭ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নম্বর ৭০/২০২৪। পুলিশ ইতিমধ্যে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুসারে ১২৬/৮৭/৭৬/১১৭(২)(৩) ধারায় মামলা গ্রহণ করে। অভিযুক্তরা প্রত্যেকে পলাতক বলে জানা যায়। অভিযুক্তরা হলেন, শিরুজিৎ দাস, কাজল দাস, ইন্দ্রজিৎ দাস, কুটু সরকার, মন্টু দাস, পায়েল দাস এবং সরমিত দাস। তাদের মধ্যে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

# কেন্দ্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

● প্রথম পাতার পর

জেলায় বা বর্হিরাজ্যে পাঠানোর জন্য রাজ্যপাল কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের আধিকারিকদের পরামর্শ দেন। রাজ্যপাল কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের স্টল এবং এফপিও স্টল পরিদর্শন করেন।

কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে মত বিনিময় সভার উদ্বোধন করে রাজ্যপালশ্রী নাল্লু বলেন, গ্রামীণ এলাকার মানুষের জীবন জীবিকার মানোন্নয়নের সঙ্গে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কাজকর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র কৃষি কাজে, উদ্যান চর্চায়, হাঁস, মোরগ, শুকর পালনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। উন্নতমানের বীজ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষির উন্নতি ও অধিক ফলনের জন্য কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীগণ কাজ করছেন।

মতবিনিময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল, ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, বিধায়ক চিত্তরঞ্জন দেববর্মা, আমবাসা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন ভূমিকানন্দ রিয়াং। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ধলাই জেলার জেলাশাসক সাজু বাহিদ এ। সালেমা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান আধিকারিক অভিজিৎ দেবনাথ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কাজকর্মের বিষয়ে রাজ্যপালকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন।

তাছাড়াও রাজ্যপাল কৃষক ও স্বসহায়ক দলের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন। রাজ্যপাল কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপন করেন। রাজ্যপাল কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিভিন্ন ইউনিট এবং ফার্মগুলিও পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল, জেলাশাসক সাজু বাহিদ এ, ধলাই জেলার পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই, রাজ্যপালের যুগ্মসচিব রতন ভৌমিক সহ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ও আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

# আসন্ন দীপাবলিতে স্ব-সহায়ক দলের সদস্যার মোমবাতি বিক্রি করে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়াস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ অক্টোবর:** দেশের মহিলাদের স্বশক্তিকরণের লক্ষ্যে সরকার স্ব-সহায়ক দলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা যেমন করছেন। ঠিক তেমনি প্রশিক্ষণ শেষে আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য ঋণ নিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার ব্যবস্থা ও করে দিচ্ছেন।যার ফলে দেশের মহিলারা এখন স্বনির্ভর হয়ে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংসার প্রতিপালন করছেন। রাউৎখলা গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামোন্নয়ন গ্রামীণ সংগঠনের অঞ্জনা সরকার, কিছু দিন পূর্বে স্ব-সহায়ক দলের হয়ে মোমবাতির প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে টিআরএলএম থেকে ঋণ নিয়ে মোমবাতি তৈরির কাজ শুরু করেন। আসন্ন দীপাবলি উৎসবকে সামনে রেখে দেশের প্রধানমন্ত্রী ভোকাল ফর লোকাল নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং অঞ্জনা সরকারকে এই কাজকে আরো উৎসাহিত করতে মঙ্গলবার বিশিষ্ট সমাজ সেবক শুভঙ্কর সাহা, রাউৎখলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রঞ্জিত দেবনাথ, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা সুমনা ভৌমিক, জনপ্রিয় গ্রামীণ সংগঠনের সভানেত্রী সুচিত্রা রায় চৌধুরী সহ বিভিন্ন স্ব-সহায়ক দলের মহিলারা অঞ্জনা সরকারের কাছ থেকেই উনার তৈরি মোমবাতি গুলো ক্রয় করার জন্য উপস্থিত হন রবীন্দ্রনাথ কলোনী কালিমন্দির প্রাঙ্গণে। এবং সকলে মিলে অঞ্জনা সরকারের তৈরি মোমবাতি গুলো ক্রয় করেন। মোমবাতি যেহেতু বাঙালি পরিবারে ঠাকুরের আসনে প্রতিদিন ব্যবহৃত হয়। তাই আগামীদিনেও সব স্ব-সহায়ক দলের সদস্যরা অঞ্জনা সরকারের কাছ থেকে মোমবাতি কেনার সিদ্ধান্ত নেয়। বিশিষ্ট সমাজ সেবক শুভঙ্কর সাহাও সকলকে আলোর উৎসব দীপাবলিতে বিভিন্ন স্ব-সহায়ক দলের দিদিদের তৈরি প্রোডাক্ট ক্রয় করার আহ্বান জানান।

# শাহর বিরুদ্ধে আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনে চিঠি তৃণমূলের

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): রবিবার অক্টোবর বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্তে মৈত্রী দ্বার' উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখান থেকে তিনি ২০২৬-এ বঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে প্রচার সেরেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার কমিশনে চিঠি দিল তৃণমূল। দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি কমিশনকে লেখা চিঠিতে অমিত শাহকে শোকজ নোটিস পাঠানোর আবেদন জানিয়েছেন। আগামী ১৩ তারিখ রাজ্যের ছয় কেন্দ্রে উপনির্বাচন। সপ্তাহ দুয়েক আগে তার দিনক্ষণ ঘোষণা হয়েছে। আর তার পর থেকে লাগু হয়ে গিয়েছে আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি। তারই মাঝে রাজ্যে এসে সরকারি কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন অমিত শাহ। পেট্রাপোল সীমান্তে গিয়ে ভারত-বাংলাদেশের যাত্রীদের জন্য অত্যাধুনিক টার্মিনাল মৈত্রী দ্বার' উদ্বোধন করেছেন। সেখানে পরিবর্তনের ডাক দিয়ে সমাবেশে অমিত শাহর বক্তব্য ছিল, "বাংলায় অশান্তির মূলে রয়েছে অনুপ্রবেশ। তা বন্ধ হলে বাংলায় শান্তি ফিরবে। ২০২৬ সালে বাংলায় পরিবর্তন আনুন। অনুপ্রবেশ রুখবে বিজেপি।" এটিকে একপ্রস্ত নির্বাচনী প্রচার বলে দাবি তুলেছে রাজ্যের শাসক দল। দাবি তোলা হয়েছে সরকারি সুযোগ-সুবিধাও নেওয়ার। আর এনিয়েই অভিযোগ তৃণমূলের।

# আদিবাসী নেতার জন্মবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আদিবাসী নেতা কার্তিক ওরাওঁ-এর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কার্তিক ওরাওঁ—কে মহান নেতা হিসেবে বর্ণনা করে মোদী বলেন, আদিবাসী সম্প্রদায়ের আত্মসম্মান ও অধিকার রক্ষায় তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন। আদিবাসী সংস্কৃতি এবং তাঁদের পরিচয় রক্ষায় এক সোচ্চার মুখপাত্রও ছিলেন তিনি। এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "আদিবাসী সমাজের অধিকার এবং সম্মান রক্ষায় নিবেদিত জীবন মহান কার্তিক ওরাওঁ-এর জন্ম শতবর্ষে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। আদিবাসী সংস্কৃতি এবং তাঁদের পরিচয় রক্ষায় এক সোচ্চার মুখপাত্র হিসেবে তিনি কাজ করে গেছেন। বঞ্চিতদের কল্যাণে তাঁর অতুলনীয় কাজ দেশবাসীকে সব সময় প্রেরণা যোগাবে।"

# করিমগঞ্জ জেলার বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনীর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ

করিমগঞ্জ (অসম) ২৯ অক্টোবর (হি.স.): করিমগঞ্জ জেলার ১২৩ উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা, ১২৪ দক্ষিণ করিমগঞ্জ, ১২৫ পাথারকান্দি এবং ১২৬ রামকৃষ্ণনগর (এস সি) বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য ২০২৫ সালের পয়লা জানুয়ারীকে ভিত্তি করে বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনীর খসড়া ভোটার তালিকা ২৯ অক্টোবর মঙ্গলবার করিমগঞ্জে প্রকাশ করা হয়েছে। এই খসড়া ভোটার তালিকা পরিদর্শনের জন্য জেলা আয়ুক্ত কার্য্যালয়ের নির্বাচন শাখা, সংশ্লিষ্ট চক্র আধিকারিকের কার্য্যালয় এবং সকল ভোটকেন্দ্রে পাওয়া যাবে। এই ভোটার তালিকায় কোন দাবি বা আপত্তি থাকলে তা আগামী ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত ৬, ৬(ক), ৭, ৮ নম্বর ফর্মে দাখিল করতে হবে। দাবি ও আপত্তি নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিকের কার্যালয়ে দাখিল করা যাবে। পাশাপাশি https//voters.eci.gov.in পোর্টালে এবং ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপের মাধ্যমে ও দাবি ও আপত্তি দাখিলের আবেদন করা যাবে। দাবি ও আপত্তি দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট বি এল ও এর সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। এতে এই দাবি ও আপত্তির নিস্পত্তি করা হবে আগামী ২৪ ডিসেম্বরের মধ্যে এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ২০২৫ সালের ৬ জানুয়ারি। ২৯ অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত এই খসড়া ভোটার তালিকায় মোট ভোটারের সংখ্যা হচ্ছে ৯৪৪৬২০ জন, এর মধ্যে পুরুষ ৪৭৯৭০৫ জন, মহিলা ৪৬৪৯০৪ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ১১ জন রয়েছে। পাশাপাশি পোলিং স্টেশনের সংখ্যা হচ্ছে ১০৯৯ টি।

# সদ্যজাতের মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

কিন্তু তিনি ভেবেছিলেন এটা কোনো পুতুল ভেসে যাচ্ছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সেই মহিলা জানান, তাদের বাড়িতেও এমন একটি পুতুল আছে, তাই তিনি ভেবেছিলেন এটা এমনই কোনো পুতুল হবে। ফলে তিনি এ নিয়ে না ভেবে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিছু সময় পরে সেদিকে লক্ষ্য করে দেখেন পুতুলটি ভেসে অনেকটা সরে এসেছে এবং পূর্বের তুলনায় এর রং লাল হয়ে গেছে। বিষয়টা সন্দেহজনক মনে হলে তিনি আশেপাশের লোকজনকে ডাকেন।

এলাকার জনগণ এসে মৃতদেহ দেখার পর পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে শিশুটির সম্পর্কে কোনো তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি। এই বিষয়ে তদন্ত করছে পুলিশ।

# র‍্যাগিং বরদাস্ত নয়

● প্রথম পাতার পর

*জানিয়েছিল। এরই প্রেক্ষিতে কমিশন দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল।*

*তিনি বলেন, কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী র‍্যাগিং-র ঘটনায় সত্যতা খুঁজে বের করতে কলেজের অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ওই কমিটি প্রথম বর্ষের পীড়িত ছাত্রছাত্রী সহ র‍্যাগিং-এ অভিযুক্তদের সাথে কথা বলেছে এবং অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পেয়েছে। কারণ, অভিযুক্ত ছাত্রছাত্রীরাই র‍্যাগিং-এ জড়িত থাকার বিষয়ে স্বীকার করেছে। সে মোতাবেক গত ২৬ অক্টোবর আমতলী থানায় এজাহার করা হয়েছে।*

*পশ্চিম জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চিরঞ্জীব চক্রবর্তী বলেন, র‍্যাগিং-র ঘটনায় ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ১৮ জন পড়ুয়ার বিরুদ্ধে আমতলী এজাহার করেছেন। সম্ভবত, র‍্যাগিং-র শিকার পড়ুয়ার অভিভাবক প্রমাণ সহ দিল্লিতে নালিশ করেছেন। এরপরই কলেজের অধ্যক্ষ থানায় অভিযোগ করেছেন। পুলিশ ত্রিপুরা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন(প্রিভেনসন অব র‍্যাগিং) এক্ট, ১৯৯০ অনুযায়ী মামলা নথিভুক্ত করেছে।*

# কমলপুর মহকুমার বড়লুতমাতে আগামী ১১ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ১২৮তম শ্রীকৃষ্ণের মহারাস যাত্রা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৯ অক্টোবর:** কমলপুর মহকুমার বড়লুতমাতে আগামী ১১ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ১২৮ তম শ্রীকৃষ্ণের মহারাস যাত্রা উপলক্ষে মেলা। পাঁচদিনব্যাপি চলবে এই মেলা। মেলার অন্তিমদিনে তথা ১৫ নভেম্বর আয়োজিত হবে মনিপুরীদের ঐতিহ্যবাহী রাখালনৃত্য, গোপীনৃত্য ও রাতে অনুষ্ঠিত হবে মহারাসযাত্রা উৎসব বড়লুৎমাস্থিত ত্রয়মণ্ডপে। বলা বাহুল্য আজ থেকে ১২৭ বছর পূর্বে এই এলাকায় রাসযাত্রা উৎসবের সূচনা হয়েছিল। যারা সূচনা করেছিলেন তারা কেউ এখন আর নেই। তবে তাদের উত্তরসূরীরা এই মহারাসযাত্রা উৎসব করছেন প্রতিবছর। তবে রাসযাত্রার বয়স এবার ১২৮-এ পা দিলেও সেই উৎসব কিন্তু এখনো তাঁর পূর্ণ যৌবন ধরে রেখেছে। এরমধ্যেই রাসযাত্রা অনুষ্ঠান সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটিতে প্রাক্তনমন্ত্রী তথা বিধায়ক মনোজকান্তি দেব সহ জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এ, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট জি এস নায়েক সহ বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। বলা বাহুল্য এই মহারাসযাত্রাকে কেন্দ্র করে কমলপুরের বড়লুতমা এলাকা প্রতি বছর সেজে উঠে আলোকমালায়। শোনাযায় প্রথম যখন রাসযাত্রা উৎসব শুরু হয়েছিল তখন সেখানে বৈদ্যুতিক আলো কল্পনারও অতীত ছিল।ছিল বাঘ, ভাল্লুকের ভয়। তখন সময় সেই ভয়কে জয় করে মানুষ আসতো রাসযাত্রায়।তখন সময় মশাল জ্বালিয়ে তারা মহারাস যাত্রায় আসতো।কিন্তু এখন সেখানে সজ্জিত আলোকমালার বিচ্ছুরণ চোখ ধাদিয়ে দেয়। শত শত দোকানিরা তাদের পসরা সাজিয়ে বসে মেলায়।খোলা হয় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের পক্ষ থেকে স্টল। পাঁচদিন বিমল সিনহা মুক্তমঞ্চে চলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠান।

# তেলিয়ামুড়া রিফর্মাস সোসাইটি তথা টি.আর.এস'- শ্যামা পূজার ২৮তম বর্ষে পদার্পণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ অক্টোবর:** রাত পোহালেই আলোর উৎসব দীপাবলি। সেজে উঠছে গোটা দেশ। এর থেকে বাদ যায়নি আমাদের ছোট্ট পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরাও। বিভিন্ন ক্লাব উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে পূজো উদ্যোক্তা সবাই বর্তমানে শ্যামা বন্দনায় ব্রতী হয়েছে।

তেলিয়ামুড়া মহকুমার 'তেলিয়ামুড়া রিফর্মাস সোসাইটি তথা টি.আর.এস'- এর একদল যুবক''রা সম্মিলিতভাবে গুটি গুটি পায়ে প্রায় প্রতিবছর শ্যামা বন্ধনায় ব্রতী হয়। এবছর তারা ২৮ বছরে পদার্পণ করল। গোটা রাজ্যবাসী সহ তেলিয়ামুড়াবাসীর সামনে মায়ের ৫১ রূপ তুলে ধরছে। তারা আশাবাদী এই বছরকার তাদের পূজোয় অগণিত ধর্মপ্রাণ ভক্তবৃন্দের পদচারনায় পুজো প্রাঙ্গণ আলোকিত হয়ে উঠবে। কথা প্রসঙ্গে, ক্লাব উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন এবছর তারা ২৮ তম বছরে পদার্পণ করেছে। প্রায় সাড়ে পাঁচ থেকে ৬ লাখ টাকা বাজেট নিয়ে তারা শ্যামা বন্দনায় ব্রতী হয়েছে। রাজ্যবাসী সহ তেলিয়ামুড়া বাসীর সামনে আহ্বান রেখেছে যাতে করে নির্বিঘ্নে পূজো সম্পন্ন হয়। কারোর আনন্দ যাতে কারো দুঃখের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া কথা প্রসঙ্গে তারা আরো জানিয়েছেন, আলোকসজ্জা থেকে শুরু করে মণ্ডপসজ্জা এবং প্রতিমা শিল্পী তারা স্থানীয়দের প্রাধান্য দিয়েছেন। সব মিলিয়ে বলা চলে এবারকার তাদের পুজো হবে বেশ জাঁকজমকপূর্ণ।

# আনন্দময়ী মহিলা ক্লাস্টার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড এর আনন্দময়ী সি,এল এর শুভ উদ্বোধন ও বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর:** আনন্দনগর, শ্রীনগর ও জারুল বাচাই এলাকার মা-বোনদের নিয়ে গঠিত সেল্ফ হেল্প গ্রুপের জন্য শ্রীনগরে গড়ে উঠেছে আনন্দবহী মহিলা ক্লাসটার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড। সমিতির নতুন ভবনের শুভ দারুটঘাটন করেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল। আনন্দময়ী মহিলা ক্লাস্টার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড এর আনন্দময়ী সি,এল এর শুভ উদ্বোধন ও বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার।

এই দিন উদ্বোধন করেন বিধায়ক তথা ডেপুটি স্পিকার রামপ্রসাদ পাল। উপস্থিত ছিলেন ব্লক চেয়ারম্যান ভুলন সাহা সহ অন্যান্যরা। এদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল বলেন মা-বোনেরা সহ সহায়ক দল গঠনের মধ্য দিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তাকে বাস্তব রূপ দিতেই এই সমবায় সমিতি গড়ে তোলা হয়েছে। এই সমবায় সমিতির মাধ্যমে সরকারি সহায়তা যাতে তাদেরকে আরো বেশি পরিমাণে প্রদান করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে উপাধ্যক্ষ আশ্বস্ত করেছেন।

# নেশামুক্তি কেন্দ্রের দ্বিতলের গ্লাস ভেঙে রাস্তায় পড়ে গুরুতর আহত দুই

আগরতলা, ২৯ অক্টোবর: নেশা মুক্তি কেন্দ্রের দ্বিতলের গ্লাস ভেঙে রাস্তায় পড়ে গুরুতর আহত হয়েছে দুই যুবক। আহতদের অভিযোগ, তাদেরকে কেউ ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছেন। বর্তমানে তারা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, উদয়পুরের বাসিন্দা তাপস জমাতিয়া এবং সাগর দের্ববমা গত ১ মাস যাবৎ সিপাহীজলা জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার অফিসের পাশে অবস্থিত নেশা মুক্তি কেন্দ্র থাকত। কিছুদিন পর পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করার জন্য সময় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজ পরিবারের সদস্যরা খবর পায় তারা গুরুতর আহত হয়েছেন। বর্তমানে তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছেন। তড়িঘড়ি পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে ছুটে গিয়েছেন। আহত তাপস জমাতিয়া বলেন, আজ সকালে সে ও সাগর দেববর্মা বাথরুম পরিষ্কার করছিলেন। হঠাৎ পিছন দিক থেকে তাদের ধাক্কা মেরে দ্বিতলের গ্লাস ভেঙে রাস্তায় পড়ে যান। এলাকাবাসী ও পুলিশ তাদের উদ্ধার করে সানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা আহতদের জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

# চাঁদার জুলুমবাজি পুলিশি হস্তক্ষেপ

● প্রথম পাতার পর

যদিও পরবর্তীতে পুলিশ মুরগির বাচ্চাগুলো উদ্ধার করে গাড়ির মালিকের হাতে সমঝে দেয়। তবে প্রশাসনিক নির্দেশনাকে অমান্য করে চাঁদার জুলুমবাজিতে লিপ্ত অতি উৎসাহী পূজা উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করুক, দাবি গাড়ি চালকদের।

# স্বর্ণপদক জয়ী লক্ষ্মী

● প্রথম পাতার পর

স্তরে স্বর্ন পদক পায়। এরজন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, ক্রীড়া মন্ত্রী সহ বিভিন্ন পদাধিকারীরা আমাদের সাহায্য করেন। লক্ষ্মী রানী সিনহার পারফরম্যান্সের জন্য মাদ্রাসা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের শিক্ষক,শিক্ষিকা গর্বিত প্রকাশ করেন। এবিষয়ে বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা বলেন, আমরা গর্বিত লক্ষ্মী রানী সিনহা পর পর তিনটি ইভেন্টে স্বর্ন পদক লাভ করে। এখন সরকার তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় কিনা সেটাই প্রশ্ন।

# অভিযানে মুখ্যমন্ত্রী

● আটের পাতার পর বিজেপি পার্টির মাধ্যমে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক তথা সকল প্রকার উন্নয়ন হচ্ছে। যে যেই কাজই করুক কিংবা যেখানে থাকুক, বিজেপির সদস্যতা গ্রহণ করা মানেই হল নিজেকে ভারতের সার্বভৌম তথা অখণ্ড পরিবারের সাথে যুক্ত করা। পাশাপাশি তিনি সদস্যতা গ্রহণকারী সকলকে বিজেপির পক্ষ থেকে স্বাগত জানান।

# ক্রীড়াঙ্গন

## বেশ উৎসাহ উদ্দীপনায় পশ্চিম জেলাস্তরীয় হ্যান্ডবল টুর্নামেন্ট সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পশ্চিম জেলা ভিত্তিক আন্তঃ মহকুমা হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় উমাকান্ত একাডেমীর প্রাঙ্গনে হ্যান্ডবল কোর্টে জিরানিয়া, মোহনপুর ও সদরের প্রায় শতাধিক ছেলেমেয়ে আজ, মঙ্গলবার এক দিবসীয় এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছে। বেলা সোয়া এগারোটায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে স্পোর্টস সেল-এর প্রভারী অমল দে, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়, স্পোর্টস অথরিটির এডভাইজর সূর্যকান্ত পাল, স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি অপু রায়, হ্যান্ডবল এসোসিয়েশনের পেট্রন ব্রজলাল ভৌমিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতা শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ছেলে-মেয়ে উভয় বিভাগে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। পশ্চিম জেলাস্তরীয় এক দিবসীয় হ্যান্ডবল টুর্নামেন্ট সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সম্পাদক লিটন রায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, এই টুর্নামেন্ট থেকে সদর দল প্রাথমিকভাবে গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে চূড়ান্ত দল ঘোষণা করা হবে। আগামী ১৯ নভেম্বর থেকে অনুষ্ঠিতব্য রাজ্য স্তরীয় হ্যান্ডবল টুর্নামেন্টে এই সদর দল প্রতিনিধিত্ব করবে।

## রঞ্জি ট্রফি : আজিঙ্কা রাহানের মুম্বাইকে রুখে ত্রিপুরার ঝুলিতে এক পয়েন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রঞ্জি ট্রফিতে মুম্বাইকে রুখে দিয়েছে ত্রিপুরা। প্রথমবারের মতো এধরনের ঘটনা। বোনাস সহ ৭ পয়েন্টের প্রত্যাশা নিয়ে আজিঙ্কা রাহানের নেতৃত্বাধীন মুম্বাই দল মাঠে পা রেখেই অপ্রত্যাশিত সংখ্যক দর্শকের উপস্থিতি এবং রাজ্য দলের প্রতি সমর্থনের বাহার দেখে অনেকটা আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, ঘরের মাঠে ত্রিপুরা থেকে সরাসরি জয়ের পয়েন্ট ছিনিয়ে নেওয়া অনেকটা কঠিন হবে। চার দিবসীয় রঞ্জি ম্যাচের অন্তিম দিনে আজ, মঙ্গলবার ত্রিপুরা বনাম সফরকারী মুম্বাইয়ের খেলা ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে মুম্বাই পেয়েছে ৩ পয়েন্ট। ত্রিপুরার পকেটে এসেছে এক পয়েন্ট। শেষ দিনে মুম্বাই কিছুটা ঝুঁকি নিয়েছিল। তবে প্রথম ইনিংসে মুম্বাইকে যদি সাড়ে তিনশো রানের মধ্যে আটকে দেওয়া যেত, তবে চূড়ান্ত ফলাফল অন্যরকম হতো। উল্লেখ্য, শনিবারে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মুম্বাই প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্রায় দেড় দিনে মুম্বাইয়ের সংগৃহীত প্রথম ইনিংসের ৪৫০ রানের জবাবে ত্রিপুরা তাদের প্রথম ইনিংসে ৩০২ রান সংগ্রহ করে। ১৪৮ রানে লিড নিয়ে আজ অন্তিম দিনের সকালে মুম্বাই ছয় উইকেট হারিয়ে ১৩০ রানে ইনিংস ঘোষণা করে দেয়। জয়ের জন্য ২৭২ রানের টার্গেট নিয়ে খেলতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ত্রিপুরা দল ২২ ওভারে বিনা উইকেটে ৪৮ রান সংগ্রহ করে। শেষ পর্যায়ে প্রায় ঘন্টাখানেক আগেই দু"দলের অধিনায়ক এবং আম্পায়ারদের আলোচনায় ম্যাচ ড্র ঘোষণা করা হয়। বোলিংয়ে মুম্বাইয়ের হিমাংশু সিং প্রথম ইনিংসে ৬৫ রানে ছয় উইকেট দখলের সুবাদে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। ব্যাটিংয়ে একমাত্র শতরান রয়েছে ত্রিপুরার জিয়নজোৎ সিং এর। তবে মুম্বাইয়ের সূর্যাংশের ৯৯ রানও যথেষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে। এদিকে, মনি শংকর মুড়াসিং এই ম্যাচ থেকে ২ ইনিংসে ৫টি উইকেট পেয়ে তার সর্বমোট উইকেট সংখ্যা হলো ২৯১। ৮৯টি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলে। উল্লেখ্য, গ্রুপের অন্য খেলায় মহারাষ্ট্র ১০ উইকেটে মেঘালয় কে পরাজিত করেছে। জম্মু-কাশ্মীর ইনিংস সহ ২৫ রানে সার্ভিসেসকে এবং বরোদা ইনিংস সহ ৯৮ রানে ওড়িশাকে পরাজিত করেছে।

## সি কে নাইডু ট্রফি : ব্যাটিং ব্যর্থতায় ইনিংস সহ পরাজয়ের সারণীতে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ইনিংস পরাজয় এড়ানো সম্ভব হলো না ত্রিপুরার। ট্র্যাডিশনাল পরাজয়। টানা তিন ম্যাচে হেরে এলিট গ্রুপ এ-তে সর্বশেষ স্থানে ত্রিপুরা। পরপর দুটি ম্যাচে ইনিংস সহ পরাজয়ের পর ত্রিপুরা শিবির অনেকটা বিধ্বস্ত। ত্রিপুরাকে নিজেদের ঘরের মাঠে বাগে পেয়ে সফরকারী তামিলনাড়ু চার দিনের ম্যাচ দেড় দিন আগেই ত্রিপুরাকে ইনিংস সহ ৩৫ রানে হারিয়ে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে। ত্রিপুরা দলের ব্যাটিং ব্যর্থতায় মুখ্যত এ ধরনের ন্যাক্কারজনক হারের প্রধান কারণ। আগামী ম্যাচগুলোতে ত্রিপুরার ছেলেরা কিছুটা ঘুরে দাঁড়াতে পারে কিনা সেটাই এখন দেখার বিষয়। নরসিংগড়ের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে রবিবার ম্যাচ শুরুতে প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে দিনভর খেলে তামিলনাড়ু ৮৫ ওভারের ৭ উইকেটে ১৯৭ রান সংগ্রহ করেছিল। দ্বিতীয় দিনে দলের প্রথম ইনিংসের স্কোর ২৬৫ রানে পৌঁছে শেষ করলে জবাবে দিনের খেলা শেষে ত্রিপুরার প্রথম ইনিংস ১০৬ রানে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। আজ, মঙ্গলবার তৃতীয় দিনের খেলা শুরুতে ফলোঅন-এ ত্রিপুরা ব্যাট করতে নেমে নিজেদের তেমন কোন উন্নতি ঘটাতে পারেনি।

৪৬.১ ওভার খেলে একইভাবে ১২৪ রানে একপ্রকার আত্মসমর্পণ করে নেয়। দুই ইনিংসের মধ্যে ত্রিপুরা দলের পক্ষে ভালো ব্যাটিং বলতে প্রথম ইনিংসে ওপেনার ঋতুরাজ ঘোষ রায়ে ২৪ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে আনন্দ ভৌমিকের ৫১ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে ত্রিপুরার পক্ষে অভিজিৎ দেববর্মার পাঁচ উইকেট এবং তামিলনাড়ু দলের শচীন রথীর ২ ইনিংসে চার উইকেট করে আট উইকেট দখল উল্লেখ করার মতো।

গ্রুপ লীগের অপর খেলায় উত্তরাখণ্ড, চন্ডিগড়ের থেকে ১৮৬ রানে পিছিয়ে রয়েছে। ব্যাঙ্গালুরুতে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে লিড নিয়েছে কর্নাটক। উয়েনাদে কেরালার বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে খেলছে ওড়িশা।

## বুধবার মারাদোনার ৬৪তম জন্মদিন

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): বুধবার মারাদোনার ৬৪তম জন্মদিন। ১৯৬০ সালের ৩০ অক্টোবর আর্জেন্টিনার লানুস শহরে জন্মগ্রহণ করেন বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা। ২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর মারা যান ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম এই তারকা।

মাত্র ষোল বছর বয়সে ক্লাব ফুটবলে পা রাখেন মারাদোনা। নিজ শহরের ক্লাব আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্সের হয়ে অভিষেক হয়। দুই দশকের কেরিয়ারে তিনি ক্লাব পরিবর্তন করেছেন ছয় বার। আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্সের হোম গ্রাউন্ডটি মারাদোনার নামেই নামকরণ করা হয়েছে।

সর্বকালের অন্যতম সেরা এই তারকা ১৯৮২ বিশ্বকাপে প্রথম আর্জেন্টিনার হয়ে খেলেন। যদিও ব্রাজিলের বিপক্ষে লাল কার্ড খেয়ে সেবারের আসর শেষ হয়। ১৯৮৬র বিশ্বকাপে নিজেকে বিশ্বসেরা প্রমাণ করেন মারাদোনা। সেবার অনেকটা একাই পায়ের জাদুতে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতান আর্জেন্টাইন এই কিংবদন্তি। সেবার বিশ্বকাপে জিতেছেন সেরা খেলোয়াড়ের তকমাও। তাছাড়া ১৯৮৬---র বিশ্বকাপে তিনি স্মরণীয় আছেন অন্য একটি কারণে। কারণ এই বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টাইন গ্রেটের গোলটি তার বাঁ হাতের মুঠি থেকে ইংলিশদের জালে যায়। এটি 'ঈশ্বরের হাত' হিসাবে পরিচিত হয়ে আছে।

পরের ১৯৯০ বিশ্বকাপেও সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছেন মারাদোনা। ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে দলকে তুলেছিলেন শিরোপার মঞ্চে। তবে নিজের দ্বিতীয় বিশ্বকাপটা অবশ্য জেতা হয়নি মারাদোনার।

১৯৯৪ বিশ্বকাপ। সেবার বিশ্বকাপ চলাকালীন মারাদোনার শরীরে বলবর্ধক ওষুধের উপস্থিতি খুঁজে পায় ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। যার ফলে আসরের মাঝপথেই আমেরিকার বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল মারাদোনাকে। ফলে ১৫ মাসের নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ফিরলেও স্বাভাবিক ছন্দে আর দেখা যায়নি তাকে। ২০ বছরের আন্তর্জাতিক ও ক্লাব ক্যারিয়ারে আর্জেন্টাইন এই মহাতারকা মোট গোল করেছেন মোট ৩৪৬টি।

ব্যক্তিগতভাবে, মারাদোনা বেশ কিছু পুরস্কার জয়লাভ করেছেন, যার মধ্যে ১৯৮৬ সালে গোল্ডেন বল এবং ১৯৯০ সালে ব্রোঞ্জ বল জয় অন্যতম। এছাড়াও তিনি ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত ফিফা শতাব্দীর সেরা খেলোয়াড়ের (পেলের সাথে যৌথভাবে) খেতাব অর্জন করেছেন।

## ১৪ বছরে জাতীয় স্তরে চ্যাম্পিয়ন স্বস্তিকা, রেকর্ড গড়া ছাত্রীর সোনার ভবিষ্যৎ দেখছেন কোচ জয়দীপ

বাংলার শুটিংয়ে নতুন চমক স্বস্তিকা সরকার। মাত্র ১৪ বছর বয়সেই জাতীয় স্তরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সে। সিবিএসই জাতীয় প্রতিযোগিতায় সারা দেশের মধ্যে সোনা জিতেছে বাংলার কন্যা। নিজের ছাত্রীকে নিয়ে আশাবাদী জয়দীপ কর্মকার। অলিম্পিয়ান জয়দীপের নজর দু'মাস পরে হতে চলা জাতীয় প্রতিযোগিতায়। সেখানেও স্বস্তিকা ভাল ফল করবে বলে আশাবাদী তিনি।ভোপালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সিবিএসই জাতীয় প্রতিযোগিতা। সারা দেশে যত সিবিএসই স্কুল রয়েছে সেখান থেকে প্রতিযোগীরা অংশ নিয়েছিল সেখানে। বয়সভিত্তিক বিভাগে ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে সোনা জিতেছে স্বস্তিকা। ৪০০-র মধ্যে ৩৯৯ স্কোর করেছে সে। আদিত্য অ্যাকাডেমি সিনিয়র সেকেন্ডারি (দমদম) স্কুলের ছাত্রী স্বস্তিকা অবশ্য এর আগে আরও একটি রেকর্ড করেছে। প্রথম মহিলা শুটার হিসাবে রাজ্য প্রতিযোগিতায় ৪০০-র মধ্যে ৪০০ স্কোর করেছে সে। ফলে রাজ্য স্তরে যুব, জুনিয়র ও সিনিয়র, তিনটি বিভাগেই রেকর্ড স্বস্তিকার দখলে। বাংলার শুটিংয়ের আর এক মুখ মেহুলি ঘোষও এই স্কোর করতে পারেননি।জয়দীপের অ্যাকাডেমিতে শেখে স্বস্তিকা। ছাত্রীর সঙ্গে কোচও এখন ভোপালে। সেখান থেকেই আনন্দবাজার অনলাইনকে জয়দীপ বললেন, "১১ বছর বয়সে ও আমার অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হয়। প্রথম থেকেও ওর শুটিংয়ে খুব আগ্রহ ছিল। প্রথমে অবশ্য স্বস্তিকা খুব চঞ্চল ছিল। ধীরে ধীরে ওর আগ্রহ আরও বাড়ে। এই বয়সেও স্বস্তিকা খুব শৃঙ্খলাপরায়ণ। ও অনেক দূর এগোতে চায়। আমরাও ভাবিনি ও মাত্র ১২ বছর বয়সে ৪০০-র মধ্যে ৪০০ মারবে। এ বার জাতীয় স্তরে প্রথম সোনা জিতল।"চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরও অনুশীলনে খামতি নেই স্বস্তিকার।

প্রতিযোগিতা শেষেই কোচের কাছে ছুটেছে সে। জয়দীপ বললেন, "জেতার পরও ভোপাল শুটিং অ্যাকাডেমিতে আমার সঙ্গে অনুশীলন করেছে স্বস্তিকা। সেখানেও ব্যক্তিগত সেরা স্কোর করেছে ও। দু'মাস পরে জাতীয় প্রতিযোগিতা। সেখানেও স্বস্তিকা ফাইনালে উঠতে পারে। ও যুব, জুনিয়র, সিনিয়র তিনটে বিভাগেই খেলবে। জাতীয় প্রতিযোগিতায় ফাইনালে খেলা খুব বড় ব্যাপার। কারণ, যুব বিভাগেও সেখানে অলিম্পিক্সে খেলা শুটার থাকে। ওদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারবে। ১৪ বছরে কোনও বাঙালি মেয়ে ফাইনালে উঠলে সেটা ইতিহাস হবে। আশা করছি স্বস্তিকা সেটা পারবে।

## ব্যালন ডি'অর প্রথম ইয়োহান ক্রুইফ ট্রফি জিতলেন আনচেলত্তি

প্যারিস, ২৯ অক্টোবর( হি.স): এবারই প্রথম বর্ষসেরা কোচের পুরস্কার দিল ফরাসি সাময়িকী 'ফ্রান্স ফুটবল।' আর সেই পুরস্কার জিতলেন আনচেলত্তি।পেপ গুয়ার্দিওলা, লিওনেল স্কালোনি, লুইস দে লা ফুয়েন্তেকে পেছনে ফেলে তিনিই জিতলেন বর্ষসেরা কোচের পুরস্কার।

ফরাসি সাময়িকী 'ফ্রান্স ফুটবল' সোমবার রাতে প্যারিসে জমকালো ব্যালন ডি'অর অনুষ্ঠানে বর্ষসেরা কোচের নাম ঘোষণা করে।

## ব্যালন ডি'অর: আবার বর্ষসেরা গোলরক্ষক হলেন এমিলিয়ানো মার্তিনেস

প্যারিস, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): লাতিন আমেরিকার ফুটবল শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে ছয় ম্যাচের পাঁচটিতেই এমিলিয়ানো মার্তিনেস গোলে দাঁড়িয়ে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন টাইব্রেকারে। গোল রক্ষা করেছেন অসংখ্য। সেই সঙ্গে আর্জেন্টিনার কোপা আমেরিকা জেতানোর পথে রেখেছিলেন বড় অবদান। তারই স্বীকৃতি হিসেবে পেলেন টানা দ্বিতীয়বার বর্ষসেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার।

প্যারিসে সোমবার রাতে জমকালো ব্যালন ডি'অর অনুষ্ঠানে মার্তিনেসের হাতে তুলে দেওয়া হয় সেরা গোলরক্ষকের স্বীকৃতি 'ইয়াশিন ট্রফি।'

## স্পেন ও ম্যান সিটির রদ্রি জিতলেন ২০২৪ সালের ব্যালন ডি'অর পুরস্কার

প্যারিস, ২৯ অক্টোবর (হি.স): লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর পরবর্তী যুগে কে পেতে চলেছেন বর্ষসেরার পুরস্কার ব্যালন ডি'অর এ নিয়ে আলোচনা-গুঞ্জন চলছিল। অবশেষে সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল সোমবার রাতে।

আর ৬৪ বছর পর কোনও স্প্যানিশের হাতে উঠল ব্যালন ডি'অর। আর ম্যানচেস্টার সিটির ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে এই পুরস্কার জিতলেন রদ্রি। প্যারিসের থিয়েটার দু শাতেলের মঞ্চে হাসলেন রদ্রি। প্রথমবার মতো হাতে তুললেন ব্যক্তিগত মর্যাদার পুরস্কার ব্যালন ডি'অর। ছেলেদের ফুটবলে ৬৪ বছর পর কোনো স্প্যানিশের হাতে উঠল ব্যালন ডি'অর। আর ম্যানচেস্টার সিটির ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে এই পুরস্কার জিতলেন তিনি।

২০০৭ সালে এসি মিলানে খেলার সময় এই পুরস্কার জিতেছিলেন কাকা। এরপরই শুরু মেসি-রোনাল্ডোর রাজত্ব। ২০০৮ থেকে ২০২৩মোট ১৩টি ব্যালন ডি'অর জিতেছেন দুজনে। মাঝে এই পুরস্কার পেরেছেন শুধু দুজনলুকা মদরিচ (২০১৮) ও করিম বেনজেমা (২০২২)।

এবারের ব্যালন ডি'অরে রদ্রির অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। তবে তিনি ক্লাবের হয়ে গত মরসুমে জিতেছেন লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগ।

দেশের হয়ে জিততে পারেননি কিছুই। ব্যালন ডি'অর জয়ে ফেবারিটের তালিকায় ছিলেন জুড বেলিংহামও।

সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে নিজের প্রথম মরসুমেই জিতেছেন লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগ। রদ্রি গত মরসুমে সিটির জার্সিতে প্রিমিয়ার লিগ আর স্পেনের হয়ে জিতেছেন ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ।

## বলে-ব্যাটে রাধার লড়াই ব্যর্থ, দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতকে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফেরাল নিউ জিল্যান্ড

প্রথম বল হাতে নিলেন চার উইকেট। পরে ব্যাট হাতে করলেন ৪৮ রান। মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'টি ক্যাচও নিলেন। তবু দলকে জেতাতে পারলেন না রাধা যাদব। নিউ জিল্যান্ড মহিলা দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে ৭৬ রানে হেরে গেল ভারত। সিরিজে সমতা ফেরাল তারা। মঙ্গলবার তৃতীয় ম্যাচ। যারা ম্যাচ জিতবে সিরিজ তাদেরই।সুজি বেটস এবং জর্জিয়া প্লিমার অনায়াসে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। ভারতের কোনও বোলারই তাঁদের বিপদে ফেলতে পারছিলেন না। ৮৭ রানের মাথায় দীপ্তি শর্মার বলে আউট হন প্লিমার (৪১)। এর পর নিউ জিল্যান্ড দ্রুত লরেন ডাউনকে (৩) হারালেও বেটসের সঙ্গে জুটি বাঁধেন অধিনায়ক সোফি ডিভাইন।বেটস (৫৮) অর্ধশতরান করে আউট হওয়ার পর ব্রুক হ্যালিডেও (৮) বেশি ক্ষণ টিকতে পারেননি। ডিভাইনের সঙ্গে দলকে এগিয়ে নিয়ে যান ম্যাডি গ্রিন (৪২)। ডিভাইন (৭৯) প্রায় শেষ পর্যন্ত খেলেন। ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ২৫৯ তোলে ইংল্যান্ড।জবাবে প্রথম ওভারেই স্মৃতি মন্ধানাকে(০) হারায় ভারত। আবার অফস্টাম্পের বাইরের বলে খোঁচা দেন তিনি। কিছু ক্ষণ পরে ফেরেন শেফালি বর্মা (১২)। চোট সারিয়ে এই ম্যাচে ফিরেছিলেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত কউর (২৪)। তিনিও ব্যাট হাতে দাগ কাটতে ব্যর্থ। ভারতের কোনও ব্যাটারই ক্রিজে থিতু হতে পারেননি। তবে শেষ দিকে রাধা (৪৮) এবং সাইমা ঠাকোরের (২৯) জন্য হারের ব্যবধানে কমে।

## পাক বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে অবনমন শাহিনের বোর্ডের সমালোচনা করে বাদ ফখর, ৫ নতুন মুখ

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ দু'টি টেস্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। এ বার বার্ষিক চুক্তি থেকেও অবনমন হল শাহিন আফ্রিকা। 'এ' বিভাগ থেকে 'বি' বিভাগে নেমে গেলেন তিনি। পাকিস্তান বোর্ড এক বিবৃতিতে এ কথা ঘোষণা করেছে। নতুন কেন্দ্রীয় চুক্তিতে জায়গা পেয়েছেন কিছু নতুন মুখও।তিন বছরের চুক্তি করেছে বোর্ড। গত বছরই ক্রিকেটারদের সঙ্গে এই চুক্তির ব্যাপারে চূড়ান্ত হয়েছিল। চুক্তির অর্থও বাড়ানো হয়েছিল। পাশাপাশি আইসিসি থেকে পাওয়ার অর্থের অংশও পাবেন ক্রিকেটারেরা।সর্বোচ্চ 'এ' বিভাগে রয়েছেন বাবর আজম এবং মহম্মদ রিজওয়ান। রিজওয়ানকে এ দিনই সাদা বলের ক্রিকেটের অধিনায়ক করা হয়েছে। 'বি' বিভাগে শাহিনের সঙ্গে রয়েছেন নাসিম শাহ এবং শান মাসুদ। পাকিস্তানের টেস্ট দলের অধিনায়ক আগে নীচের বিভাগে ছিলেন।'সি' বিভাগে আবদুল্লাহ শফিক, আব্রার আহমেদ, হ্যারিস রউফ, নোমান আলি, সাইম আয়ুব, সাজিদ খান, সলমন আঘা, সাউদ শাকিল এবং শাদাব খান রয়েছেন।

## আইএসএলের ছয় সপ্তাহে সেরা ফুটবলারদের তালিকা

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : দেখতে দেখতে আইএসএলের বয়স ছয় সপ্তাহ হয়ে গেল। এই ছয় সপ্তাহে আইএসএলে কোন কোন ভারতীয় ফুটবলার নজর কাড়লেন দেখে নেওয়া যাক,

পার্থিব গগৈ : পার্থিব গগৈ ২২ বছর বয়সেই আইএসএলে ১০টি গোল করার রেকর্ড গড়ে ফেলেছেন। তাঁর খেলার ধরণ ও দক্ষতা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

উদান্ত সিং : উদান্ত সিং উইঙ্গার হিসেবে দারুণ খেলে, গোলের প্রথম সমতায় ম্যাচের শেষ মুহূর্তে গোল করেন। তাঁর পাসিং অ্যাকুরেসি ছিল ৮৩ শতাংশ, যা ৪০টি পাসের মধ্যে ৩৩টি সফল। তিনি দলে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

অমরিন্দর সিং : ওড়িশা এফসির গোলরক্ষক অমরিন্দর সিং প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সেভ করেন। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সেভ করে তিনি দলকে পয়েন্টে হাত ছাড়া হতে সাহায্য করেন। পারাগ শ্রীবাস : পারাগ শ্রীবাস মহামেডানের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত একটি গোল করেছেন, যা তাঁর ক্যারিয়ারের প্রথম আইএসএল গোল। তিনি বিপক্ষের আক্রমণ রুখতে সফল হন এবং সমর্থকদের কাছে তাঁর পারফরম্যান্স নজর কেড়েছে। ছাংতে : মুম্বাই সিটি এফসির অধিনায়ক লাললিয়াঞ্জুয়ালা ছাংতে অসাধারণ ফর্মে রয়েছেন। তিনি একটি গোলের অ্যাসিস্ট দিয়ে দলের আক্রমণে সহায়তা করেছেন, তাঁর পাসিং অ্যাকুরেসি ছিল ৮৭ শতাংশ।

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের টিএফটিআই'র বিভিন্ন কোর্সের সমাপ্তিতে ছাত্রছাত্রীদের শংসাপত্র

# ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট রাজ্যের একটি গর্বের প্রতিষ্ঠান : মুখ্যমন্ত্রী

**আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।।** ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট রাজ্যের একটি গর্বের প্রতিষ্ঠান। রাজ্যে এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন হবে তা কেউ কল্পনাও করেনি। রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এবং সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় এ ধরনের প্রতিষ্ঠান রাজ্যে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। আজ নজরুল কলাক্ষেত্রে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের (টিএফটিআই) বিভিন্ন কোর্সের সমাপ্তিতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শংসাপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে টিএফটিআই-র নি অ্যাক্টিং, স্টি রাইটিং এবং ডিজিটাল এডিটিং এই তিনটি কোর্সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৫৩ জন ছাত্রছাত্রীকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, জাতি জনজাতি গোষ্ঠীর মিশ্র সংস্কৃতির রাজ্যে প্রতিভার কোনও অভাব নেই। ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছেলেমেয়েরাও রাজ্যের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। রাজ্যের ছেলেমেয়েদের ভেতর থেকে সুপ্ত প্রতিভাকে বের করার জন্য সত্যজিত রায় ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট থেকে আগত ফ্যাকাল্টিগণ যে কাজ করছেন তারজন্য মুখ্যমী তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মুখ্যমী বলেন, ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে বর্তমানে ৭টি শর্ট কোর্স চালু রয়েছে। আগামীদিনে দীর্ঘমেয়াদি কোর্স সহ এখানে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি কোর্স চালু করার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। এক কথায় এই ইনস্টিটিউটকে পূর্ণাঙ্গরূপে গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হবে। এই ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন কোর্সের ফি রাজ্য সরকারই ৯০ শতাংশ বহন করে থাকে যা শিক্ষার্থীদের জন্য একটা ভালো দিক। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, গত ২০২২ সালের ২৮ নভেম্বর থেকে ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট যাত্রা শুরু করে। কলকাতাস্থিত সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে এখানে বর্তমানে ৭টি স্বল্পমেয়াদি কোর্স চালু রয়েছে। কোর্সগুলি হলো নি অ্যাক্টিং, ফিল্ম অ্যাপ্রেসিয়েশন, প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট, নিউজ অ্যাঙ্করিং ও রিপোর্টিং, স্টি রাইটিং, ডিজিটাল এডিটিং এবং সাউণ্ড রেকর্ডিং। এছাড়াও এখানে শীঘই ডিজিটাল সিনেমাটোগ্রাফি ও ফিল্ম ডিরেকশন এই দুটি কোর্স চালু করা হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব শ্রী চক্রবর্তী আরও বলেন, সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠানটিকে আরও উন্নততর করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। এই ইনস্টিটিউটে শীঘই একজন কনসালটেন্ট নিযুক্ত করা হবে। এছাড়াও এই ফিল্ম ইনস্টিটিউটের জন্য জায়গাও চিহ্নিত করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা সমীরণ দত্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য এবং রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে শংসাপত্রগুলি তুলে দেন।

## দীপাবলি উৎসব উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

**আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।।** দীপাবলি উৎসব উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আলোর উৎসব দীপাবলি আমাদের চিরন্তন ঐতিহ্যের প্রতীক। দীপাবলির আলোকশিখা জীবনের সমস্ত দুঃখ যণাকে দূর করে আলোকিত করে তুলুক এটাই আমাদের প্রার্থনা। আলোকের ঝরণা ধারায় উদ্ভাসিত হোক আমাদের আগামী দিনগুলি। সকল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে আত্ম-নির্ভরতায় এবং উন্নয়নের জয়যাত্রায় আলোর পথে আমরা আরো এগিয়ে যেতে চাই। ত্রিপুরাসুন্দরী মায়ের আশীর্বাদে রাজ্যবাসী সকলে যাতে সুস্থ ও সুন্দরভাবে একসাথে মিলেমিশে থাকতে পারি, দীপাবলি উৎসবে আমি সেই প্রার্থনাই জানাচ্ছি।' মুখ্যমন্ত্রী দীপাবলির আলোর উৎসবে রাজ্যবাসীর সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন।

## কুয়ো পরিষ্কার করতে গিয়ে মৃত্যু ব্যক্তির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর:** কুয়োর ভেতর পরিষ্কার করতে গিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল এক ব্যক্তি। ঘটনা বাগবাসা বিধানসভা এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মঙ্গলবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার বাগবাসা বিধানসভার অন্তর্গত বাগবাসা থানা সংলগ্ন এলাকায় একটি কুয়ো পরিষ্কারের জন্য কুয়োর ভেতর দুজন ব্যক্তি নামে। কিন্তু কুয়োর ভেতর বিষাক্ত গ্যাস হয়ে যাওয়াতে মুহূর্তের মধ্যেই দুই ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এটি দেখতে পেয়ে আশপাশের লোকজন তাদের বাঁচাতে তরিঘড়ি শুরু করে। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় ধর্মনগর দমকল বিভাগের কর্মীদের। এই ঘটনার খবর পেয়ে সাথে সাথে দমকল বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হয়।

কিন্তু দমকল বিভাগের কর্মীদের ঘটনাস্থলে পৌছানোর আগেই স্থানীয় জনগণ কুয়োর ভেতর থাকা ওই দুই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে।এরপর তাদের মধ্যে একজনকে শনিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায় জনগণ। জানা যায়, সেখানে ওই ব্যক্তির চিকিৎসা চলছে এবং অপরজনকে নিয়ে আসা হয় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে। ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক অপর ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

# বিলোনিয়া মতাই বুড়া কালী বাড়িতে তিনদিনব্যাপী দীপাবলি উৎসবের শুভ সূচনা করেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৯ অক্টোবর:** শুরু হয়ে গেল আলোর উৎসব দীপাবলি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় হবে দীপাবলি উপলক্ষে কালী পূজা। উৎসবের মাসে সব এলাকা এখন আনন্দ মুখর। আজ বিলোনিয়া মতাই বুড়া কালী বাড়িতে তিন দিনব্যাপী দীপাবলি উৎসবে শুভ সূচনা হলো।

তিনদিন ব্যাপী দীপাবলি উৎসব ও মেলার উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা রাজ্যের মৎস্য ও তপশিলি জাতি উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাইখোরা জগন্নাথ মন্দিরের সাধু মাধব দাস, চন্দন দেবনাথ, ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শম্ভুনাথ কর, ভাইস চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ মিত্র সহ অন্যান্য অতিথিগন।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাস দীপাবলীর মাহাত্ম্য তুলে ধরে সনাতন ধর্ম রক্ষা করার কথা বলেন, হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তিনি সকলকে সব মতের উর্ধে উঠে সকলকে একত্রিত হওয়ার কথা বলেন, তারপর মন্ত্রী সুধাংশু দাস সকলের সাথে মাটিতে বসে শুনলেন কবি কীর্তন তিনি নিজেও গাইলেন গান,জানা যায় অধুনা বাংলাদেশের তালবাড়িয়া থেকে মতাই এলাকায় এই বুড়া কালী মায়ের মূর্তি এনে স্থাপিত করা হয় ১৯৬৩ সালে, সেই থেকে এখানে এখনো পর্যন্ত কালিমা প্রতিনিয়ত বুড়া কালী হিসাবে পুজিত হয়ে আসছে। এখানকার লোকজন একে জাগ্রত কালী হিসেবে জানেন। আজ মন্ত্রীর গানে এই কালীবাড়ি প্রাঙ্গণ একটি অন্য মাত্রা পেল।

মঙ্গলবার সালেমাস্থিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র পরিদর্শন করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু।

# বিজেপির উত্তর ত্রিপুরা জেলার উদ্যোগে রান ফর ইউনিটি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ অক্টোবর:** মঙ্গলবার সকালবেলা উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাসদর ধর্মনগর শহরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য স্মৃতি ভবন প্রাঙ্গণ থেকে বিজেপির উত্তর ত্রিপুরা জেলার উদ্যোগে রান ফর ইউনিটি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে এই কার্যক্রম অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য স্মৃতি ভবন প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য স্মৃতি ভবন প্রাঙ্গণে এসে এটির সমাপ্তি হয়। উল্লেখ্য ভারতবর্ষের প্রথম উপ প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিবসকে কেন্দ্র করে উনার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির উত্তর ত্রিপুরা জেলার সকল কার্যকর্তা ও নেতৃত্বদের এই আয়োজন।

এতে উপস্থিত ছিলেন বাগবাসার বিধায়ক যাদব লাল দেবনাথ, বিজেপির উত্তর জেলার জেলা সভাপতি কাজল দাস,বিজেপির উত্তর জেলার জেলা সহ সভাপতি জহর চক্রবর্তী, কালাছড়া ট্রঙ্গ ব্লকের চেয়ারম্যান টিঙ্কু শর্মা, বিজেপির উত্তর জেলার সম্পাদিকা গায়ীত্রী ঘোষ, বিজেপি নেতৃত্ব ডঃ তমজিৎ নাথ,রবীন্দ্র সূত্রধর,যুব মোর্চার উত্তর ত্রিপুরা জেলার সম্পাদক বিশ্বরিক ভট্টাচার্য্য সহ বিজেপির অন্যান্য কার্যকর্তাগণ।

# বড়দোয়ালী মন্ডলের উদ্যোগে ২য়বর্ষ কালী পুজোর উদ্বোধন বুধবার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর:** বিজেপি বড়দোয়ালী মন্ডলের উদ্যোগে এ বছরও দ্বিতীয় বর্ষ দীপাবলি উৎসব ও কালী পূজার আয়োজন করা হয়েছে। ৩০ অক্টোবর সন্ধ্যা ছয়টায় মুখ্যমন্ত্রীর ডক্টর মানিক সাহা তিন দিনব্যাপী দেওয়ালী উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। বড়দোয়ালী মন্ডল এর উদ্যোগে ২য় বর্ষ কালী পুজোর আয়োজন করা হয়েছে রবীন্দ্রভবনের সামনে। তাকে সামনে রেখে আজ সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় মন্ডল অফিসে। পুজো কমিটির চেয়ারম্যান তথা মেয়র দীপক মজুমদার সাংবাদিক সম্মেলনে পুজোর বিভিন্ন কর্মসূচি তুলে ধরেন। তিনি জানান ৩০ অক্টোবর থেকে পহেলা নভেম্বর পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কালীপূজা ও দীপাবলীর উপলক্ষে রাজ্যের ও বহির্জ্যের শিল্পীদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। পহেলা নভেম্বর সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও রাজ্যসভার সাংসদ তথা বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা উপস্থিত থাকবেন।

# মাইছড়া মনচন্দ্র পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চুরি, তদন্তে পুলিশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৯ অক্টোবর:** বিলোনীয়া থানাধীন ভারত চন্দ্র নগর ব্লক এলাকায় উত্তরোত্তর চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় জনগণের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। পূর্ব কলাবাড়িয়া পঞ্চায়েতে গত ২২ অক্টোবর একই রাতে চার জায়গায় চুরির ঘটনা ঘটে। সাতদিনের মাথায় গত সোমবার রাতে মাইছড়া মনচন্দ্র পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চুরির ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ছুটে আসে বিলোনীয়া থানার পুলিশ। সোমবার রাতে মাইছড়া মনচন্দ্রপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের দুটি তালা ভেঙ্গে রান্নাঘর থেকে একটি গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে যায়,মঙ্গলবার সকালে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের দিদিমণি সুমিত্রা ভৌমিক এবং সহকারী এসে সেন্টারের তালাভাঙ্গা দেখে খবর পাঠায় বিলোনীয়া থানায়। বিলোনীয়া থানা থেকে পুলিশ অফিসার সুকান্ত ত্রিপুরার নেতৃত্বে ছুটে আসে পুলিশ বাহিনী। এলাকাবাসি এবং মাইছড়া বাজারে ব্যবসায়ীদের সাথে চুরির বিষয়ে কথা বলে তদন্ত শুরু করেছেন। মনচন্দ্র পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দিদিমনি বলেন, প্রত্যেক দিন রান্নাবান্না শেষ হয়ে গেলে গ্যাস সিলিন্ডার পাশের ঘরে নিয়ে রাখা হয়। গত দূর্গাপূজার বন্ধে ও গোডাউনে সিলিন্ডার রাখা হয়েছিল। লক্ষ্মীপুজোর পরের দিন সকালে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এসে দেখেন গোডাউনের তালা ভাঙ্গা। সেদিন চোরের দল গ্যাস সিলিন্ডারের সমস্ত গ্যাস ছেড়ে দিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। পার্শবর্তী বাড়ির লোকের শব্দ পেয়ে চোর পালিয়ে যায়। গত রাতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের তালা ভেঙ্গে সিলিন্ডার নিয়ে যায় চোরের দল। এভাবে দিন দিন চোরের উপদ্রব বাড়তে থাকলে শিশুদের কি করে খাওয়ানো হবে তা নিয়ে বেশ চিন্তায় পড়েছেন। এভাবে ধারাবাহিকভাবে এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটে চললেও পুলিশ প্রশাসনের চোরদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার জনগণ।

মঙ্গলবার রাজধানীতে আয়োজিত একটি রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা

## মন্ত্রীর উপস্থিতিতে বোকাফা ব্লকে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা বৈঠক

আগরতলা, ২৯ অক্টোবর : মঙ্গলবার বোকাফা ব্লকের কনফারেন্স হলে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী নিয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠীত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন দক্ষিন জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, দক্ষিন জেলার জেলা শাসক স্মীতা মল এম এস, দক্ষিন জেলা পরিষদের সদস্য নিতিশ দেবনাথ, বোকাফা ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মনোজ পাল সহ অন্যান্যরা।শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন দপ্তরের ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকদের নিয়ে আজকের এই পর্যালোচনা বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ব্লকের অধীনে থাকা পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরাও। বৈঠকে ব্লকের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর এবং অর্ধসমাপ্ত কাজ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। কিছু কাজ অর্ধসমাপ্ত থাকার কারণ রয়েছে এবং সেগুলো কিভাবে সমাপ্ত করা হবে তা নিয়ে মতবিনিময় করা হয়। বৈঠকের আলোচনা শেষে উন্নয়নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের তুলে ধরেন মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া। মন্ত্রী জানান, সমগ্র দক্ষিনজেলার উন্নয়নে প্রতিনিয়ত দক্ষিন জেলায় অবস্থিত সবকয়টি ব্লকে পর্যালোচনা বৈঠকের আয়োজন করা হবে।

মঙ্গলবার ভার্চুয়াল মোডের মাধ্যমে আসন্ন দীপাবলি উদ্‌যাপনের জন্য বিদ্যুৎ নিগমের আধিকারিকদের সাথে প্রস্তুতিমূলক বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ. বৈঠক শেষে তিনি জানিয়েছেন, কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন তাঁরা আসন্ন দীপাবলি উৎসবে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

## বড়দোয়ালী কেন্দ্রের সদস্যতা অভিযানে মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৯ অক্টোবর : আজ সকালে মুখ্যমন্ত্রীর নিজ কেন্দ্র অর্থাৎ বরদোয়ালির ১৬ নং ওয়ার্ড অন্তর্গত রামনগর তিন নম্বরে সদস্যতা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা। কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। আজ আগরতলা পুর নিগমের ১৬ নং ওয়ার্ডে সদস্যতা অভিযানি অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা জনগণের সাথে কথা বলেন। তিনি সকলকে সম্বোধন করে বলেন,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর ফাউন্ডেশন রাজ্যে আয়ুর্বেদিক কলেজ স্থাপনের জন্য আগ্রহ ব্যক্ত করেছে : মুখ্যমন্ত্রী

**আগরতলা, ২৯ অক্টোবর:** রাজ্যে আয়ুর্বেদিক ঔষধ কেনার জন্য ১.৫০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে রাজ্য সরকার। শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর ফাউন্ডেশন রাজ্যে একটি আয়ুর্বেদিক কলেজ স্থাপন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়নকে ব্যাপক অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে এই সরকার। আগামীতে ত্রিপুরা রাজ্যে একটি স্বাস্থ্য হাব গড়ে তোলার লক্ষ্যেও কাজ করছে বর্তমান সরকার। মঙ্গলবার আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক ৯ম আয়ুর্বেদ দিবসের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, একটা সময় ছিল আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রকৃতিতেই আমাদের জন্ম এবং প্রকৃতিতে রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। আর এখানেই চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা রয়েছে। একসময় নালন্দা ও তক্ষশীলার মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনার জন্য বিদেশ থেকে পড়ুয়ারা ভারতে আসত। কিন্তু এখন আমরা আমাদের সন্তানদের পড়াশোনার জন্য বিদেশে পাঠাতে পারলে গর্বিত বোধ করি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব নেওয়ার পরে মানুষের চিন্তাভাবনা বদলে যেতে শুরু করেছে। তিনি আয়ুষ মন্ত্রকের সূচনা করেন এবং অ্যালোপ্যাথি, আয়ুর্বেদ এবং হোমিওপ্যাথি সহ ঔষধের সমস্ত শাখাকে এক ছাদের তলায় নিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছেন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রীও প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। তিনি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব তুলে ধরেন। আয়ুর্বেদে বিভিন্ন ধরণের ল্যাব রয়েছে এবং একটি ওপিডিও রয়েছে, যেখানে রোগীরা নিয়মিত পরিষেবা নিতে আসেন। আমি ৫০ শয্যা বিশিষ্ট আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল পরিদর্শন করেছি। সম্প্রতি, আমি বলেছি যে আমরা রাজ্যে একটি আয়ুর্বেদিক বা হোমিওপ্যাথি কলেজ প্রতিষ্ঠা করবো। আমি স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যের সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করেছি। তিনি আমাকে অবহিত করেছেন শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর ফাউন্ডেশন আয়ুর্বেদিক কলেজ গড়ে তোলার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এজন্য আমাদের অবশ্যই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং রবিশঙ্কর ফাউন্ডেশন বলেছে এটা করা সম্ভব। তাদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র যাচাই করার পরে যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্যই সম্পদ এবং স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে আমরা মানব সম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারবো না। আমরা পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছি। আমরা একটি স্বাস্থ্য হাব গড়ে তোলার জন্য কাজ করছি এবং একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছি। সরকার সম্প্রতি আয়ুর্বেদিক ঔষধ কেনার জন্য ১.৫০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে, যা মানুষকে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে।অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, অতিরিক্ত সচিব রাজীব দত্ত, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ সঞ্জীব দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ অঞ্জন দাস, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরা মিশন অধিকর্তা ড. সমিত রায় চৌধুরী, মেডিকেল এডুকেশনের অধিকর্তা ডাঃ এইচ পি শর্মা সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। অনুষ্ঠানে অংশ নেন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত ফার্মাসিস্ট সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীগণ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2
10/30/2024, 1:06 AM